প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই; অবস্তায় মিত্র (সূর্য্য) একজন মধ্যম দেব বলিয়াই গণ্য হইয়াছেন, কিন্তু ঋগ্বেদাদির ন্যায় অবস্তার আদি গাথায় মিথ্রের (মিত্রের) শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়, তাহা সৌর কবিগণের উক্তি। মিহির যশ্‌তে সেই পূর্ব্বশ্রুতির চিহ্নমাত্র রক্ষিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণে অগ্নিকুল, সোমকুল ও সূর্য্যকুল এই ত্রিকুলের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কতকটা রূপক অথচ ঐতিহাসিক বলিয়া বোধ হয়। শাকদ্বীপীয় ঋষি মিহিরগোত্র ঋজিশ্বার অগ্নিপূজায় অনুরাগ দেখা যায়, তাই হাবনী বা আহবনীয়াগ্নি তাঁহার কন্যারূপে বর্ণিত। এমন কি তিনি সূর্য্যদেবের উপভোগ্য সামগ্রী অগ্নিদেবকে অর্পণ করিতে কাতর হন নাই, অথচ তাঁহার বংশীয়েরা তাহা অনুমোদন করেন নাই। বরং তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় সৌরগণ জারজত্ব আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সম্ভবতঃ ঋষি ঋজিশ্বা যে অগ্নিপূজার বীজ বপন করেন, তাহারই ফলে জরথুস্ত্র বা জরশস্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ মূলকে দোষ না দিয়া ফলকে দোষারোপ করিলেন। ভাব এই, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ হইতেই অগ্নিপূজা প্রবর্ত্তিত হইলেও অগ্নিপূজা তাঁহাদের মুখ্য পুরুষার্থ নহে, সূর্য্যপূজাই তাঁহাদের পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়।

আমরা ঋগ্বেদেও দেখিয়াছি, অগ্নিপূজকেরা 'মঘবা' নামে খ্যাত ছিলেন। শাকদ্বীপে এই নাম 'মগব' 'মগু' ও 'মগ' এই কয় নামেই প্রচলিত হইয়াছিল, প্রাচীন অবস্তা ও ভবিষ্যপুরাণ হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে আট জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শাকদ্বীপে গিয়া সূর্য্যপূজায় নিযুক্ত হন, তাঁহারাও প্রথমে অগ্নিপূজক 'মগ' নামেই খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা সৌর বা সূর্য্যপূজায় অনুরক্ত হইলেও আদিনাম কেহই পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু যখন জরথুস্ত্র অগ্নিপূজা প্রচার উপলক্ষে সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিলেন, সেই সময়ই সৌর মগগণের হৃদয়ে দারুণ বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ইরাণের অগ্নিপূজকগণ সকলেই শাকদ্বীপকুলসম্ভূত জরথুস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন; কিন্তু তুরাণের সৌর ব্রাহ্মণগণ নিজ ইষ্টদেবের অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না। জরশস্ত্র হইতে শাকদ্বীপীয় কীর্ত্তি বহু জনপদে ঘোষিত হইলেও তিনি শাকদ্বীপের সৌরগণের নিকট পাতিত্য দোষে আরোপিত হইলেন। এক বংশ হইলেও তাঁহারা জরশস্ত্রের বংশীয় বা তন্মতাবলম্বী অগ্নিপুরোহিতদিগকে 'অগ্নিজাত্য' অর্থাৎ অগ্নিকুল এবং আপনাদিগকে 'আদিত্যজাত্য,* বা সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিতেন। সোমযাজী বৈদিক আর্য্যগণ যাঁহারা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশীয় যাঁহারা ইরাণ ও তুরাণে প্রধানতঃ সোমযাগে অতিবাহিত করিতেন, তাঁহারা সৌরগণের নিকট সোমজাত্য বা সোমকুলোদ্ভব বলিয়া গণ্য ছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে আমরা সেই ত্রিকুলের উল্লেখ পাইতেছি।

অগ্নির সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য বা পুরোহিতই জরথুস্ত্র নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, বহু রাজা

* ইঁহারাই ভোজক নামে খ্যাত। এই ভোজক নাম হইবার বিবরণ ভারতবর্ষে শাকদ্বীপীগণের আগমন প্রসঙ্গে বর্ণিত হইবে।

ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি সেই মহাপুরোহিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি কোন কোন স্থানে জরথুস্ত্রের ধর্ম্মের সহিত রাজনৈতিক শাসনও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সময়ে শাকদ্বীপীয় সৌরগণ ক্রমেই হতমান ও হীনবল হইয়া পড়িতে ছিলেন। অবশেষে স্পিতম জরথুস্ত্রের অভ্যুদয়ে ও পুরাতন অগ্নিপূজার সহিত মজ্দধর্ম্ম বা একেশ্বরবাদ প্রচার হওয়ায় ইরাণ ও তুরাণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, আপামর সাধারণে এই নবধর্ম্মের অনুগামী হইয়াছিল এবং অল্পকাল মধ্যেই একেশ্বরবাদমূলক অগ্নিপূজা ইরাণ-সাম্রাজ্যের রাজকীয় ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত হইল। এই সময় মিত্র-ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; যে যে স্থানে জরথুস্ত্রের প্রভাব চলিয়াছিল, সেই সেই স্থান হইতেই সৌর ব্রাহ্মণগণ বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই কএকজন ভক্ত সৌর ব্রাহ্মণ ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইয়া ছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টাতেই সৌরধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। সেই ইতিবৃত্ত পর অধ্যায়ে প্রকাশ করিব।

লিদীয়বাসী প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রীক-পণ্ডিত জানথোস্ ৪৭০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে লিখিয়াছেন যে, জরথুস্ত্র ট্রয়-যুদ্ধের প্রায় ৬০০ বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার আরিষ্টটল্ ও ইউডোক্সাস্ প্লেটোর ৬০০০ বর্ষ পূর্ব্বে জরথুস্ত্রের সময় নিরূপণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনির মতে ট্রয়-যুদ্ধের ৫০০০ বর্ষ পূর্ব্বে জরথুস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এদিকে বাবিলোনের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেরোসস্ লিখিয়াছেন যে, জরথুস্ত্র এক সময়ে বাবিলোনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশ এখানে ২২০০ খৃঃ পূঃ হইতে ২০০০ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জরথুস্ত্র একজন ছিলেন না। সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন জরথুস্ত্র আবির্ভূত হওয়ায় অগ্নিপূজক মগদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাল অবধারিত হইয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় একজনের সময় স্থির করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন যবন-পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। তন্মধ্যে জান্থোস্ (Xanthos) সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া তাঁহার মত গৃহীত হইল। এই মত অনুসারেও প্রসিদ্ধ মগজ্ঞানী স্পিতম জরথুস্ত্র এখন হইতে ৪৩০১ বর্ষ পূর্ব্বেকার লোক হইতেছেন।

স্পিতম জরথুস্ত্রের সময় মগদিগের মধ্যে যে সকল সদাচার, রীতি, নীতি, বিশ্বাস ও ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল, সে সমস্ত এক কালে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই প্রাচীন ভিত্তির উপর তিনি আপন নববিধান স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জন্য আমরা শাকদ্বীপীয় মগগণের আচার ব্যবহার ও পূজাপদ্ধতির অনেক কথা জরথুস্ত্রপ্রচারিত অবস্তামধ্যেও পাইতেছি। তিনি যে ভাষায় অবস্তা শাস্ত্র প্রচার করেন, তাহার আর এখন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সেই ভাষার সহিত আমাদের বৈদিক ভাষার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য ছিল। এই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকেই বলিয়া থাকেন, অবস্তার আদি ভাষা বেদের সাহায্য ভিন্ন জানিবার উপায় নাই। আবার অবস্তা বুঝাইতে জেন্দ ভাষায় যে ভাষ্য আছে, তাহাও সংস্কৃত জানা

ভিন্ন সহজে বুঝা যায় না *। এতদ্বারা মোটামুটী স্থির করা যায় যে, মধ্য এসিয়াবাসী প্রাচীনতম আর্য্য ঋষিগণ যে ভাষায় 'বেদ' প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ভাষাতেই শাকদ্বীপীয় বেদও গ্রন্থিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই সারসংগ্রহের ছিন্ন নিদর্শন অবস্তার প্রাচীন অংশে পাওয়া যাইতেছে।

অবস্তাশাস্ত্র আলোচনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অবস্তার ভাষা কোনকালে পারস্য বা ইরাণের ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল না; কোন দিন পারস্যে প্রচলিত ছিল কি না, তাহারও এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পারস্যে যখন অবস্তাশাস্ত্র প্রচলিত হয়, তখন সাধারণে পহ্লবী ভাষায় অবস্তার অনুবাদ পাঠ করিত। সেই জন্য অবস্তার আদিগ্রন্থসমূহ পহ্লবী অক্ষরেই লিখিত দেখা যায়।

অবস্তার ভাষা জেন্দ যে ভাষায় রচিত, তাহার কতক নিদর্শন উত্তর-মদ্র (Media) ও কাস্পীয় সাগরের তীরে পাওয়া যায়। ইহাতে বলিতে পারা যায় যে, ভারতে যেমন এক সময় 'সংস্কৃত' কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল, শাকদ্বীপেও সেইরূপ এক সময় 'জেন্দ' ভাষা কথিত হইত। এখানকার মত তাঁহাদেরও বেদ সুপ্রাচীন বৈদিক-ভাষাতেই গ্রথিত ছিল। ক্রমবিপর্য্যয়ে ও উচ্চারণভেদে কালক্রমে ভারতীয় বেদ হইতে তাহার যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহার কতক নিদর্শন আমরা অবস্তায় পাইতেছি।

কোন কোন পুরাবিদ্ বলিয়া থাকেন যে, মগাচার্য্য জরথুস্ত্র মিদীয় বা উত্তর-মদ্রে জন্মগ্রহণ ও একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তন করেন। এই উত্তরমদ্রে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই আর্য্যসংস্রব ঘটিয়াছিল; ঋগ্বেদের ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৮।১৪) হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতেও জানা যে, তথায় বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত †।

উত্তর-মদ্র শাকদ্বীপের অন্তর্গত ছিল, পারস্যের অন্তর্গত নহে। উত্তরমদ্রের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণবংশেই জরথুস্ত্রের জন্ম। বেদব্যাস যেমন নানাবেদ সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচার করিয়াছিলেন, শাকদ্বীপে জরথুস্ত্র সেইরূপ পূর্ব্বতন মন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া এবং আবশ্যকমত নিজ সৎ ও অসৎ রূপ দ্বৈতবাদও সেই সঙ্গে চালাইয়া গিয়াছিলেন। ভারতে যেমন একই বেদের নানাশাখা হইয়াছিল, সেইরূপ শাকদ্বীপেও পূর্ব্বে শ্রোষ বা খসদ্দিগের এবং পরে জরথুস্ত্র-প্রভাবেও যে বহু শাখাভেদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবস্তাশাস্ত্র আলোচনা করিয়া সে দিন অধ্যাপক ডার্মেষ্টেটর লিখিয়াছেন,

"That the Avesta contains two series of documents, the one from the

* The Zend-Avesta translated by G. Darmesteter (in the Sacred Books of the East, Vol VI.) p. xxvi.

† "তস্মাদেতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদাঃ উত্তরকুরবঃ উত্তরমদ্রা ইতি বৈরাজ্যায় তেঽভিষিচ্যন্তে। বিরাড়িত্যেনান্ অভিষিক্তান্ আচক্ষতে।" (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৮।১৪) হিমবানের অপর পারে উত্তর দিগে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র নামক জনপদ, তথাকার লোকেরা বৈরাজ্যে অভিষেক করে। এইরূপে যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগকে বিরাড়্ বলে।

Magi of Ragha, and the other from the Magi of Atropatene." (Zend Avesta, *intro.* p. xlix.)

যাহা হউক, পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, অবস্তা পারসিক মগদিগের আদিশাস্ত্র, এখন সে সন্দেহ দূর হইল *।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভারতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণাগমন।

এখন কথা হইতেছে, কি কারণে ও কোন্ সময়ে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ ভারতে আগমন করেন? এ সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ উপাখ্যান পাওয়া যায়—

'দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একতম বিষ্ণু। এই বিষ্ণুর ঔরসে জাম্ববতীর গর্ভে অনুপম রূপবান্ সাম্ব জন্মগ্রহণ করেন। সাম্ব যৌবনে এতই রূপগর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এক সময় দুর্ব্বাসা ঋষি দ্বারকায় বেড়াইতে আসিলেন। সাম্ব তাঁহার রুক্ষ শুষ্ক ও কৃশমূর্ত্তি দেখিয়া মুখভঙ্গী করিয়াছিলেন, তাহাতে দুর্ব্বাসা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 'তোর কুষ্ঠ হইবে,' এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া যান।

কিছু দিন পরে নারদ দ্বারকাপুরে আগমন করেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, যে স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্বাস করিবেন না, এমন কি আপনার মহিষীগণও রূপবান্ পরপুরুষ দেখিয়া লোভ করে। শ্রীকৃষ্ণ নারদের কথায় কোন আস্থা স্থাপন করেন নাই। সেই জন্য নারদ আর একদিন আসিলেন। এ সময় কৃষ্ণমহিষীগণ মদ্যপানে বিভোর হইয়া রৈবতশেখরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। সেই সময় নারদ সাম্বকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মদ্যপানে রমণীগণ আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী ব্যতীত আর সকল রমণীই চঞ্চল হইলেন, পদ্মপত্রে তাহাদের রেতঃ স্খলিত হইল। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া দিলেন। তখন দ্বারকানাথ সেই রমণীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যখন পুত্র-স্থানীয়ের মুখ দেখিয়া তোমরা লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে না, এই পাপে

* We are now able to understand how it was that the sacred books of Persia was written in a non-persian dialect, it had been written in the language of its composers, the Magi, who were not Persians. Between the priests and the people there was not only a difference of calling, but also a difference of race, as the sacerdotal caste came from a non-Persian province."

(Sacred Books of the East, Vol, IV. p. xlvi.)

তোমরা সকলেই দস্যুহস্তে পতিত হইবে। আর সাম্বকে কহিলেন, 'তোমর যে রূপ দেখিয়া তোমার মাতৃগণের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, সে রূপ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হউক।'

সাম্বও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেন, ঋষিবাক্য পূর্ণ হইল। সাম্ব মহাকষ্টে পড়িয়া নারদের শরণাপন্ন হইলেন,—সকাতরে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মেধসের পুত্র! আমায় প্রসন্ন হউন, আমার আরোগ্যের উপায় বিধান করুন।' ইন্দ্র, ধাতা, পর্জ্জন্য, পূষা, ত্বষ্টা, অর্যমা, ভগ, বিবস্বান্, অংশু, বিষ্ণু, বরুণ ও মিত্র এই দ্বাদশ আদিত্য*। এই দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে নারদের উপদেশে সাম্ব মিত্রের তপস্যায় নিরত হইলেন। তাহাতে মিত্রদেব প্রসন্ন হইলেন। মিত্রের অনুগ্রহে সাম্বের কুষ্ঠ রোগ দূর হইল। যেখানে সাম্ব মিত্রের উপাসনা করেন, সেই স্থান মিত্রবন নামে খ্যাত হইয়াছিল। এখানে সাম্ব সাঙ্গোপাঙ্গ মিত্রমূর্ত্তি প্রস্তত করিয়াছিলেন। মিত্রনামা সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে কে প্রতিষ্ঠা করে, কেই বা তাঁহার পৌরোহিত্য করে? তাহা লইয়া সাম্ব মহা সমস্যায় পড়িলেন। নারদ কহিলেন, "লোভী দেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা সূর্য্যপূজা হইতে পারে না। দেবস্ব গ্রহণ করিয়া পাছে পতিত হন, এই আশঙ্কায় সদ্‌ব্রাহ্মণেরাও সেবাইত হইতে চাহেন না। তুমি তোমাদের কুল-পুরোহিতের নিকট হইতে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া লও।" সাম্ব কুল-পুরোহিত গৌরমুখের নিকট গিয়া নিবেদন

* এই দ্বাদশ দেবের উপাসনা অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই উক্ত দ্বাদশ জনের উদ্দেশে গ্রথিত হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণে এই দ্বাদশ আদিত্যসম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"তস্যা যা প্রথমা মূর্ত্তিরাদিত্যস্যেন্দ্রসংজ্ঞিতা। স্থিতা সা দেবরাজত্বে দানবাসুরনাশিনী ॥১০
দ্বিতীয়া চাস্য যা মূর্ত্তির্নাম্না ধাতেতি কীর্ত্তিতা। স্থিতা প্রজাপতিত্বে সা বিধাত্রী সৃজতে প্রজাঃ ॥১১
তৃতীয়া তস্য যা মূর্ত্তিঃ পর্জন্য ইতি বিশ্রুতা। করেম্বেব স্থিতা সা তু বর্ষত্যমৃতমেব হি ॥১২
চতুর্থী তস্য যা মূর্ত্তির্নাম্না পুষেতি বিশ্রুতা। মন্ত্রেম্বেব স্থিতা সা তু প্রজা পুষ্ণাতি ভারত ॥
মূর্ত্তির্যা পঞ্চমী তস্য নাম্না ত্বষ্টেতি বিশ্রুতা। বনস্পতিষু সা নিত্যমোষধীষু চ বৈ স্থিতা ॥
ষষ্ঠী মূর্ত্তিস্তু যা তস্য অর্যমেতি চ বিশ্রুতা। প্রজাসংবরণার্থং সা পুরেম্বেব স্থিতা সদা ॥
ভানোর্যা সপ্তমী মূর্ত্তির্নাম্না ভগ ইতি স্মৃতা। ভূমৌ ব্যবস্থিতা সা তু ক্ষ্মাধরেষু চ ভারত ॥১৬
অষ্টমী চাস্য যা মূর্ত্তির্বিবস্বানিতি সংজ্ঞিতা। অগ্নৌ ব্যবস্থিতা সা তু পচতেঽন্নং শরীরিণাম্ ॥
নবমী চিত্রভানোর্যা মূর্ত্তিরংশুরিতি স্মৃতা। বীরচন্দ্রে স্থিতা সা তু আপ্যায়য়তি বৈ জগৎ ॥
মূর্ত্তির্যা দশমী তস্য বিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে। প্রাদুর্ভবতি সা নিত্যং গীর্ব্বাণারিবিনাশিনী ॥
মূর্ত্তিস্ত্বেকাদশী যা তু ভানোর্বরুণসংজ্ঞিতা। জীবায়য়তি সা কৃৎস্নং জগদ্ধি সমুপাশ্রিতা ॥
অপাং স্থানং সমুদ্রস্তু বরুণোঽত্র প্রতিষ্ঠিতঃ। তস্মাদ্বৈ প্রোচ্যতে বীর সাগরো বরুণালয়ঃ ॥
মূর্ত্তির্যা দ্বাদশী ভানোর্নাম্নতো মিত্রসংজ্ঞিতা। লোকানাং সা হিতার্থস্থ স্থিতা চন্দ্রসরিৎতটে ॥
বায়ুভক্ষস্তপস্তেপে যুক্তা মৈত্রেণ চক্ষুষা। অনুগৃহ্নন্ সদা ভক্তান্ বরৈর্নানাবিধৈঃ সদা ॥
এবমাদ্যমিদং স্থানং পুণ্যং মিত্রবনং স্মৃতম্। তত্র মিত্রঃ স্থিতো যস্মাত্তস্মান্মিত্রপদং স্মৃতম্ ॥"

(ভবিষ্যপুরাণ ৭৪ অঃ)

করিলেন। গৌরমুখ কহিলেন, "সূর্য্যপূজায় ও সূর্য্যোদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্যগ্রহণে অধিকারী ব্রাহ্মণ এখানে নাই। শাকদ্বীপে নিক্ষুভার গর্ভজাত সূর্য্যপুত্রগণ আছেন, তাঁহারাই সূর্য্যপূজার অধিকারী। কিন্তু তাঁহাদিগকে কিরূপে আনিতে পারিবে, তাহা বলিতে পারি না। সূর্য্যদেব বলিতে পারেন।" তখন সাম্ব সূর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সূর্য্যদেব সাম্বকে দেখা দিয়া কহিলেন, "জম্বুদ্বীপের পর শাকদ্বীপ আছে, সেই শাকদ্বীপে আমার অংশসম্ভূত মগ, মসগ, মানস ও মন্দগ এই চারি জাতির বাস আছে। আমার অংশ লইয়া বিশ্বকর্ম্মা তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে মগ নামক ব্রাহ্মণেরাই আমার পূজার অধিকারী; তুমি সেই সকল মগদিগকে আমার পূজার নিমিত্ত সত্বর শাকদ্বীপ হইতে এই স্থানে আনয়ন কর। তুমি আমার কথায় কিঞ্চিন্মাত্র ইতস্ততঃ করিও না। অবিলম্বে গরুড়ে আরোহণ করিয়া তাহাদিগকে আনিবার জন্য শাকদ্বীপাভিমুখে প্রস্থান কর।" ভগবান্ দিবাকর এই কথা কহিলে জাম্ববতীনন্দন সাম্ব তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ রমণীয় দ্বারকাপুরে গমন করিলেন, তথায় স্বীয় পিতা কৃষ্ণের নিকট দিবাকরের দর্শনলাভাদি সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া পিতৃপ্রদত্ত গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে শাকদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তিনি গরুড়ের সহায়তায় অতি অল্পকাল মধ্যেই শাকদ্বীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় বহুসংখ্যক তেজঃপুঞ্জকলেবর মগব্রাহ্মণগণ ধূপদীপাদি বিবিধ উপচার দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রখরকর প্রভাকরের পূজাকার্য্যে নিরত রহিয়াছেন। জাম্ববতীতনয় সেই সকল সূর্য্যসেবক ব্রাহ্মণদিগকে দর্শন করিবামাত্র হৃষ্টচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নমস্কার, প্রদক্ষিণ, অনাময় প্রশ্ন ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্রগণ! আপনারা সকলেই বিশুদ্ধভাবে ভগবান্ মরীচিমালীর উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। আমি আপনাদিগের নিকটই আগমন করিয়াছি। আমার নাম সাম্ব। আমার পিতার নাম বিষ্ণু। আমি চন্দ্রভাগা নদীর তটদেশে ভগবান্ সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। সূর্য্যদেব স্বয়ংই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না, ভগবানের পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য শীঘ্রই আমার সহিত সেইস্থানে আগমন করুন।" জাম্ববতীতনয় সাম্বের কথা শুনিয়া মগগণ কহিলেন,—"হে সাম্ব! তুমি আমাদিগের নিকট যে কথা প্রকাশ করিলে ইহা সত্য, ইহাতে মিথ্যার লেশ মাত্রও নাই। কেন না, কিছুকাল পূর্ব্বে ভগবান্ দিবাকর স্বয়ংই আসিয়া আমাদিগের নিকট এ কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা আর কাল বিলম্ব করিব না। এস্থানে আমাদিগের যে অষ্টাদশ কুল আছে, আমরা সকলেই তোমার সহিত গমন করিব।"

মগগণ এই কথা কহিলে সাম্ব যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গরুড়ে আরোহণ করাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অভীষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যদেব এই ব্যাপার-দর্শনে সাম্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, সাম্ব! তুমি যাঁহাদিগকে শাকদ্বীপ হইতে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছ, সেই সকল প্রশান্তহৃদয় শান্তিপ্রদ মগ-ব্রাহ্মণগণই বিধি অনুসারে আমার পূজা কর্ম্ম

সম্পাদন করিবেন। অতএব হে যদুবংশাবতংস! তুমি এক্ষণে নিশ্চিন্ত হও, আমার পূজা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে তোমাকে আর চিন্তিত হইতে হইবে না *।”

সাম্ব এই প্রকারে শাকদ্বীপ হইতে মগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া চন্দ্রভাগা নদীর তটদেশে একটী মনোরম পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পুরী পরে সাম্বপুর নামে খ্যাত হয়। তিনি এই পুরের অভ্যন্তরে দিবাকরমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তাঁহার পূজানির্ব্বাহের জন্য বিবিধ ধনরত্নাদি রক্ষা করিলেন এবং ভোজকদিগকে তৎসমস্তের অধিকারী করিয়া দিলেন। সদাচারনিরত মগগণ বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে সূর্য্যদেবের পূজাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলে সাম্ব নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পুনরায় সূর্য্য সমীপে বরলাভ করিয়া কৃতকৃত্যমনে তাঁহাকে ও মগদিগকে প্রণামপূর্ব্বক দ্বারকাপুরে গমন করিলেন। সাম্বপ্রতিষ্ঠিত মগগণ তদবধি সূর্য্যপূজায় নিরত হইয়া এইস্থানে বাসস্থাপনপূর্ব্বক ক্রমে বহুতর ভোজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সূর্য্য (এক সময়) বলিয়াছিলেন,—সাম্ব! এই ভোজকগণ মগনামে পরিচিত এবং ইহারা আমার প্রিয়। ইহাদের মধ্যে মন্দগ নামে যে আটজন শূদ্র আছে, তাহারাও আমার পরিচারক। সাম্ব সূর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক শাকদ্বীপাগত সেই মগদিগকে যথেষ্ট সম্মান করেন। মগগণের মধ্যে যে দশজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা দশটী ভোজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট আটজন শূদ্রও আটটী দাসকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণের ঔরসে ভোজকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হন, তাঁহারাই মগ (ভোজক) নামে খ্যাত। আর যাহারা শূদ্রের ঔরসে দাসকন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন হয়, তাহারাই মন্দগ নামে প্রথিত। এই মন্দগ শূদ্রগণ তৎকালে সূর্য্যের পরিচারক

* “তান্ মগান্ মম পূজার্থং শাকদ্বীপাদিহানয়।
আরুহ্য গরুড়ং সাম্ব শীঘ্রং গম্বাবিচারয়ন্। তথেতি গৃহ্যতামাজ্ঞাং রবের্জাম্ববতীসুতঃ॥
পুনর্দ্বারবতীং গত্বা কাস্ত্যাত্রীব সমন্বিতঃ। আখ্যাতবান্ পিতুঃ সর্ব্বং স্বকীয়ং দেবদর্শনং॥
তস্মাচ্চ গরুড়ং লব্ধ্বা যযৌ সাম্বোঽভিরুহ্য তম্। শাকদ্বীপমনুপ্রাপ্য সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ॥
তত্রাপশ্যন্নরোদ্দিষ্টান্ সাম্বস্তেজস্বিনো মগান্। বিবস্বন্তং পূজয়ন্তো ধূপদীপাদিভিঃ শুভৈঃ॥
সোঽভিবাদ্য চ তান্ পূর্ব্বং কৃত্বাপ্যেষাং প্রদক্ষিণাম্। পৃষ্ট্বা চানাময়ং তেষাং প্রশংসাসামপূর্ব্বকম্॥
যূয়ং হি পুণ্যকর্ম্মাণো দ্রষ্টব্যার্থং শুভর্থিনা। যে রতার্কস্য পূজায়াং যেষাং চৈব বরপ্রদঃ॥
তনয়ং বিদ্ধি মাং বিষ্ণোঃ সাম্বং নাম্না চ বিশ্রুতম্। চন্দ্রভাগাতটে চাপি ময়া সূর্য্যো নিবেশিতঃ॥
তেনাহং প্রেষিতশ্চাত্র উত্তিষ্ঠধ্বং ব্রজামহে। তে তমূচুস্ততঃ সাম্বমেবমেতন্ন সংশয়ঃ॥
অস্মাকমপি দেবেন ব্যাখ্যাতং পূর্ব্বমেব হি। অষ্টাদশকুলানীহ মগানাং বেদবাদিনাম্॥
যাস্যন্তি যে ত্বয়া সার্দ্ধং যথা দেবেন ভাষিতম্। ততস্তানি দশাষ্টৌ চ কুলানীহ সমন্বতঃ॥
আরোপ্য গরুড়ং সাম্বস্ত্বরিতঃ পুনরভ্যগাৎ। সোঽল্পেনৈব তু কালেন প্রাপ্তো মিত্রবনং ততঃ॥
কৃত্বাজ্ঞাং তু রবেঃ সাম্বঃ কৃৎস্নং চৈবং ন্যবেদয়ৎ। রবিঃ শোভনমিত্যুক্ত্বা প্রসন্নঃ সাম্বমব্রবীৎ॥
মম পূজাকরা হ্যেতে প্রজানাং শান্তিকারকাঃ। মম পূজাং করিষ্যন্তি বিধানোক্তাং যদূত্তম॥
ত্বৎকৃতে ন পুনশ্চিন্তা তব কাচিদ্ভবিষ্যতি॥” (ভবিষ্যপুরাণ ১৩৯ অঃ)

হইয়া পুত্রাদি সমভিব্যাহারে সাম্বনির্ম্মিত পুরে বাস করিতে লাগিল এবং মগ ব্রাহ্মণেরাও অব্যঙ্গাদি ধারণপূর্ব্বক নানাবিধ বৈদিক মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যপূজায় নিরত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন *।

ভবিষ্যপুরাণের মতন সাম্বপুরাণেও লিখিত আছে, যে সাম্ব মিত্রবনে সূর্য্যারাধনা করেন এবং গরুড়ে চড়িয়া শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণকে তথায় আনয়ন করেন†।

উভয় পুরাণ মতেই চন্দ্রভাগাতীরে মিত্রবন অবস্থিত। আরও জানা যাইতেছে যে, তথায় সাম্ব নিজ নামে 'সাম্বপুর' স্থাপন করেন। এই সাম্বপুরই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের আদি-উপনিবেশ। পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ মুলতান সহরকেই অনেকে প্রাচীন 'সাম্বপুর' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং 'মূল-সাম্বপুর' (মূ-লো-সন্-ফু-লো‡) নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে 'মূলস্থানপুর' এবং তাহা হইতে মুলতান নাম হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ হইতে জানা যায় যে, সাম্ব এখানে স্বর্ণমন্দির ও তন্মধ্যে স্বর্ণের সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বিখ্যাত চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এখানকার স্বর্ণময়ী সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে

* "এবং আনয়িত্বা তু মগান্ সাম্বো মহীপতে। সমহাত্মা পুরা সাম্বশ্চন্দ্রভাগাসরিত্তটে॥
পুরং নিবেশয়ামাস স্থাপয়িত্বা দিবাকরম্। কৃত্বা ধনসমৃদ্ধন্তু ভোজকানাং সমর্পয়ৎ॥
তৎপুরং সবিতুঃ পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। সাম্বেন কারিতং যস্মাত্তস্মাৎ সাম্বপুরং স্মৃতম্॥
তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো দেবঃ পুরমধ্যে দিবাকরঃ। সৎকৃত্য স্থাপিতাঃ সর্ব্বে আত্মনামাঙ্কিতে পুরে॥
মগানান্তু সদাচারো বৃদ্ধাচারকুলোচিতঃ। দেবশুশ্রূষণং গীতং বেদপ্রোক্তেন কর্ম্মণা॥
কৃতকৃত্যস্তদা সাম্বো বরং লব্ধ্বা পুনর্যুবা। আদিদেবং সুরজ্যেষ্ঠমাদিত্যং প্রণিপত্য স॥
অনন্তরং মগান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ। প্রস্থিতো নির্ম্মলঃ সাম্বঃ পুরীং দ্বারবতীং তদা॥
মগানাং কারণার্থেন প্রার্থিতা ভোজবংশজাঃ। বসুদেবস্ত পৌত্রেণ গোত্রজেন মহাত্মনা॥
কন্যাদানং কৃতং তেষাং মগানাং ভোজকোত্তমৈঃ। সর্ব্বাস্তাঃ সহিতাঃ কন্যাঃ প্রবালমণিভূষিতাঃ॥
অর্চয়িত্বা তু তাঃ সর্ব্বাঃ প্রেষিতাঃ সবিতুর্গৃহম্।" (১৪০ অধ্যায়)
"ততস্তু ভগবান্ প্রাহ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ। যে ত্বয়োক্তাঃ শ্রুতাঃ সাম্ব ভোজকন্যাং কুমারকাঃ॥
সর্ব্বৈবেতে মগা জ্ঞেয়া অষ্টৌ শূদ্রা মন্দগজাঃ। এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং প্রণম্য শিরসা রবিম্॥
দত্তা ভোজকুলোৎপন্না দশভ্যো দশকন্যকাঃ। ততস্তু মন্দগেভ্যোপি দত্তাশ্চাষ্টৌ হি কন্যকাঃ॥
ততো নিবেশিতং তেষাং ময়া সাম্বপুরং স্মর। দাসকন্যাস্তু যাশ্চাষ্টৌ ভোজকন্যাশ্চ যাঃ দশ॥
এতাস্তেষাং কুমারাণাং জ্ঞেয়াস্তা দশ চাষ্ট চ। তত্র তে ভোজকন্যাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতাঃ সুতাঃ॥
ভোজকাস্তান্ গণান্ প্রাহ ব্রাহ্মণান্ দিব্যসংজ্ঞিতান্। দাসকন্যাসু যে জাতা মন্দগৈরন্ত্যসংজ্ঞিতৈঃ॥
মন্দগানাম তে জ্ঞেয়াঃ সবিতুঃ পরিচারকাঃ। তে চ বিপ্রপুরে তস্মিন্ পুত্রদারশুভৈর্বৃতাঃ॥
স্বধর্ম্মৈর্ব্বহূন্মারৈঃ শাকদ্বীপেহর্চ্চিতো রবিঃ। নানাবিধৈর্বৈদিকৈস্তু মন্ত্রৈর্মুনিবরোত্তমাঃ॥
অব্যঙ্গধারিণো মর্ত্যাঃ পূজয়ন্তে দিবস্পতিম্।" (ভবিষ্যপুরাণ ১৪১।৪—১২)

† বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ 'কোণার্ক' শব্দ দ্রষ্টব্য।

‡ Journal Asiatique, (Paris), 1887, Tome X, p. 70.

আবুরিহান্ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতেও এখানকার প্রসিদ্ধ সূর্য্যমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তখন এই মূর্ত্তি কাষ্ঠময়ী ছিল *। তাঁহার সময় এই স্থানের আর একটী নাম ছিল 'আত্ম স্থান'। আরব-ভৌগোলিকগণও 'সুবর্ণমন্দির' নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন †।

মাকিদন-বীর আলেকসান্দার যে সময় পঞ্জাবে পদার্পণ করেন, সে সময়ে তিনি এখানে হর (Hercules) ও মগেশ (Bachus) বা সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা দেখিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো মেগেস্থিনিসের কথা তুলিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতের নিম্ন ভূভাগের লোকেরা হর এবং পার্ব্বতীয়-ভূভাগের লোকেরা মগেশের পূজা করিত ‡। সুতরাং আলেকসান্দারের সময় (খৃঃ পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে) সূর্য্যপ্রতিমার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল এবং মিত্রপুরোহিত শাকদ্বীপীয় মগ-ব্রাহ্মণগণও পঞ্জাবে উপস্থিত ছিলেন, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। আলেকসান্দারের পরবর্ত্তী যবন ও শকরাজগণের মুদ্রাতেও আমরা মিত্রমূর্ত্তি দেখিয়াছি। পূর্ব্বকালে শকরাজগণের অনেকেই মিত্রোপাসক ও মগ-ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পুরোহিত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। কিন্তু যবনরাজগণের মুদ্রায় মিত্র আসিলেন কিরূপে? অধিক সম্ভব, তাঁহাদের বহু পূর্ব্বেই পঞ্জাবে মিত্রপূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, যবনরাজও সাধারণের অনুবর্ত্তী হইয়া সেই মিত্রপূজার চিহ্ন মুদ্রায় রক্ষা করিয়াছেন।

আলেকসান্দারের আগমনের বহুপূর্ব্বে পঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতে শাকদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। শাকদিগের সহিত মগ-পুরোহিতদিগের প্রাধান্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন শিলালিপি-সাহায্যে রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড সাহেব দেখাইয়াছেন যে, শক-রাজপুতদিগের সহিত যাদবদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এদিকে আমরা ভবিষ্যপুরাণ হইতেও জানিতেছি যে, আদিত্য-জাতীয় মগব্রাহ্মণগণ যাদব বা ভোজকন্যার পাণিগ্রহণ করায় তাঁহাদের সন্ততিবর্গ 'ভোজক' নামে গণ্য হইয়াছিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন শিলালিপিসমূহ আলোচনা করিলে জানা যায়, ভোজ ও মহাভোজ নামে পরাক্রান্ত সামন্ত রাজগণ দাক্ষিণাত্যে নানা স্থানে আধিপত্য করিতেন এবং কেহ কেহ 'পরম সৌর' বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, তাঁহাদের সূর্য্যপুরোহিতগণও ভোজক নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ভোজকদিগের আদি নাম 'মগ'ই ছিল এবং জরথুস্ত্রের মতানুবর্ত্তী সকল অগ্নিপুরোহিতই 'মগ' নামে খ্যাত ছিলেন। শেষোক্ত অগ্নি-পুরোহিতদিগের সহিতও বহুদিন হইতে ভারতবাসীর সংস্রব ঘটিয়াছিল এবং পূর্ব্বকালে কোন কোন ভারতবাসীও জরথুস্ত্রধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বৈত্ত পণ্ডিত, জেসন পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতা

* Al Beruni's India, translated by E. Sachau, Vol. I., p. 121.

† Cunningham's Ancient Geography of India, p. 233.

‡ Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. III.

গোপাল পণ্ডিতের নাম শুনিতে পাই *। তাঁহারা অবস্তা-শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় প্রচার করিতে যত্নবান্ হন; কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য কতদূর সুসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। নেরিও-সিংহ যশ্নের সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধিক সম্ভব, মজ্‌দপূজক মগ হইতে মিত্রপূজক মগেরা স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য মগ নামের পরিবর্ত্তে ভোজক নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আগমন-কাল ও আগমন-কারণ।

ভবিষ্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ এবং গ্রহযামল হইতেও জানা যাইতেছে যে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-গণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে সাম্বমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণী ও বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতার মতে, ৬৫৩ কলি-গতাব্দে অর্থাৎ এখন হইতে ৪৩৪৯ বর্ষ পূর্ব্বে কুরু-পাণ্ডবের জন্ম হইয়াছিল এবং সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, তাহা মহাভারত ও পুরাণপাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন। পূর্ব্বাধ্যায়ে আমরা আভাস দিয়াছি, জরথুস্ত্রের অভ্যুদয়ে মিত্রপূজার অবনতি ঘটে, এবং মজ্‌দ-পূজা প্রচারের সহিত মিত্রপূজক মগেরা নিগৃহীত বা বিরক্ত হইয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর গ্রীক পণ্ডিত জান্‌থোসের মত উদ্ধৃত করিয়াও দেখাইয়াছি, যে ট্রয় যুদ্ধের দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ এখন হইতে ৪৩০১ বর্ষ পূর্ব্বে জরথুস্ত্র আবির্ভূত হন। এখন যবন ও ভারতীয় গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, যে সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভারতভূমে অপূর্ব্ব গীতাধর্ম্ম প্রচার করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে পারস্য ও শাকদ্বীপে মগাচার্য্য জরথুস্ত্র মজ্‌দ-ধর্ম্ম-প্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যে সময় গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়া আর্য্যাবর্ত্তে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, প্রায় সেই সময় শাকদ্বীপ ও পারস্যে জরথুস্ত্র একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মসংগ্রামে সুপ্রাচীন মিত্রধর্ম্ম পরাজিত হইল, মজ্‌দধর্ম্ম অভ্যুত্থান করিল। এই সংঘর্ষ কেবল ইষ্টদেবতা লইয়া নহে। জরথুস্ত্র সামাজিক আচার-ব্যবহারাদির সংস্কারেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী প্রধান সংস্কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার। পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপীরা শব দাহ অথবা সমাধিস্থ করিতেন; কিন্তু জরথুস্ত্র প্রচার করেন যে দাহে অগ্নি ও সমাধিতে পৃথিবী অপবিত্র হন, সুতরাং এ দুই কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁহার নিয়মে মৃতদেহ কোন স্থানে ফেলিয়া দেওয়াই বিধি। কিন্তু যাঁহারা মজ্‌দধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, সেই মিত্রপূজকেরা শবদেহ মৃত্তিকার উপর নিক্ষেপ পাপকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন।† কিন্তু এদিকে সাধারণে জরশস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, সাম্ব শাকদ্বীপে যখন ব্রাহ্মণ আনিতে যান, তৎকালে সেখানে ১৮ ঘর মাত্র কুলীন

* Zend-Avesta, par Anquetil du Perron tome, II. 132.

† এইজন্য বোধ হয় সৌর শাকদ্বীপীগণের শবদেহ মৃত্তিকায় নিক্ষেপ ভবিষ্যপুরাণে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই ভবিষ্য-পুরাণ হইতেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বতন আচার ব্যবহারের অনেকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে।

ছিলেন। এই বর্ণনা রূপক বলিয়া স্বীকার করিলে এইমাত্র বলা যায় যে ১৮ ঘর মাত্র কুলীন অর্থাৎ পূর্ব্বমতাবলম্বী ছিলেন, আর সকলেই জরথুস্ত্রের মত গ্রহণ করিয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণের মতে এই ১৮ কুলই ভারতে চলিয়া আসেন। কিন্তু গ্রহযামলমতে, সকলে আসেন নাই, ৮ জন মাত্র আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, উক্ত বিবরণ হইতে মোটা মুটী বোধ হইতেছে যে প্রায় চারিহাজার বর্ষ হইতে চলিল, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ মূলতানে আগমন করেন। ভারতে শাকদ্বীপীদিগের ইহাই আদিস্থান বলিয়া ইহা "আদ্যস্থান" বা "মূলস্থান" বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিবে।

নাম ও গোত্র।

গ্রহযামলে ষষ্ঠ পটলে লিখিত আছে,—

"মার্কণ্ডো মাণ্ডব্যো গর্গঃ পরাশরস্তথা ভৃগুঃ। সনাতনোঽঙ্গিরা জহ্নুঃ শাকদ্বীপ্যষ্টকো মুনিঃ॥
তদাত্মজা মহাতেজাঃ প্রত্যহং গ্রহচারকাঃ। আজ্ঞয়া দেবদেবস্য গতবান্ গরুড়স্তথা॥
শাকদ্বীপে স্থিতো বিপ্রো প্রবিশেৎ সাম্বমন্দিরম্। বরাহসোম ঈশানঃ শান্তিঃ শুক্রো ধনঞ্জয়ঃ॥
দম্ভুর্বসুন্ধরশ্চৈব গ্রহদানে চ ব্রাহ্মণঃ। গ্রহদানবিপাকে চ গ্রহবিপ্র উদাহৃতঃ॥
গুর্ব্বাদিত্যে বরাহশ্চ সোমে সোমস্তথৈব চ। ঈশানো ভূমিপুত্রশ্চ শান্তিশ্চ শশিনন্দনে॥
শুক্রশ্চ শুক্রদানে স্যাৎ সূর্য্যপুত্রে ধনঞ্জয়ঃ। রাহুদানে দম্ভশ্চৈব কেতুদানে বসুন্ধরঃ॥
কাশ্যপশ্চ বরাহশ্চ সোমঃ কৌশিক এব চ। ঈশানো গৌতমশ্চৈব শান্তির্বাৎস্য স্তথৈব চ॥
ভরদ্বাজো ভৃগুশ্চৈব পরাশরঃ ধনঞ্জয়ঃ। দম্ভুশাণ্ডিল্য গোত্রঃ স্যাদ্ মৌদগল্যশ্চ বসুন্ধরঃ॥
এতে চ প্রবরাস্তেষাং সামবেদেপ্যুদাহৃতঃ।"

মার্কণ্ড, মাণ্ডব, গর্গ, পরাশর, ভৃগু, সনাতন, অঙ্গিরা ও জহ্নু এই আটজন মুনি শাকদ্বীপে ছিলেন। তাঁহাদের পুত্রগণ প্রত্যহ গ্রহচালনা করিতেন। দেবদেব কৃষ্ণের আদেশে গরুড় তাঁহাদিগকে তথা হইতে আনিলে তাঁহারা আসিয়া সাম্বপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম বরাহ, সোম, ঈশান, শান্তি, ভৃগু, ধনঞ্জয়, দম্ভ ও বসুন্ধর, এই আট ব্রাহ্মণ গ্রহদান লইতেন। গ্রহদানগ্রহণ নিমিত্ত তাঁহারা গ্রহবিপ্র নামে বিখ্যাত হন। বরাহ সূর্য্য ও বৃহস্পতির উদ্দেশে দত্তবস্তু গ্রহণ করেন; সোম সোমের, ঈশান মঙ্গলের, শান্তি বুধের, ভৃগু শুক্রের, ধনঞ্জয় শনির, দম্ভ রাহুর, এবং বরাহ কেতুর উদ্দেশে দান গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বরাহ কাশ্যপ গোত্র, সোম কৌশিক, ঈশান গৌতম, শান্তি বাৎস্য, ভৃগু ভরদ্বাজ, ধনঞ্জয় পরাশর, দম্ভ শাণ্ডিল্য এবং বসুন্ধর মৌদ্গল্য গোত্র ছিলেন।*

আচার-ব্যবহার।

ভারতে আসিয়া বাস, যাদবকন্যার পাণিগ্রহণ ও ভারতবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে শাকদ্বীপীয়গণের আচার ব্যবহার ক্রমেই ভারতবাসীর মত হইয়া গিয়াছিল, এমন কি কএক

* এ দেশীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থেও অষ্ট ব্রাহ্মণের আগমন-কথাই বর্ণিত আছে।

পুরুষ পরে তাঁহাদের সূর্য্যপূজা ও তদুপযোগী অনুষ্ঠানাদি ভিন্ন আর কোন সময়ে তাঁহাদের শাকদ্বীপী ভাব জানা যাইত না।

সূর্য্যপূজার সময় দর্ভের পরিবর্ত্তে বর্শ্ম (অর্থাৎ আবস্তিক বেরেশ্ম *) ও অব্যঙ্গ-(জেন্দ ভাষায় 'ঐব্যাংহন') ধারণ†, পূজাকালে মিত্রভক্তের পত্তিজাল বা পতিদান দ্বারা মুখ আচ্ছাদন, পূজায় সর্পনির্ম্মোক ব্যবহার, শ্রোষের (আবস্তিক 'স্রোষ্') পূজা, শ্বসৎদিগের (আবস্তিক 'সোষ্যন্ত্' অর্থাৎ অগ্নি পুরোহিত) প্রতি ভক্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে সেই আদি শাকদ্বীপীয় প্রথা অব্যাহত ছিল। বিশেষতঃ ভবিষ্যপুরাণ হইতে আরও জানা যায় যে, ভারতবাসীর অধ্বরহোত্রের ন্যায় শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের 'অচযু' নামে হোত্র অবশ্য-প্রতিপাল্য বলিয়া গণ্য ছিল। বর্ত্তমান অগ্নিপূজক পারসিক পুরোহিতগণ যে 'ইজস্নে' নামক যজ্ঞ করিয়া থাকেন, তাহাই অবস্তায় 'অচষ্ন' ও ভবিষ্যপুরাণে 'অচষু' নামে বর্ণিত হইয়াছে ‡। ভবিষ্য-পুরাণ হইতে জানা যায় সূর্য্যের সহিত তৎপত্নী নিক্ষুভা বা হাবনীর পূজা করিতে হয়। এই হাবনীর কথা অবস্তাতেও বর্ণিত আছে। অগ্নিপুরোহিতদিগের আদিকৃত্যের নামও হাবনী §। এতদ্ভিন্ন আর সমুদয় পূজাঙ্গ ও বিধি ব্যবস্থা সমুদয় ভারতীয় আর্য্যগণের অনুরূপ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আর সেই বিশেষত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। শাকদ্বীপীয় প্রথা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের যে বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল, তাহার সহিত পারসিক অগ্নি-পূজক-গণের পূজাঙ্গের সাদৃশ্য থাকায় এমন কেহ মনে করিবেন না যে বোম্বাই প্রদেশবাসী পারসিক ও শাকদ্বীপীগণ একই সম্প্রদায়। বোম্বাই প্রদেশের অগ্নিপূজকগণ জরথুস্ত্র-মতাব-লম্বী ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে মুসলমানদিগের অত্যাচারে ভারতে পলাইয়া আসেন¶। কিন্তু সৌর শাকদ্বীপীগণ জরথুস্ত্রের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং বহু সহস্র

* বোম্বাই প্রদেশীয় অগ্নিপূজক পারসী পুরোহিতেরা এখন Barsom বলিয়া ব্যবহার করেন। জেন্দশাস্ত্রবিদ হৌগ লিখিয়াছেন, "a bundle of twigs (*beresma* nowadays *barsom*) which are tied together by means of reed. Without these implements, which are evidently the remnants of sacrifices agreeing to a certain extent with those of the Brahmans, no Ijashne can be performed by the priest." Haug's Parsis, p. 140.

† The *aiwyaonhanem* is the girdle or tie with which the Barsom is to be tied together. It is prepared from a leaflet of a date-palm, which is cut from the tree by priest after he has poured consecrated water over his hand, the knife, the leaflet." Haug's Parsis, p. 896. ভবিষ্যপুরাণে 'অব্যঙ্গোৎপত্তি' নামে একটী স্বতন্ত্র অধ্যায়ই আছে।

‡ এই 'অচষু' হোত্রের প্রক্রিয়া Haug's Essays on Parsis, p. 443-447 দ্রষ্টব্য।

§ Haug's Parsis, p. 159.

¶ ইহাদের পুরোহিতগণ "দস্তুর" নামে খ্যাত। দস্তুরগণ অনেকটা আমাদের ব্রাহ্মণদিগের মত। তাঁহাদের উপনয়নাদি সংস্কার হইয়া থাকে। একমাত্র পুরোহিতবংশ ভিন্ন দস্তুরের অন্যত্র বিবাহ করিবার জো নাই এবং পুরোহিতবংশ ভিন্ন অন্য কেহই পৌরোহিত্যে অধিকারী নহেন।

বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে আগমন করেন *। শাকদ্বীপের অতি প্রাচীন প্রথা উভয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত থাকায় উভয়কে এক বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই কোন প্রকার সম্পর্ক নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভারতে শাকদ্বীপীয়গণের বংশবিস্তার।

আদিত্যের উপাসনা বৈদিকযুগ হইতে ভারতে প্রচলিত। কিন্তু শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণাগমনের পূর্ব্বে সূর্য্যপ্রতিমা গঠিত হইত না বা এই দেবতার মূর্ত্তি-বিশেষের পূজা প্রচলিত ছিল না। মিত্রের মূর্ত্তি-গঠন ও তৎপূজা-প্রচারই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে সমস্ত সভ্য-জগতে মিত্রপূজা প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতে যেখানে যত সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সমস্তই এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অথবা তাঁহাদের প্রাদুর্ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

মূলতানে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের আদি উপনিবেশ হইলেও পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল নামক স্থানেও বহু পূর্ব্বকাল হইতেই তাঁহারা বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের বাসহেতুই এই স্থান 'শাকল' নামে খ্যাত হইয়াছিল। এখনও ভারতের সর্ব্বত্রই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা আপনদিগকে 'শাকল দ্বিজ' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এক সময়ে শাকদ্বীপীগণ যে ভারতের বহু স্থানে বিস্তৃত ও গণনীয় হইয়া ছিলেন, ব্রহ্মযামল হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। ব্রহ্মযামলে ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"শরদ্বীপে চ বেদাগ্নিঃ শাকদ্বীপে চ সিদ্ধতিঃ। ভূমধ্যে ব্রহ্মচারী চ দৈবজ্ঞো দ্বারকাপুরে॥
দ্রাবিড়ে মৈথিলে চৈব গ্রহবিপ্রেতি সংজ্ঞকঃ। ধর্ম্মাঙ্গে ধর্ম্মবক্তা চ পাঞ্চালে শাস্ত্রিসংজ্ঞকঃ॥
সারস্বতে শুভমুখো গান্ধারে চিত্রপণ্ডিতঃ। তীরহোত্রে চ তিথিবিন্নাটকে ঋক্ষসূচকঃ॥
রুদ্রালে জ্যোতিষী বিপ্রো ব্রহ্মালে বিধিকারকঃ। বভ্রাটে যোগবেত্তা চ নিপালে দেবপূজকঃ॥
রাঢ়দেশে উপাধ্যায়ো গঙ্গায়াং তন্ত্রধারকঃ। কলিঙ্গে জাননামাচ আচার্য্যো গৌড়দেশকে॥"

শরদ্বীপে বেদাগ্নি, শাকদ্বীপে সিদ্ধ, ভূমধ্যে ব্রহ্মচারী, দ্বারকাপুরে দৈবজ্ঞ, দ্রাবিড় ও মৈথিলে গ্রহবিপ্র, ধর্ম্মাঙ্গদেশে ধর্ম্মবক্তা, পাঞ্চালে শাস্ত্রী, সারস্বত প্রদেশে শুভমুখ, গান্ধারে চিত্রপণ্ডিত, ত্রিহুতে তিথিবিৎ, নাটকাচলে (কামরূপে) ঋক্ষসূচক, রুদ্রালয়ে জ্যোতিষী,

* ভবিষ্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ ও গ্রহযামলে শাকদ্বীপ হইতে সাম্বপুরে যে ব্রাহ্মণাগমন-প্রসঙ্গ আছে, তাহা কল্পিত আখ্যান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পুরাণ ব্যতীত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও বরাবর এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। এমন কি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার শিলালিপিতেও এই বিবরণ পাইয়াছি। [পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।]

ব্রহ্মদেশে বিধিকারক, বত্রাটে যোগবেত্তা, নেপালে দেবপূজক, রাঢ়দেশে উপাধ্যায়, গয়ায় তন্ত্রধারক, কলিঙ্গে জান এবং গৌড়দেশে আচার্য্য নামে খ্যাত।

গ্রীকরাজদূত মেগেস্থেনিস্ পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে এ অঞ্চলের পার্ব্বত্য-ভূভাগে সূর্য্য-পূজা দেখিয়া ছিলেন। প্রাচীন পালিগ্রন্থেও পাওয়া যায় যে বুদ্ধদেবের সময় জ্যোতিষী শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রবল ছিলেন। ব্রহ্মজালসুত্ত নামক পালিগ্রন্থে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা করিতেছেন। অধিক সম্ভব, এই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্মের একান্ত বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, সেইজন্যই বৌদ্ধদিগের সূত্রগ্রন্থে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিন্দা দৃষ্ট হয়।

প্রথমে শাকরাজগণ ভারতে আসিয়া বুদ্ধের মাহাত্ম্য শুনিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু কেহই স্ব স্ব পিতৃপুরুষানুষ্ঠিত সুপ্রাচীন মিত্রপূজা পরিত্যাগ করিতে সাহসী হন নাই; তাঁহাদের মুদ্রা-সমূহে মিত্রপূজার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে *। শকরাজ-গণের মুদ্রায় মিত্র 'মিহির' নামে উৎকীর্ণ †। এই মিত্রপূজায় তৎকালে একমাত্র শাক-দ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণই পৌরোহিত্য করিতেন। সুতরাং শকরাজগণ বৌদ্ধ-মতাবলম্বী হইলেও, তাঁহাদের পুরোহিত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। অধিক সম্ভব, এই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের প্রভাবেই পরবর্ত্তীকালে প্রায় সকল শকরাজই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গোব্রাহ্মণভক্ত গোড়া হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিলেন। নহিলে উষবদাত নামক একজন বিশুদ্ধ শকাধিপ গোব্রাহ্মণভক্ত বলিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিতেন না ‡।

মিত্রভক্ত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ মিত্র ও 'মিহির' উপাধি ব্যবহার করিতেন, প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন জ্যোতির্গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন পুরাণে শুঙ্গ ও তৎপরবর্ত্তী কাণ্বায়ন রাজগণ 'দ্বিজ' বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ সাহেব শকরাজ বাসুদেবকে কাণ্বায়নবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আবার পুরাতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্ সাহেবও কাণ্বায়ন-বংশীয় ৩য় নৃপতি নারায়ণকে 'তুষার'-বংশীয় বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন§। এরূপস্থলে এই কাণ্বায়নেরা শাকদ্বীপী দ্বিজ হইতেছেন। ইহারা 'শুঙ্গমিত্র' বলিয়াও কোন কোন প্রাচীন জৈনগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। এই শুঙ্গ ও কাণ্বায়নদিগের মধ্যে অনেকেরই 'মিত্র' উপাধি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ মিত্রভক্ত শুঙ্গ ও কাণ্বায়নদিগের সময়েই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাব ভারতব্যাপী হইয়াছিল। তৎপরে

* Indian Antiqnary, 1888, p. 91.

† এই মিত্রপূজকগণ 'মিহির' 'মিহিরকুল', বা 'মিহিরগোত্র' বলিয়াও গণ্য ছিলেন। এখনও জরথুস্ত্র-মতাবলম্বী অনেক পারসী পুরোহিতবংশ 'মিহির' উপাধি ধারণ করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মিহির উপাসক ছিলেন, এই উপাধি তাহারই নিদর্শন।

‡ অবস্তার যম মধ্যে 'অষবদাত' নামে এক ঋষির উল্লেখ আছে, তাহার অনুকরণে এই 'উষবদাত' নাম হইয়া থাকিবে।

§ Fleet's *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. III. p. 270.

অন্ধ্রাজগণ প্রবল হইয়া কাথায়নরাজ্য গ্রাস করিলেন এবং বহুকাল শকদিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলেও শেষে তাঁহারা শকরাজগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের তাহাতে সুবিধা বই অসুবিধা হয় নাই।

শকরাজগণের প্রভাব ভারতে বহু বিস্তৃত ও বহুকালস্থায়ী হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে *। সেই সকল শকরাজগণ প্রধানতঃ 'মিত্র' নামক সূর্য্যভক্ত বলিয়া 'মৈত্রক' নামেও গণ্য ছিলেন। বলভীরাজগণের তাম্রশাসনে মৈত্রকগণ 'অতুলবলসম্পন্ন' বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই মৈত্রকদিগকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াই সুরাষ্ট্রের বলভীরাজবংশ-স্থাপয়িতা সেনাপতি ভটার্কের সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছিল। তাঁহার বংশধর মহারাজ ধরপট্ট 'পরমাদিত্যভক্ত' বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন †। এমন কি সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের পিতামহ আদিত্যবর্দ্ধন ও প্রপিতামহ রাজ্যবর্দ্ধন উভয়েই তাঁহার তাম্রশাসনে 'পরমাদিত্যভক্ত' আখ্যায় অভিহিত ‡।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মৈত্রক শকগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলেও এই সময়ে শকদিগের হূণ নামক আর এক শাখা ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, তাঁহাদের অভ্যুদয়ে গুপ্তসাম্রাজ্য কম্পিত হইয়াছিল। গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি হূনদিগের প্রভাব দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েও দেখা যায় যে, ইন্দোর ও মগধে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হূণেরা সকলেই 'মিহির' বা সূর্য্যভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের প্রধান অধিপতি তোরমানের পুত্র 'মিহিরকুল' বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন। এই মিহিরকুলের প্রভাবে গুপ্তসাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে ভারতের সকল প্রধান রাজন্যবর্গ সম্মিলিত হইয়া মিহিরকুলকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ¶। এই মিহিরকুল নিজ নামানুসারে 'মিহিরেশ্বর' নামক এক বৃহৎ সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

আমরা ভবিষ্যপুরাণে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের 'মিহিরগোত্র' পাইয়াছি ॥। আবার হূণাধিপ মিহিরকুলের পর শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেরই 'মিহির' উপাধি ব্যবহার দেখা যায়; তন্মধ্যে বোধগয়ার বসুমিহির § ও ভারতের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্বিদ্ বরাহমিহিরের নাম উল্লেখযোগ্য। যে মালবাধিপ যশোধর্ম্মন্ মিহিরকুলকে পরাজয় করিয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বরাহমিহির তাঁহারই সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। আবার যশোধর্ম্মার সহযোগী মিহিরকুলহন্তা গুপ্তসম্রাট্ বালাদিত্য মগধের 'মিত্র' উপাধিধারী ভোজক (শাকদ্বীপী) ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানিত ও মগধের সূর্য্যসেবার্থ

* ১২ হইতে ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
† Fleet's Inscriptions of the Gupta Kings, Vol. III. p. 168.
‡ Epigraphia Indica, Vol. I. p. 72.
¶ ২৪-২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ॥ ৩০-৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
§ R. Mitra's Buddha Gaya, p. 185.

ভূমিদান করিয়াছিলেন*। আমরা বৃহৎসংহিতা হইতে জানিতে পারি যে, বরাহমিহিরের সময় সূর্য্যপূজা একমাত্র শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণেরই আয়ত্ত ছিল। বরাহমিহির লিখিয়াছেন,—

"বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ স ভস্মদ্বিজান্
মাতৄণামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্ বিদুর্ব্রহ্মণঃ।
শাক্যান্ সর্ব্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদু-
র্যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধিনা তৈস্তস্য কার্য্যা ক্রিয়া॥" (বৃহৎসংহিতা ৬০।১৯) †

অর্থাৎ বিষ্ণুর পূজক ভাগবতগণ, সূর্য্যের মগগণ, শিবের ভস্মধারী দ্বিজগণ, মাতৃগণের মাতৃমণ্ডলবিদ্ ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মার বিপ্রগণ, সর্ব্বহিত শান্তমনা বুদ্ধের শাক্যব্রাহ্মণগণ এবং জিনগণের উপাসক নগ্নগণ। এইরূপে যে যে দেবের উপাসক, তাহারাই স্ব স্ব নিয়মানুসারে স্ব স্ব দেবের পূজা করিবে।

বরাহমিহিরের বহুপরে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবুরিহান্ ভারতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগকে একমাত্র সূর্য্যপূজায় অধিকারী দেখিয়া ছিলেন।

শিলালিপি সাহায্যে জানিতে পারি যে, এখন হইতে চতুর্দ্দশ শতবর্ষ পূর্ব্বে মগধে শাকদ্বীপীয় ভোজক বিপ্রগণ পুরুষানুক্রমে সূর্য্যপূজায় অধিকারী ছিলেন। শাহাবাদ-জেলাস্থ দেওবরণার্ক গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত মগধাধিপ ২য় জীবিত-গুপ্তের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, দেববরুণার্ক গ্রামে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভোজক-বিপ্রগণের বাস ছিল। এখানকার বরুণার্ক নামক সূর্য্যদেবের সেবার ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য মগধপতি বালাদিত্য দেব ভোজক সূর্য্যমিত্রকে এই গ্রাম দান করেন। গুপ্তাধিকার লোপ হইলে এ অঞ্চল বর্ম্মভূপালগণের অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহারাও ভোজক বিপ্রদিগের দেবস্বে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারাও সময়ে সময়ে এই গ্রাম ব্রহ্মোত্তর বলিয়া ভোজকদিগকে ছাড় দিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে

* Fleet's Inscriptions of the Gupta Kings, Vol. III p. 217.

† ভবিষ্যপুরাণেরও এই বচন আছে। কেবল দ্বিতীয় শ্লোকটীর একটু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। যথা

"শ্বাম্বীকস্য জনস্য শুক্লবসনান্ বুদ্ধস্য রক্তাম্বরান্"

অর্থাৎ শুক্লাম্বরধারী জৈনগণ জিনসাধুর এবং রক্তাম্বরধারী বৌদ্ধ শ্রমণগণ বুদ্ধের উপাসক। এই শ্লোকেই বরাহমিহিরের সহিত ভবিষ্যপুরাণের পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। বরাহমিহির তাঁহার সময়ের কথাই সম্ভবতঃ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তদ্দৃষ্টে আবুরিহান্ও এই কথাগুলি অনুবাদ করিয়াছেন। (Alberuni's India translated by E. Sachau, Vol, I. p. 121.) কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে যখন ঐ শ্লোক গ্রথিত হয়, তখনও তৎকালের কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বরাহমিহির নগ্ন বা দিগম্বর জৈনের কথা বলিতেছেন। বাস্তবিক তাঁহার সময়ে দিগম্বর জৈনেরা বিশেষ প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি শ্বেতাম্বরের বহু পরে। খৃষ্ট জন্মের পর দিগম্বরের উৎপত্তি এবং খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্বে শ্বেতাম্বরের উৎপত্তি, তাহা জৈন-পুরাবিদ্গণই স্থির করিয়াছেন। এরূপ স্থলে ভবিষ্যপুরাণের উক্ত বচন দিগম্বরোৎপত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং সেই সময় হইতেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণমধ্যে বিভিন্ন দেবের পূজাও প্রচলিত ছিল।

মহারাজ সর্ব্ববর্ম্মা প্রথমে ভোজক হংসমিত্রকে ছাড় দেন, তৎপরে ভোজক ঋষিমিত্র অবন্তিবর্ম্মার নিকট ছাড় পান। এইরূপে মগধপতি ২য় জীবিতগুপ্তও ভোজক দুর্দ্ধর-মিত্রকে এই স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।*

মগধে ভোজক বা মগ ব্রাহ্মণের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে এখানে মান-রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ এই মানরাজগণের নিকট যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শাস্ত্রী, কেহ সভাপণ্ডিত, কেহ প্রাড়্বিবাক প্রভৃতি রাজকীয় উচ্চপদ পাইয়াছিলেন। গয়া জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে একখানি বৃহৎ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে মান-রাজবংশ ও শাকদ্বীপীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এই শিলালিপি খানি অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

ওঁ নমঃ সরস্বত্যৈ।

একত্রোন্নতগাত্রগৌরবভরাৎ প্রাপ্তে তথা নম্রতা-
মন্যত্র প্রিয়মুদ্বহত্যতি লঘুং তুঙ্গে ভুজঙ্গেশ্বরে।
বক্ষঃসংমুখসংভৃতস্তনতটী সঙ্গোপসর্পং সুখং
নিদ্রা……দ…দধাতু দয়িতামাশ্লিষ্য বিশ্বম্ভরঃ॥
দেবো জীয়াত্রিলোকীমণিরয়মরুণো যন্নিবাসেন পুণ্যঃ
শাকদ্বীপঃ স দুগ্ধাম্বুনিধি-বলয়িতো যত্র বিপ্রা মগাখ্যা।
বংশস্তত্র দ্বিজানাং ভ্রমিলিখিততনোর্ভাস্বতঃ স্বাঙ্গ…
শাম্বো যানানিনায় স্বয়মিহ মহিতাস্তে জগত্যাং জয়ন্তি॥
তেষাং যঃ প্রথমঃ সমস্তনিগমজ্ঞানাম্বিস্থাপদং
বুদ্ধ্যা ব্যাপৃত এব নিত্যযজনব্যাপারপারীণয়া।

* ২য় জীবিতগুপ্তের শিলালিপি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। ইহার শেষ ভাগে এইরূপ লিখিত আছে—"বিজ্ঞাপিত শ্রীবরুণবাসি ভট্টারক প্রতিবদ্ধ-ভোজক-সূর্য্যমিত্রেণ উপরিলিখিত…গ্রামাদিসংযুতং পরমেশ্বর শ্রীবালাদিত্যদেবেন স্বশাসনেন ভগবচ্ছ্রী বরুণবাসিভট্টারক…পরিবাহক…ভোজকহংসমিত্রস্ত সমাপত্যা যথাকালাধ্যাসিভিশ্চ এবং পরমেশ্বর শ্রীসর্ব্ববর্ম্ম…ভোজক-ঋষিমিত্র…যতকং এবং পরমেশ্বর শ্রীমদবন্তিবর্ম্মণা পূর্ব্বদত্তকমবলম্ব্য…………এবং মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর……শাসনদানেন ভোজক দুর্দ্ধরমিত্রস্যানুমোদিত…তেন ভুজ্যতে।"

(Fleets' Inscription's of the Gupta Kings, p. 217.)

যেখানে উক্ত শিলালিপি আছে, সেই গ্রামে গত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ সাহেব গিয়াছিলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি তথায় ৬ ঘর শাকদ্বীপী বিপ্র দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছত্তর-পাঁড়ে শাকলদ্বীপী কনিংহাম্‌কে জানাইয়াছিলেন যে, রাজা বরুণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষকে ২৯ খানি মৌজা (প্রায় ২২০০০ বিঘা জমি) দান করিয়াছিলেন। ভোজপুরের রাজা উমরাসিংহের সময় পর্য্যন্ত ২৯ মৌজাই ঐ ব্রাহ্মণবংশের অধিকারে ছিল, পরে উমরাসিংহের পৌত্র কুমার সিংহ অল্পদিন হইল ঐ সকল জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া মুসলমানকে বিক্রয় করিয়াছেন।

(Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XVI. p. 65.) এখনও দেওবরণার্কে শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণের বাস রহিয়াছে। এখানে প্রবাদ আছে, রাজা হলোম স্বীয় কুষ্ঠরোগমুক্তির জন্য শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগকে গয়ায় আনয়ন করেন।

ভারদ্বাজমুনির্বভূব ভুবনোদ্ধারাভিরাভিপাতী তপঃ
······যস্ত মুখে মগদ্বিজমহাবংশাবতংসোপমঃ ॥
গোত্রং চ তস্য শতশাখমভূদভূত-
পূর্ব্বৈস্তপোভিরথ সুপ্রসরৈর্যশোভিঃ।
যত্রাপরে পরমতত্ত্ববিদোঽনবদ্য-
বিদ্যাবদাতমতয়ঃ পতয়ো দ্বিজানাম্ ॥
কালেনা··· বিলুপ্তবিলসদ্বিদ্যাধনে ধন্বিনাং
বীরাণাং ধুরি চক্রপাণিরভবদ্দামোদরস্যাত্মজঃ।
যো বাল্মীকিরিবাবতারিতগিরাধারঃ স বিশ্বস্থিতে-
র্বংশস্থা···চতুর্মুখ ইব ব্যাপ্তো গুণিগ্রামণীঃ ॥
অতিস্থিরা পৃথুতরা যৎকীর্ত্তিগরিমাস্পদম্।
দিক্‌চক্রং যদি নারূঢ়া তদ্‌ভ্রমত্যন্যথা কথম্ ॥
জাতৌ বাসবকেশবাবিব সুতৌ তস্মাৎ প্রসন্নামরৌ।
মারীচাদিব কশ্যপাদুপচিতাং ধর্ত্তুং কুলে সৎক্রিয়াম্ ॥
জ্যায়াংস্তত্র মনোরথো দশরথস্তস্যানুজন্মা যয়ো-
র্বিদ্যাচারশুচিত্বশীলবিলসৎকীর্ত্ত্যা পবিত্রং জগৎ।
মুখ্যত্বেন সতাং যশোভিরখিলোদ্দীতৈঃ স্বকর্ণশ্রুতৈঃ
সন্মিত্রোপগমেন তৈরতিভৃতৈর্ভোগৈরযত্নোপগৈঃ।
ভ্রাত্রোরত্র যয়োর্নরেন্দ্রনিহিতৈঃ সপ্রেমভিঃ প্রশ্রয়ৈঃ
শ্যামানি দ্বিবদাননানি বিদধে শুভ্রোঽপ্যদভ্রো গুণঃ ॥
তৌ ভ্রাতরাবতিতরাং সহজোদিতেন
প্রেম্ণা পরস্পরমনোহরণাভিরামৌ।
সৌহার্দহৃদ্যচরিতেষু যয়োরধীরঃ
কালোঽপি ন স্খলিতমাপ কলিঃ কদাচিৎ ॥
আনীতৌ নিজরাজ্যমুজ্জ্বলয়িতুং যত্নাৎপ্রতীতাত্মনা-
সংবাসায় নরেশ্বরেণ শিবিরং শ্রীবর্ণমানেন তৌ।
তস্যাজ্ঞামবলম্ব্য তৎকুলমিদং তাভ্যামপি প্রাপিতং
কাঞ্চিৎ কোটিমনুত্তরাং গুণভুবঃ কীর্ত্তের্বিভূতেরপি ॥
আসিদ্ধোর্গণনীয়গৌরবগুণেনৈকেন সেব্যোঽনয়ো-
স্তস্মিন্ মানপতের্মহীয়সি গৃহে প্রাপি প্রতীহারতা।
অন্যেনাপি পুনর্মহ···কধুরা ব্যস্তেতি বিস্তারিণা-
বেতৌ সজ্জনৈরবভূবতুরিহ প্রত্যেকবিজ্ঞানিকৌ ॥

গত্বা শ্রীপুরুষোত্তমং বয়োহব্দ্যঃ প্রতিষ্ঠাস্পদং
পারাবারতটে পটীয়সি লসচ্চন্দ্রগ্রহানেহসি।
সর্ব্বস্বং বিততার তর্পিতপিতৃস্তোমঃ করোল্লাসিতৈ-
স্তোয়ৈর্যঃ পিহিতস্য পর্ব্বণি বিধোঃ সাহায্যমাপ ক্ষণম্॥
সাতত্যান্নিত্যকৃত্যাহুতিভিরপচিতৌ চন্দ্রমৌলেস্ত্রিকালং
ন্যস্তাভির্যস্য শৈবাগমসহিতমহামন্ত্রপূতান্তরস্য।
এনঃ স্বেনোজ্জগার ত্রিজগতি বিদিতাদাশ্রয়াশস্বদোষা-
দিদ্ধং ধূমচ্ছলেনোজ্জ্বলরুচিরচিরান্নিস্তুতং হোমবহ্নিঃ॥
শ্বেতার্দ্ধে তং শ্রয়তি পিতৃভীত্যাত্মনো নিষ্প্রভার্দ্ধং
ধত্তেহনন্তপ্রমিতিরমিতাং শক্তিমুন্মুক্ততর্কম্।
যদৈশ্বর্য্যং প্রথয়তি বিভোঃ কর্ত্তুরিত্যদ্ভুতশ্রী-
র্ভ্রান্তিং লোকস্থিতিষু ভজতে ভূয়সীং ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ॥
যস্য শ্রীমগধেশ্বরো নয়বশান্নীতিপ্রয়োগাখিল-
প্রাগ্‌ভারানুভবৈরচুম্বিতমতির্ব্যাসাভিধানং ব্যধাৎ।
রাজাস্থানসরঃসরোরুহমিতি স্বৈরং পুরঃ স্মাভৃতাং
গীতো **নূতনকালিদাস** ইতি যঃ কালেষু বৈতালিকৈঃ॥
যঃ সম্মন্ত্রিষু চাতুরীপরিচয়ৈর্বাচস্পতিঃ প্রস্তুত-
প্রজ্ঞাসর্গবিরিঞ্চিরুচ্চচরিতৈরৌচিত্যচিন্তামণিঃ।
সদ্ভাবপ্রভবো গভীরিমগৃহং রত্নত্রয়ীতাত্ত্বিকো
ভাষাসু প্রতিভাপ্রভুঃ কবিকলাসন্দর্ভগর্ভেশ্বরঃ॥
স্মেরাপারপরোপকারপরমঃ প্রেমোপচারোত্তর-
ব্যাহারৈর্জনতানুরাগরচনা চাতুর্য্যচর্য্যাগুরুঃ।
ধৌরেয়ঃ সুধিয়াং সুধানিধিকলামৌলেঃ সদারাধন-
ধ্যানে জন্ম নিজং নিনায় সুজনঃ স্বান্তেন শান্তেন যঃ॥
পত্নী তস্য **মনোরথস্য** কৃতিনশ্চারিত্র্যমুদ্রাপদং
গৌড়ীদেশনরেশশুদ্ধসচিব **শ্রীদেবশর্ম্মাত্মজা**।
মূর্ত্তা সত্যমরুন্ধতীব জগতাং বন্দ্যা সতীনাং ধুরি
শ্রীমচ্ছঙ্কর আবিরস্কুরয়িতুং সৎপুণ্যবীজাঙ্কুভূৎ॥
নাপত্যং চিরমাপতুর্যদুচিতং তেনৈব তৌ দম্পতী
সংপত্তাবপি নূনমন্বভবতাং সংতাপমন্তস্ততঃ।
মামারাধয়তং মুধেয়মরতির্ভাবী সুতস্তেন বাং
গচ্ছেতি স্বয়মাদিদেশ গিরিশঃ স্বপ্নে সমীপং যয়োঃ॥

সুপ্রীতয়োর্ভগবতো মম নামধেয়মাধেয়মস্য পুনরিত্যনুশাসনেন।
স্বারাধিতস্মরহরস্বরমাঙ্করূপো রূপান্থমেয়স্থনয়স্তনয়োঽজনিষ্ট॥
গঙ্গাধরাখ্যঃ স ততোজিতাত্মা যঃ শৈশবাদ্বিশ্বজনীনবৃত্তঃ।
বিবর্দ্ধমানঃ পরলোকভীত্যা সদাত্মনীনং নয়মাততান॥
অভবদস্যজো মহীধর ইতি পুত্রৌ শ্রীমনোরথাহ্বদিতৌ।
আশীর্বরাভিনন্দো হরিহরপুরুষোত্তমৌ দশরথাত্ত্ব ॥
সংকল্পপ্রবণাঃ শ্রুতিপ্রণয়িনঃ শিক্ষাভিরুদ্ভাসিতাঃ
সজ্জ্যোতির্গতয়ো নিরুক্তবিশদাশ্ছন্দোবিধৌ সাধবঃ।
খ্যাতা ব্যাকরণক্রমেণ বিদুষামত্যুচ্চধীশীলনা-
দ্বেদাঙ্গপ্রতিমাঃ ষড়েব ভুবনে তে বিভ্রতি ভ্রাতরঃ॥
তদন্তরে মাননরেন্দ্রচন্দ্রমাঃ স রুদ্রমানোঽজনি যেন ভূভুজা।
স্বমেদিনীমণ্ডলমাদিকোলবদ্বলাদমিত্রাম্বুনিধেঃ সমুদ্ধৃতম্॥
পাণির্দানচণঃ প্রভোঘলহরী বক্তুং চ যস্য স্বয়ং
মর্য্যাদাস্থিতিমান্ স এব জগতাং জীবাতবশ্চেৎকৃতাঃ।
তৎ কিং কল্পলতাম্বহীন্দ্রকমঠো সা চিত্রভানুদ্বয়ী
পদ্মেন্দুনিধয়োঽস্তসামিতি বিধের্ধিক্‌প্রক্রিয়াগৌরবম্॥
শ্লক্ষ্ণং দিকরিদণ্ডকোটিমটিতুং ক্রান্তৌ গিরীণাং লঘু
ব্যাপ্তুং ব্যোমপৃথু স্থিতাবিহদিশি প্রোক্তং বশিভ্রান্তিষু।
ক্ষীরাব্ধীন্দুসুধাদিষু প্রভবতি ব্রহ্মাণ্ডগর্ভাদ্বহি-
র্নিযাত্যস্তি যথেচ্ছমীশ্বরগুণৈরিত্যদ্ভুতং যদ্‌যশঃ॥
যুদ্ধে বদ্ধোৎসবরিপুভটশ্রেণি···সদা যো
বন্ধুঃ শুদ্ধোবিপদি বিসরৎকার্য্যনির্য্যাসসীমা।
শ্রেয়ান্ সভ্যঃ সদসি বিশদে বিশ্ববিশ্বাসপাত্রং
পাতুং মিত্রং হৃদয়মিতরস্তস্য গঙ্গাধরোঽভূৎ॥
আচারাভরণঃ সুভাষিতচণঃ সন্নীতিরত্নাপণঃ
প্রাগল্‌ভীরমণঃ প্রশান্তকরণঃ কারুণ্যপারায়ণঃ।
যঃ সৌজন্যনিধিঃ স্থিতাবন্নপধিঃ সখ্যস্য মুখ্যো বিধি-
র্ধীরস্বেহনবধির্বিধুতবিতমব্যাধির্ধিয়াং শেবধিঃ॥
গৌড়রাজসুহৃদো জয়পাণেরাধিকারিকপদোপপদস্য।
আত্মজামুদবহৎসুভগায়াঃ পেশলাং স কিল পাসলদেবীম্॥
আক্রান্তো ন বৃষঃ কদাপি গতয়ে যস্মিন্নহীপাঙ্গনা
রৌদীনাদ্রিয়তে স্থিতির্বগণিতাস্তা গোত্রভিৎসংকথাঃ।

অন্যোন্যান্তবিলাসবঙ্কিতদৃশোরেকং বপুর্বিভ্রতো-
স্তৎপ্রায়ঃ শিবয়োরপীদমনয়োর্দাম্পত্যমত্যাদৃতম্ ॥
সন্তোষার্জ্জবধৈর্য্যসংযমদমানুক্রোশশান্তিক্ষমা-
মৈত্রী সত্যসমাধিমগ্নমনসো নারায়ণৈকাত্মনঃ।
দম্ভদ্রোহবিমোহলোভমমতামাৎসর্য্যমায়ামদ-
দ্বেষের্ষ্যাদিনিসূদনস্য চরিতে যস্যাত্র সাক্ষী জনঃ ॥
তেনাত্র দুঃশকমসীমসহস্রকৃত্বঃ
কৃত্যং স্বভর্তৃরুচিতোন্নতয়ে সমাপ্য।
আবাল্য যৌবনমসুপ্রতিরোধি বন্ধু-
লোকস্য চেতসি চমৎকৃতিরাচিতৈব ॥
যস্যাদ্বৈতশতে স্বয়ং বিরচিতে কিঞ্চিৎ কবিত্বশ্রমঃ
স ব্রহ্মোপনিষৎকথাস্বধিগমঃ শুদ্ধো বিরুদ্ধোঽথবা।
ভাবাঃ সূরিভিরেব চিত্রকবিতায়াসস্ততো দুষ্করে
ভারত্যাঃ কুরুতেঽপরাম্নিজগুণপ্রস্তাবনাং কেন সঃ ॥
ধা···বর্ত্তবশাদ্বিসৃত্বরতরুপ্রাসাদসদ্মাদিক-
ব্যক্তাকারকদম্বমম্বরমসু স্বেনোদ্ভবত্যভ্রিয়ম্।
স্থিত্বা তৎক্ষণতো বিপন্নমপুনর্ভাবাদ্‌যথেদং তথা
মত্বৈব ত্রিজগন্তি যেন জনিতঃ সৎকর্ম্মধর্ম্মাদয়ঃ ॥
পুণ্যোৎপত্তিনিমিত্তমত্র নিজয়োঃ পিত্রোঃ পবিত্রাত্মনা
কীর্ত্ত্যা তেন তয়োশ্চিরং রচয়তা শুভ্রাতপত্রং জগৎ।
কাসারোঽয়মকারি পারদরসচ্ছায়াভ্রতামম্ভসাং
যস্মিন্নূর্ম্মিমিষাদ্‌যশস্তদমলং মূর্ত্তং নরীনৃত্যতে ॥
স্বকীর্ত্ত্যা সরসস্তস্য প্রতিষ্ঠাসময়োৎসবে।
শুভ্রাম্বরপরীধানং জগত্তেনাত্র কারিতম্ ॥
আকাশঃ পবনঃ কৃশানুরুদকং ধাত্রীতি লোকত্রয়ো
মূর্ত্ত্যা ব্রহ্মাবিবর্ত্তমানময়তে যাবদ্বিচিত্রাং গতিম্।
নেত্রশ্রোত্রমনঃপ্রসাদসদনে তাবৎসতামাদরা-
দুন্নিদ্রাং মুদমাস্তরেযু কুরুতাং কীর্ত্তিপ্রশস্তী ইমে ॥
ক শক্তি ব্যুৎপত্তিব্যতিকরবিরোধেন সুলভাঃ
কবীনাং পন্থানস্তদিহ নসু কেহামনুগমঃ।
স্ব পূর্ত্তে স্বেতস্মিন্ স্বজনজনিতোঽস্যু গ্রহগুণঃ
প্রশস্তৌ প্রাশস্ত্যং বিতরতি স গঙ্গাধরগিরাম্ ॥

নন্দেষু ব্যোমেন্দু (১০৫৯) সমে শকাব্দে রুদ্রাত্মজশ্চোদ্ধরণস্য নপ্তা।
ইমাং শিলা শিল্পিবরঃ প্রশস্তিং স শূলপাণিঃ স্বয়মুচ্চখান॥ শাক ১০৫৯॥"

ভাবার্থ—সরস্বতী দেবীকে নমস্কার। যাঁহার শরীর-পরিশোভী ভুজগপতি স্বীয় সমুন্নত শরীরভরে কিঞ্চিৎ বিনম্রভাব প্রাপ্ত হইয়া অপরদিকে সাতিশয় শোভা ধারণ করিতেছে, যিনি স্বীয় প্রণয়িনীকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষস্থলোপনত তদীয় স্তনতটের সংসর্গজনিত প্রচুরতর সুখাবেশে নয়নত্রয় ঈষৎ নিমীলিত করিতেছেন, সেই বিশ্ববিধাতা ভগবান্ বিশ্বম্ভর সমস্তের মঙ্গল বিধান করুন। দেবাদিদেব ত্রিলোকমণি অরুণদেব জয়যুক্ত হউন।

শাকদ্বীপের চারিদিকে দুগ্ধ সমুদ্র বলয়াকারে পরিবেষ্টিত। এই শাকদ্বীপের বিপ্রগণ মগ নামে অভিহিত এবং এই সকল মগ ব্রাহ্মণ শ্রীসূর্য্যদেব হইতে উৎপন্ন। শাম্ব যে মগ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়াছিল, তাহারা জগতীতলে পূজিত হউক। এই সকল মগ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি প্রথম, তিনি সকল বিদ্যায় পারদর্শী, বেদার্থতত্ত্ববেত্তা এবং যিনি সকল মগ ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্বার্থ অবগত ছিলেন, তাঁহার নাম ভারদ্বাজ। ইনি অতিশয় তপস্বী ছিলেন। ইঁহার বংশ শতাধিক শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, এবং ইঁহারা সকলে বিদ্যা ও যশঃ দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। এই বংশে চক্রপানি নামে দামোদরের এক পুত্র উৎপন্ন হয়, ইনি সকল গুণগ্রামবিভূষিত ও দ্বিতীয় বাল্মীকির ন্যায় তপঃ ও বিদ্যাবলসম্পন্ন। ইঁহার দুই পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম মনোরথ ও দশরথ, এই দুই পুত্রও পিতার ন্যায় গুণসম্পন্ন। ইঁহাদের কীর্ত্তিতে জগৎ পবিত্র হইয়াছিল। নিজ রাজ্যের উৎকর্ষসাধনের জন্য নরাধিপতি শ্রীবর্ণমান ইঁহাদিগকে নিজ শিবিরে আনয়ন করেন। তাঁহার আদেশানুসারে ইঁহারা এই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে জ্যেষ্ঠ মনোরথ পুণ্যভূমি পুরুষোত্তমে (গয়ায়) গমন করেন এবং তথায় সমুদ্রতটে চন্দ্রগ্রহণদিনে পিতৃ তর্পণ করিয়া সর্ব্বস্ব দান করেন। তিনি শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রতিনিয়ত ভগবান্ চন্দ্রমৌলির আরাধনা করিতেন এবং শিবোদ্দেশে ত্রিকালব্যাপী হোমকর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপরিমিত শক্তি ছিল। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন, লক্ষ্মী দেবী তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মকীর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রথিত হইয়াছিল। শ্রীমান্ মগধাধিপতি ইঁহার নীতিশাস্ত্রবিষয়ে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা দেখিয়া এককালে ইঁহাকে দ্বিতীয় ব্যাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইনি মগধেশ্বরের সভা মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে ইঁহার অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির বিকাশ হওয়ায় বৈতালিকেরা ইঁহাকে নূতন কালিদাস বলিয়াও অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ফলতঃ যে সকল গুণ থাকিলে মানুষ উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়া সর্ব্বজনের নিকট সম্মানিত হইতে পারে, ইনি সে সমস্ত গুণেই বিভূষিত ছিলেন। ইনি যথা সময়ে গৌড়াধিপতির প্রধান মন্ত্রী শ্রীদেবশর্ম্ম-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। প্রথমে ইঁহার সন্তানসন্ততি কিছুই হয় নাই, এ নিমিত্ত ইঁহারা পতিপত্নী দুইজনেই নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। পরে

ভগবান্ গিরিজাপতি ইঁহার পুত্রলাভের নিমিত্ত একদিন স্বপ্ন যোগে স্বীয় আরাধনা-বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে আদেশ করেন। ইনি পত্নীর সহিত শিবারাধনে নিবিষ্ট হইলে শিব-প্রসাদে গঙ্গাধর নামে ইহার একটী পুত্র উৎপন্ন হয়। এই গঙ্গাধর শৈশব হইতেই পরোপকার ও স্বধর্ম্মরক্ষায় নিরত ছিলেন; মহীধর নামে ইঁহার অপর এক সহোদর ছিল। মনোরথের কনিষ্ঠ দশরথেরও আশীর্ব্বর, অভিনন্দ, হরিহর ও পুরুষোত্তম* নামে চারিটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ছয়টী ভ্রাতাই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, শিক্ষা, দীক্ষা, সর্ব্ব বিষয়েই প্রবীণ ছিলেন।

অনন্তর রুদ্রমান নামক নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি স্বীয় ভুজবলে অমিত্র-রূপ অম্বুনিধি হইতে এই বিশাল মেদিনীমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে সমুদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ইঁহার যশঃ-প্রভাবে চতুর্দ্দিক্ সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। ইনি গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় রাজগুণে বিভূষিত ছিলেন। মনোরথতনয় সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী গঙ্গাধর ইঁহারই পরমবন্ধু হইয়াছিলেন। নরপতি রুদ্রমান ইঁহাকে দ্বিতীয় হৃদয়ের ন্যায় মনে করিতেন। গঙ্গাধর আপামর সর্ব্বসাধারণেরই বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। ফলতঃ ইঁহার কার্য্যদক্ষতা, বাগ্মিতা, নীতিজ্ঞতা, জিতেন্দ্রিয়তা, শ্রেষ্ঠতা ও ধীরতাগুণে তৎকালে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি গৌড়াধিপতির প্রিয়পাত্র ও তাঁহার আধিকারিকপদে নিযুক্ত মাননীয় জয়পাণির কন্যা পাসলদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। হরপার্ব্বতীর ন্যায় ইঁহাদিগের দাম্পত্যপ্রণয় জগতে অতুলনীয় ছিল। এই গঙ্গাধর ভগবন্নারায়ণ চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। দম্ভ, দ্রোহ, মূঢ়তা; লোভ, অভিমান, মমতা, মাৎসর্য্য, মায়া, মত্ততা, দ্বেষ ও ঈর্ষ্যা প্রভৃতি ইঁহার কিছুই ছিল না। ইনি সর্ব্বদা সন্তোষ, আর্জ্জব, ধৈর্য্য, সংযম, দম, অনুক্রোশ, শান্তি, ক্ষমা, মৈত্রী ও সত্য এই সমুদায়েরই সেবা করিতেন। মহামতি গঙ্গাধর আপন প্রভুর উন্নতিকামনায় অনন্যসাধ্য সহস্র সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। তিনিই যত্নপূর্ব্বক নিজ পিতৃদিগের পবিত্র কীর্ত্তি প্রকটন্ করিবার নিমিত্ত এই কায়ার-সরোবর নির্ম্মাণ করেন। এই কায়ার সরোবরের জল অত্যন্ত নির্ম্মল। গঙ্গাধর যে সময় এই কায়ার-সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহার যশঃপ্রভায় সর্ব্বস্থানই আলোকিত হইয়াছিল। যত কাল পর্য্যন্ত আকাশ, পবন, কৃশানু, জল ও ধরিত্রী প্রভৃতি বিরাজমান থাকিবে, এই কীর্ত্তিপ্রশস্তি সাধুজনগণের নেত্র, শ্রোত্র ও মনোমধ্যে ততকাল অতুল আনন্দ প্রদান করুক এবং গঙ্গাধর-বাক্যের প্রশস্তিবিষয়ে একমাত্র সুজনগণের অনুগ্রহগুণই প্রাশস্ত্য বিধান করুক। উদ্ধরণের নপ্তা রুদ্রতনয় শূলপাণি ১০৫৯ শকাব্দে এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিল।”

উক্ত শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে যে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-বংশ মগধেশ্বরের নিকট বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বের প্রভাব গৌড়রাজসভায়ও অল্প

* আপাততঃ দেখিতে গেলে ‘আশীর্ব্বরাভিনন্দৌ’ এই শব্দটী বিশেষণবাচী বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়, "কিন্তু পর শ্লোকে "ষড়েব ভ্রাতরঃ" বলিয়া উল্লেখ থাকায় এস্থানে উহা নাম বলিয়াই ধরিয়া লইলাম।

ছিল না। যে গঙ্গাধর উক্ত প্রশস্তি রচনা করেন, বাস্তবিক তিনিও একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার রচিত সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থ সবিশেষ প্রসিদ্ধ।* তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ হইতে গৌড় সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ কিছু উজ্জলতর। তিনি গৌড়রাজের ধর্ম্মাধিকারী জয়পানির কন্যা পাসলদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। কে এই জয়পানি ও সেই গৌড় রাজাই বা কে? তাহার বিশেষ পরিচয় উক্ত শিলালিপি হইতে পাওয়া যায় না। কাহার কাহার বিশ্বাস, উক্ত জয়পানি প্রসিদ্ধ জাল্হন বন্দ্যের পুত্র ও গৌড়াধিপ বল্লালসেনের ধর্ম্মাধিকারী; সুপ্রসিদ্ধ হলায়ুধের পূর্ব্বে তিনি গৌড়ের ধর্ম্মাধিকরণে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বল্লালসেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় ১১৪০-১১৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার কুলবিধি প্রবর্ত্তিত হয়† তৎপূর্ব্বে বিভিন্ন শ্রেণীর বা কোন শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ মধ্যে কন্যাপ্রদান কুলীন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না ‡।

কাদারপ্রশস্তি হইতে জানা যাইতেছে, যে, ১০৫৯ শক (বা ১১৩৭ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বে গঙ্গাধরের সহিত জয়পানির কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। ¶

ক্রমে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ সমগ্র ভারতে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসমিশ্র রচিত 'মগব্যক্তি' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শাকদ্বীপী বিপ্রগণ বিভিন্ন স্থানে বাসনিবন্ধন ২৪ আর বা পুর, ১২ আদিত্য, ১২ মণ্ডল এবং ৭ অর্ক এই ৫৫ টী থাকে বা গাঞিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন।

মগব্যক্তি গ্রন্থে উক্ত শাখা সমুদয়ের উৎপত্তি ও পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় :—

* তিনি মগধাধিপ চন্দ্রমানের নামানুসারে 'চন্দ্রমানতন্ত্র' নামে একখানি জ্যোতির্গ্রন্থে রচনা করেন।

† রাজন্যকাণ্ডে সেনবংশবিবরণ দ্রষ্টব্য।

‡ ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ৩০৬পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

¶ এখানে একটী আপত্তি উঠিতে পারে যে জাহ্লন বন্দ্যের পুত্র জয়পাণি ও গঙ্গাধরের শ্বশুর উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি, কারণ রাজা বল্লালসেনের সভায় যে সময় জাহ্লন বন্দ্য সম্মানিত হইয়াছিলেন, সে সময়ে কি জয়পাণির কন্যাজন্ম সম্ভবপর? এদিকে আবার দেখা যায় যে, দনোজামাধব জয়পাণির সম্মান করিয়াছিলেন। এতদ্দারাও গঙ্গাধরের শ্বশুর জয়পাণিকে জাহ্লন বন্দ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। ধ্রুবানন্দের মিশ্রগ্রন্থে লিখিত আছে,—

" জয়পাণিঃ স্মৃতস্তস্ত পূর্ব্বং রাজ্ঞা প্রপূজিতঃ।"

এই শ্লোক-দৃষ্টে আবার কেহ কেহ মনে করেন যে মহারাজ দনোজামাধবের সমীকরণে জয়পাণি গৃহীত হইলেও প্রকৃত পক্ষে সে সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, সমীকরণের সময় তাঁহার পুত্র উপস্থিত থাকিলেও সমী বলিয়া পুত্রের পরিবর্ত্তে তাঁহার নাম গৃহীত হয়। দনোজামাধবের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের নিকট জয়পাণি পূজিত হইয়াছিলেন, ধ্রুবানন্দ সেই অভিপ্রায়েই উক্ত শ্লোকে 'পূর্ব্বং' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যাহা হউক উভয় ব্যক্তি অভিন্ন কিনা ও এক সময়ের লোক কিনা তৎপক্ষে সন্দেহ থাকিতেছে। তবে সে সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে তৎকালে গৌড়-রাজসভায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রভাবই সূচিত হইবে। এরূপ স্থলে গৌড়রাজের সভাস্থ জয়পাণি শাকদ্বীপী ভিন্ন রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র অথবা বৈদিক এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়।

"কৃষ্ণতনয়* শাম্ব পিতার অভিশাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার রোগশান্তির জন্য কৃষ্ণের আদেশানুসারে বিনতানন্দন গরুড় শাকদ্বীপী হইতে মগ-ব্রাহ্মণদিগকে এই স্থানে আনয়ন করেন। জগৎপতি কৃষ্ণ এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মগ ইঁহারা উভয়েই গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন। মগ-ব্রাহ্মণগণের উরু, খনেটু, চেরি, মথপ, কুরারি, দেবকুলী, তলুনী, ডুমরী, পড়রী, অদয়ী, পবেরী, ওগুরী, পূতি, এশিবৌরী, ছত্র, বার, অযোধ্যা, গুণি, জম্বু, সিকোরী, মদরৌড়ী, ও হরদোলী নামে চতুর্ব্বিংশতিটী আর অর্থাৎ বাসস্থান আছে। এতদ্ভিন্ন ইঁহাদিগের মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, দ্বাদশ মণ্ডল ও সপ্ত অর্ক এই কয়েকটী বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বিভাগ কয়েকটীর পরিচয় যথাক্রমে পরে পরে উল্লিখিত হইবে। "উরু শব্দে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং সেই পুরে বাস করায় তথাকার মগগণ, শ্রেষ্ঠ ও উরুবার[১] বলিয়া বিখ্যাত। এই উরুপুরবাসী মগগণ বিপ্রব্রহ্মণ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, সাঙ্খ্য ও বেদান্ত-দর্শনে ইহাদিগের অসামান্য অভিজ্ঞতা দেখিয়া গৌড়, উৎকল ও দাক্ষিণাত্যের সমস্ত পণ্ডিতই পরমসন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাকুলে ধাব নামক পাঁচ জন মহাকবি জন্ম গ্রহণ করেন। খনেটু অর্থাৎ যেখান হইতে গিরি খনন হয়, সুতরাং সেই পুরে বাস করায় তথাকার মগেরা খণ্টবার[২] নামে পরিচিত। এই খণ্টবার মগগণ চতুর্বেদ-পারদর্শী। ইহাঁরা সর্ব্বদাই মুখাগ্রে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন

* "কৃষ্ণশাপসমুদ্ভূতশাম্বকুষ্ঠাপনুত্তয়ে। কৃষ্ণাজ্ঞয়া মগাং স্তার্ক্ষ্যঃ শাকাদ্বীপাদিহানয়ৎ ॥৪
দ্বাবেব চ সমারূঢ়ৌ তার্ক্ষ্যপৃষ্ঠং সুদুর্গমম্। কৃষ্ণো বা জগতাং নাথো মগো বা ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥৫
চতুর্বিংশতিসংখ্যাকা জয়ন্ত্যারা মগৈঃ সহ। প্রখ্যাতা দ্বাদশাদিত্যা মণ্ডলা দ্বাদশোত্তমাঃ ॥৬
সপ্তার্কা বহুশো যেঽন্তে করান্তে স্বর্গমোক্ষদাঃ। যথাশ্রুতং যথাবুদ্ধি বক্ষ্যন্তেঽত্র যথাক্রমম্ ॥৭
উরুঃ খনেটুঃ চেরিশ্চ মথপা চ কুরারি চ। দেবকুলী তলুনী চ ডুমরী পড়রী তথা ॥৮
অদয়ী চ পবেরী চ ওগুরী পূত্যতঃপরা। এশিবৌরী সরইচ্ছত্র বারাঽযোধ্যোণি জম্বু চ ॥৯
সিকোরী মদরৌড়ী চ হরদোলীতি নামতঃ। আয়াঃ সংসারসারাস্তে চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ ॥১০
উরুত্বাদুরুবারাস্তে তন্নামপুরযোগতঃ। উরুবার ইতি খ্যাতো মগমণ্ডলমণ্ডনঃ ॥১১

ন্যায়োক্তৈস্তৈরভুক্তা বিবদনবিধিভিঃ সাধুবৈশেষিকোক্তৈঃ।
গৌড়ীয়াশ্চোৎকলা যে বিবুধকবিগণাস্তেঽপি মীমাংসয়োক্তৈঃ ॥
সাংখ্যোক্তৈর্দাক্ষিণাত্যা শিবসদসি পুরে দিব্যবেদান্তসূক্তৈঃ।
ন্যস্তাযং যৈঃ প্রণীতা উরুপুরজ-মগাস্তার্কিকাস্তে জয়ন্তি ॥১২

বক্তৃাণাব হরস্য বোধনিলয়ে লোকোপকারক্ষমা ভূতানীব বশীকৃতৌ রসজুষাং কান্তব্যয়ায়া ইব।
কাব্যৈস্তৈব কবের্জয়ায় ধরয়া সম্প্রার্থিতে চ ধ্রুবং ধাবাঃ পঞ্চ মহাকুলেঽত্র কবয়ঃ স্পষ্টা বিশিষ্টা গুণৈঃ ॥১৩
খনন্ যাতি গিরিং চাস্মাৎ খনেটুবার ইতি স্মৃতঃ। তন্নাম পুরযোগেন খণ্টবারোঽভিধীয়তে ॥১৪

১। বর্ত্তমান নাম উরুলি, পুণাজেলার মধ্যে পুণা সহর হইতে ২০ মাইল পূর্ব্বে। অক্ষা০ ১৮°৩০´ উ; দ্রাঘি০ ৭৩°৬´ পূঃ।

২। খণ্টবার বা খনেটুবার—বর্ত্তমান স্থানের নাম খনেটু বা কনেট, হিমালয়স্থ চম্বা রাজ্যের মধ্যে।

এবং নানাদেশীয় ভূপতিগণ ইঁহাদিগেরই পাদকমলে প্রণত ছিলেন। চেরি নামে যে আয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেটীও একটী মহা আর। চেরি৩ নামক পুরে বসতি করায় এখানকার মগগণ চেরিআর বলিয়া খ্যাত। এই চেরিআর বংশের প্রতিষ্ঠাতা চেরিআর নামেই পরিচিত ছিলেন।

ইঁহার বংশধরগণ বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য, তেজস্বিতা ও গুণসমূহে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। মখবিঘাতক হইতে মখ রক্ষা করায় মখপ৪ হইয়াছে। এজন্য তন্নামীয় পুরে বাস করায় এখানকার মগগণ মখপার বলিয়া বিখ্যাত। এই মখপার মগগণ অসামান্য শক্তিশালী, অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। অতঃপর কুরাই৫, এই কুরায়িআর মগগণ কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা সকলেই বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া অধ্যাপনাকার্য্যে নিরত থাকিতেন। দেবকুলী৬ মগগণের মধ্যে সকলেরই বেদ ও অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র

বেদান্ বক্তৈ,শ্চতুর্ভিঃ স্বসদসি চতুরোঽসার্থকানেব বক্তা
ব্রহ্মা যেভ্যোঽভ্যসূয়াং বাধিততদিতরে পণ্ডিতা কে বরাকাঃ।
একাস্যেন স্ফুটার্থং বিবিধনৃপপুরঃ সাঙ্গবেদান্ পঠদ্‌ভ্যো-
রেজুর্ভূপাল-চূড়ামণিনতচরণাঃ খণ্টবারা মগাস্তে ॥১৫

চেরির্নাম্না মহানারস্তন্নামপুরযোগতঃ। চেরিআর ইতি শ্রীমান্নিজবংশাজভাস্করঃ ॥১৬
দেবান্ স্বষ্টবতা বশিষ্ঠমহসা ভূমাজভূষাদরাদ্ যে স্বষ্টাঃ পরমেষ্ঠিনাঽবনিসুরাঃ সচ্চেরিআরান্বয়ে।
তে ত্রৈলোক্যমভূষয়ন্নিজগুণৈস্তেজোভিরাপূরিতা জ্ঞাতং তেন স্বভাবতো জগদিয়ং স্বষ্টির্নমে যন্ততঃ ॥১৭
স্বধিক্ক্যানুসারেনারো মখং পাতি মখদ্বিষঃ। মখপাস্তৎপুরপ্রাপ্তো মখপারোঽভিধীয়তে ॥১৮

শক্ত্যা শক্তিধরোপমাঃ প্রবচসা বাচস্পতিস্পর্দ্ধিনো
জেতারো বিবুধান্ স্বরানিব গুণৈঃ পারে পরার্দ্ধং গতৈঃ।
শালা কাব্যকৃতো ভবন্তি কিমুতো যে জ্ঞা বয়োজ্যাধিকাঃ
সত্তর্কার্ণবসংপ্লবব্যবসিনস্তে মখপবারা মগাঃ ॥১৯
ধূঃ শ্রীকামেন্দুদেবস্বাৎ কুরারি চ ইতি স্মৃতঃ।
তদ্বান্ ব্যরোচি বারোঽসৌ গোত্রতঃ কিল কৌশিকঃ॥২০
যেষাং বিদ্যা বিবাদেঽম্বুধিরিব বিষমা খণ্ডনোদ্দণ্ডহস্তীনাং
গম্ভীরাধ্যাপনেষু শ্রুতিশরণিসমাখ্যাতিরত্নাকরাঢ্যাঃ।
স্বচ্ছৈঃ সৎপাত্রবিজ্ঞৈরপি পরিকলনে শশ্বদপ্রাপ্তপারা
বিদ্যাবত্যা বিতণ্ডা ভ্রমিষু মগবরাঃ সংবভুঃ কৌশিকাস্তে ॥২১

৩। বর্ত্তমান নাম চেত্রি বা চারি। পঞ্জাবের কাঙ্গড়া জেলার অন্তর্গত।
৪। বর্ত্তমান মখী, অযোধ্যা-প্রদেশের অন্তর্গত।
৫। বর্ত্তমান নাম কুরাই, যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত, বালোত্রা হইতে যোধপুর নগরে যাইবার পথে অবস্থিত।
৬। দেবকুলী—বর্ত্তমান নাম দেওকলি, মজঃফরপুর জেলায় অবস্থিত।

অধ্যয়ন করিয়া প্রকৃষ্টজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের শাস্ত্রীয় তর্কপ্রভাবে পাষণ্ড দল নিরস্ত হইয়াছিল, এবং ইঁহারা নিজ বুদ্ধি রূপ অপূর্ব্ব পোতসাহায্যে বিদ্যারূপ অপার জলধি অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ভলুনীআর[৭] মগ-ব্রাহ্মণগণ বিদ্যারণ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠানে অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং বেদচতুষ্টয় ও সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষ রূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ডুমরী একটী শ্রেষ্ঠ পুরী বলিয়া গণ্য[৮]। এই পুরে যাঁহাদিগের বাস, তাঁহারা এবং তদীয় বংশধরেরা ডুমরীআর মগ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। ইহারা সাধুসম্প্রদায়ের নিকট সম্মানিত ছিলেন, বীরগণ রণাঙ্গনে বিজয়লক্ষ্মী লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ইহাদিগকেই নমস্কার করিতেন। ইহাঁদিগের নির্ম্মল অন্তঃকরণে নিরন্তর চৈতন্যরূপী পরব্রহ্ম অধিষ্ঠান করিতেন এবং ইঁহারা শাস্ত্রসম্মত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিয়া সকলেই পরমমঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। পড়রী[৯] একটী শ্রেষ্ঠ পুরী। এই পুরে যাঁহারা বসবাস করিতেন, তাঁহারা এবং তদীয় বংশধরেরা পড়রী-আর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পড়রীআর মগগণ সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইহাঁরা প্রত্যহ রাত্রির শেষভাগে যথাবিধি গাত্রোত্থান করিয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিতেন। প্রতিদিন প্রত্যূষে স্নান করিয়া সন্ধ্যার উপাসনায় নিবিষ্ট থকিতেন এবং মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নেও বিধিমত নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। বাস্তবিকই এই

শাস্ত্রৌঘা মকরাদয়ঃ শ্রুতিজলাস্তত্তৎকবিস্তোর্ম্ময়ো
বাদাবর্ত্তনয়াঃ প্রবোধমণয়ঃ পাষণ্ডদৈত্যোদ্ধতাঃ।
তীর্ণা যৈর্নিজবুদ্ধিপোতমতুলং সংস্কৃত্য বিদ্যার্ণবা-
স্তেঽমী দেবকুমারবংশকমলপ্রোদ্ভাসিসূর্য্যা মগাঃ ॥২২
যেষাং যজ্ঞৈঃ সুতৃপ্তো হুতহবিরশিতুর্নাশকজ্জাতবেদাঃ
তৈঃ স্বৈঃ সৌম্যস্বভাবৈর্বিনিয়মবিধিনেবোদগৃহীতোগ্রতেজাঃ।
বেদার্দ্ধোন্নতহবিজ্ঞাঃ স্ফুটমখিলমখে বেদবেদিপ্রগল্ভাঃ
শাস্ত্রারণ্যোগ্রসিংহাঃ পুরবরভলুনীসিন্ধুচন্দ্রা মগাস্তে ॥২৩
যে সদ্ভিঃ পূর্ব্বগণ্যা যুধি বিজয়কৃতে যান্ নমন্তি স্ম বীরাঃ
যে চক্রুঃ কার্য্যমুচ্চৈর্মুনিভিরুপকৃতৈর্যেভ্য আশীঃ কৃতার্থৈঃ।
যেভ্যোঽচ্ছেদ্যেভ্যো যথাসীন্নবরসজননং ব্রহ্ম যেষাং মনঃ স্বং
যেষাচারাস্থিরোঽভূৎ পুরবর-ডুমরীসম্ভবাঃ সন্মগাস্তে ॥২৪
যস্তামাম্নায়পাঠৈর্মগমনিতনয়াঃ পশ্চিমং রাত্রিযামং
প্রত্যূষং স্নানসন্ধ্যাবিধিরবিকিরণৈস্তু ধরন্তশ্চ রেজুঃ।
মধ্যাহ্নন্নিত্যকর্ম্ম দ্বিগুণিতমহসা সায়মুক্তানন্তঃ
সন্ধ্যোপাস্যামনীষৈঃ পুরবরপড়রী শোভতে সা প্রশস্তা ॥২৫

৭। বর্ত্তমান নাম ভেলুনি, গোরাই প্রদেশের মধ্যে।　　৮। বর্ত্তমান নাম ডুমরাওন্।
৯। বর্ত্তমান নাম পড়রাওন, অযোধ্যা-প্রদেশের মধ্যে।

মগব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও আচারপূত ছিলেন। ইহাঁদিগের ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকেই এই পডরীপুরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। অদরীআর[১০] মগগণ সৎকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহাঁরা দেববিদ্যায় প্রবীণ ও সমুদায় সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া আপামর জনসাধারণের নিকট পূজিত ছিলেন। অমরগণ ইহাঁদিগের নিকট আপন আপন যজ্ঞ ভাগ প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া ছিলেন। পডরীআর মগগণ প্রতিনিয়ত যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। ইহাঁরা শাস্ত্রে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, সঙ্গীতবিদ্যায়ও সেইরূপ বা তদপেক্ষা সমধিক পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের সঙ্গীতসম্বলিত আরাধনায় হরিআদিদেবগণ ইহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ওগুরীআর[১১] মগগণও অপ্রসিদ্ধ নহেন। ইহাদিগের মধ্যে সাত জন বিখ্যাত বৈদ্য ছিলেন। এই বৈদ্যগণের চিকিৎসা-বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ছিল। ইহাঁরা সমুচিত ঔষধ ও পথ্যপ্রয়োগে অতি শীঘ্রই ব্যাধিগ্রস্ত নরগণের সমস্ত ব্যাধি সমূলে বিনাশ করিতেন। পুতিআর মগগণ বেদবিদ্যায় প্রবীণ, গুণিগণের আশ্রয়, সৎপক্ষের অনুবর্ত্তী ও কু-মত-খণ্ডনে পারদর্শী ছিলেন। ইহাঁদিগের অধিষ্ঠান হেতু এই পুতিপুরী নিরতিশয় শোভিত হইয়া অলঙ্কারনিকরালঙ্কৃতা অভিমানিনী রমণীয়া রমণীর ন্যায় বিরাজমান ছিল। ঐআর (এসিআর) মগ-ব্রাহ্মণগণ অন্তর্জগতে যত দূর উন্নত হইয়াছিলেন, বহির্জগতে তদপেক্ষা সমধিক উন্নত পদে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাঁরা যদিও অন্তঃকরণে

যে বেদার্থপ্রবীণাঃ প্রণমতি জনতা যান্ বিশিষ্টান্ গুণৌঘৈ-
র্বৈদৃ ষ্টাস্তস্ত্রিলোকী হরিরিব প্রণিধৌ যেভ্য ইন্দ্রোঽদিতার্থান্।
যেভ্যোঽংশান্ প্রাপ্য যজ্ঞে বভুরমরগণাঃ শর্ম্ম যেষামিবেশং
সৌজন্যং যেষপূর্ব্বং প্রবিলসদদরীসৎকুলাঃ সন্মগাস্তে ॥২৬
যেষামেষা যভেরী পরিসরবিলসদ্‌যজ্ঞযপস্বরূপা
ধূমৈরাধূতপাপা মগহুতহবিষাং গন্ধিভির্মন্ত্রপূতৈঃ।
গানৈঃ সঙ্গীতসারৈঃ প্রতিহতবিলসৎসর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজৈ-
গীর্ব্বাণৈকপ্রবীণৈর্হরিহরবিধয়স্তোষিতাঃ সন্মগাস্তে ॥২৭
বৈদ্যাঃ সপ্ত প্রসিদ্ধাঃ প্রতিবিধিনিয়তৈঃ পথ্যভৈষজ্যযোগৈ-
র্ঘ্নন্তি ব্যাধীন্ নরাণাং শিবকথিতরসৈর্যোগিনস্তেওগুরীজাঃ
তাস্তু। তস্বস্তুকং প্রাগ্‌দহন ইব তৃণং নির্দহেয়ুর্মগাস্তে
দূরং যাতেঽতিরোগান্ বদতি বহুদরোরাজরোগোপরোগান্ ॥২৮
যে বিদ্যাবাদদক্ষা গুণিগুণশকুনিগ্রামবিশ্রামবৃক্ষাঃ
সৎপক্ষস্থাপনেক্ষা ক্ষণমপি কুধিয়া স্থাতুমেবাঽনপেক্ষাঃ।

১০। এখন 'অদ্দই' নামে খ্যাত, কচ্ছ-রাজ্যের মধ্যে। অক্ষা° ২৩°২৩´, দ্রাঘি ৭৩°২৯´।

১১। ওগুরী বা ওমনিয়ার—অযোধ্যা-প্রদেশের অন্তর্গত, বর্ত্তমান নাম ওমুনি। এই সহর পিলিভিৎ হইতে ৬০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৪০´, দ্রাঘি° ৮০° ৫১´।

ভববন্ধন বিমোচন শ্রীহরির চরণকমল দুইটী ভাবনা করিতেন, বেদ-দর্শিত পথে চলিতেন এবং ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন; তথাপি ইহাঁদিগের বাহ্য ব্যাপারেই বেশী আসক্তি ছিল। ইহাঁরা অধিক সময় তাহাতেই অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। ইহাঁদিগের অসংখ্য শিষ্য ছিল। ইহাঁরা এক এক জন ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও অপর ঐশ্বর্য্য-কামনা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সকলেই অলৌকিক ভাগ্যশালী পুরুষ ছিলেন, এবং সকলেই রাজসভায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। শিবৌরিআর মগ-ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। ইহাঁদিগের কীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহাঁরা বেদান্ত-দর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রাণিপুঞ্জের অজ্ঞানান্ধকার অপনয়ন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই সকল নীতিকুশল ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের অবস্থানে তৎকালে এই ধরারাজ্য স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল এবং তদবধি ক্ষত্রিয়কুলজাত ভূপতিগণও সর্ব্বগুণে গুণবান্ হইয়া স্বীয় স্বীয় পৈতৃক সিংহাসনে উপবেশন করিতে ছিলেন। দুষ্কৃতকর্ম্মা হীনগুণ সিংহাসনের অধিকারী ছিল না।

সরৈআর১২ মগগণ সকলেই পণ্ডিতাগ্রণী ছিলেন। ইহাঁরা শাস্ত্রীয় সংশয়ের নিরাশ-করণে সমর্থ ও বাদিগণের বাক্যখণ্ডনে মনীষিবর শ্রীহর্ষের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের বিদ্যাবত্তা অলৌকিক ছিল এবং ইহাঁরা প্রত্যেকেই যেন একটী বসুর ন্যায় বিরাজ করিতেন। ছত্রবার১৩ মগগণ কেবল যে শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তাহা নহে; ইহাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন

যেষামেষা সুবেশা নিখিলপুরগণৈর্গর্ব্বিতস্ত্রীব পূতী স্বগ্রামেদাদিলেখ্যাঃ কুশলকবিবুধৈঃ পূতিআরা মগাস্তে ॥২৯

যেঽন্তশ্চিত্তৎদ্ দধানা হরিপদকমলদ্বন্দ্বমানন্দকন্দং
বাহ্যব্যাপারশক্তাঃ শ্রুতিনিয়তপথৈরিন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রকল্পাঃ।
শিষ্যোর্দ্দৈবৈরিবেন্দ্রো নিখিলগুণগণৈশ্বর্য্যমিচ্ছন্তিরন্যৈ-
রৈআরাঃ সেব্যমানা নৃপসদসি মগা ভাগ্যবন্তো জয়ন্তি ॥৩০
খ্যাতা দিক্ষু শিবৌরিআর-কুলজা বেদান্তনীর্থাটবী-
সিংহা ব্রাহ্মণভাস্করা ভবতমোনাশোন্নমদ্ধার্করাঃ।
কর্ত্তুং স্বর্গসমাং ধরামপি সুরাঃ সৃষ্টাঃ কিমু ব্রাহ্মণা
ভূম্যাং ভূরিগুণাস্ততঃ প্রভৃতি কিং সর্ব্বে দ্বিজা ভূভুজঃ ॥৩১
শ্রুতে সিদ্ধান্তচন্দ্রান্ দিবি যমধবতঃ সংশয়াব্দে প্রদোষে
বাদে শ্রীহর্ষধীমান্ পরমতবচসাং খণ্ডনাম্বুষ্ঠটানাম্।
উক্তির্মুক্তাথাঽহক্তিরিব সতি সময়ে কাপি বেলাম্বুরাশে-
র্যেষাং বিদ্যা বিচিত্রা বসব ইব মগাস্তে সরৈআর সংজ্ঞাঃ ॥৩২
সম্যক্‌পঞ্চাগ্নিতপ্তা বহিরুপরিশিলাক্রান্তবর্ষাতপার্ত্তাঃ
প্রালেয়প্লাবিতে মাস্ততিমরুতিনিশি শ্রদ্ধয়াকণ্ঠমগ্নাঃ।
ইত্যেবং দেহতপস্তংস্থিসময়মনিশং বিষ্ণুমন্তঃ স্মরন্তঃ
শাস্ত্রান্তে বিজ্ঞবিজ্ঞা মুনয় ইব মগাশ্ছত্রবারা বিরেজুঃ ॥৩৩

১২। বর্ত্তমান নাম সরাই। অক্ষা০ ১৪° ১০′, দ্রাঘি০ ৭৯° ২০′।
১৩। বর্ত্তমান নাম ছত্তপুর। এই নগর মধ্যপ্রদেশের মধ্য।

করিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বস্তু লাভ করিবার নিমিত্ত কঠোরতম তপস্যারই অনুষ্ঠান করিতেন। ইঁহারা প্রখরতর নিদাঘ-সময়ে পঞ্চাগ্নির উপাসনা করিতেন, বর্ষাগমে প্রবল বারিধারাসহ করকাপাতে অবিচল হইয়া ও শীতাগমে সহিম-সমীর-সঞ্চারেও নিশাভাগে আকণ্ঠ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া কঠোর হইতে কঠোরতর তপস্যায় নিরত থাকিতেন, ইহাদিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই সেই ভববন্ধনমোচন মধুসূদন বিরাজ করিতেন। বাস্তবিক এই ছত্রবার মগগণের সহিত কোন অংশেই অন্যান্য মগগণের তুলনা হইতে পারে না। ইঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা সমুচিত শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং একমাত্র শমগুণ অবলম্বন করিয়া বীতরাগ মুনির ন্যায় বিরাজ করিতেন। বরবার বংশ একটী শ্রেষ্ঠ বংশ। এই বংশে যে সকল মগ উৎপন্ন, তাঁহারাই বারআর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মগগণ অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদিগের হৃদয়-কমলে বাগ্দেবীর বাসস্থান ছিল। ইঁহারা স্বীয় বিদ্যাবত্তা-গুণে ত্রিকালদর্শী হইয়াছিলেন। অযোধ্যার১৪ মগগণও সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহারা সাধুসমাজে সমাদৃত হইতেন। ইহাঁদিগের সদ্গুণশালিতায় আকৃষ্ট হইয়া সকলেই ইহাঁদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ইঁহারা শিষ্যদিগকে বিদ্যা বিতরণ করিতেন এবং সাধুজনের নিকট বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংস্বভাব, সদ্গুণ, সদ্বিদ্যা ও পরোপকারিতা-দর্শনে অনেকেই ইহাঁদিগকে ধ্রুবাদি বসুগণের সহিত তুলনা করিতেন। এই অযোধ্যার মগগণের মধ্যে মধুসূদন মিশ্র নামে একজন বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণভক্ত জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বৃহস্পতির ন্যায় নিখিল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। ইঁহার আচার-ব্যবহার মুনিজনোচিত ছিল। ইনি নিষ্কাম-ধর্ম্মের উপাসক ও একজন বিখ্যাত যোগীপুরুষ ছিলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম জনার্দ্দনমিশ্র ইনি স্বীয় বিদ্যা, তপোনুষ্ঠান ও সদাচার-বলে দ্বিজশ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন। যে সকল মগ-ব্রাহ্মণেরা

রেজুস্তেঽতিথিবর্ত্তকোদ্গ্রহলসদ্বারব্রতস্নেহবান্
নক্ষত্রৌঘশিবঃ সুপাত্রকরণো যোগপ্রকাশো বলঃ।
বাগ্দেবাধিকৃতে হৃদম্বুজগৃহে যতে ত্রিকালজ্ঞতাং
সদ্বারং বরবারবংশজন্মুষাং জ্যোতিঃপ্রদীপোঽদ্ভুতঃ ॥৩৪
যে গম্ভীরাস্তঃ সমুদ্রা ইব গুণমণিভির্দ্যোতিতাস্তর্গরিষ্ঠাঃ
সন্নিষ্ঠাভির্বরিষ্ঠা ইব সদসি সতাং মানিনাং চৈকনিষ্ঠাঃ।
বিদ্যাদানৈর্বরিষ্ঠা বসব ইব মুহুঃসাধুদত্তপ্রতিষ্ঠা-
স্তেঽযোধ্যায়াঃ সুশীলাঃ পরহিতমতয়স্তে মগা রেজুরুচ্চৈঃ ॥৩৫
আচারৈর্মুনিরেব দেবগুরুবদ্বেদাদিবিদ্যাগুরু-
র্যোগৈর্যোগমদুদ্বহন্ নিজকৃতান্নিষ্কামকামোচ্চয়ান্।

১৪। অযোধ্যানগরী।

ওণিপুরে[১৫] জন্মলাভ করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ওণিআর নামে খ্যাত। এই ওণিআর মগেরা নিজের অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য ও অভূতপূর্ব্ব তেজস্বিতায় সর্ব্বদাই শোভমান ছিলেন। ইঁহারা সাধুগণের প্রার্থনা-পূরণে মুক্তহস্ত ছিলেন এবং সমুদায় সদাচার, সৎকীর্ত্তি ও সৎস্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া শিষ্ট জনের তুষ্টিবিধানে সমর্থ হইয়াছিলেন। জম্বুপুরবাসী[১৬] মগগণ জম্বুআর বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারা সাধুসমাজ, নৃপতিসমাজ ও অন্যান্য ভদ্রজন সমাজে বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের সৌজন্য ও বদান্যতা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ ছিল। এই গণ্য মান্য মগগণ পুণ্য-প্রভাবে অসামান্য প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়া সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

যাঁহারা সিকৌরিআর বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রসিদ্ধ ও প্রধান বলিয়া পরিচিত। এই সিকৌরিআর মগ ব্রাহ্মণেরা সমুদায় সদ্‌গুণ ও সৎস্বভাবে বিভূষিত ছিলেন। লোক সকল ইহাঁদিগের বশীভূত হইয়াছিল। ইহাঁরা যাবতীয় সুখ দুঃখাদিতে বীতরাগ হইয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্ব্বক প্রতিদিন ভগবান্ হরিরই উপাসনাকার্য্যে নিরত থাকিতেন। দীন দরিদ্রগণকে অনুগ্রহ করা ইহাঁদিগের জীবনের একটী প্রধান কার্য্য ছিল। বস্তুতঃ ধন,

সোঽযোধ্যারকুলাম্বুধৌ বিধুরিব শ্রীহর্ষসূনুঃ সুধী-
মিশ্রশ্রীমধুসূদনঃ সমজনি শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রিয়ঃ ॥৩৬
শ্রীমান্ বিষ্ণুপদাশ্রিতেঽমৃতময়ৈঃ পূর্ণঃ কলা সংশয়ৈঃ
শশ্বচ্ছ্লোকযশঃপ্রসাদসুভগো দেবাধিদেবপ্রিয়ঃ।
সংপ্রাপ্তো দ্বিজমুখ্যতাং নিজতপোবিদ্যাসদাচারতো
রাজত্যত্র জনার্দ্দনোঽস্য তনয়শ্চন্দ্রঃ পয়োধেরিব ॥৩৭
যে রুদ্রা ইব বোধতো দিনকরা প্রোদ্যৎপ্রকাশা যথা
ভূতানি ক্ষময়েব দেববসবঃ পাণ্ডিত্যধর্ম্মাদিব।
জাতা ওণিপুরে মগাঃ সুচরিতৈ খ্যাতাঃ সতামিষ্টদাঃ
শিষ্টৈস্তে ভুবি কেন কেন মহসা দৃষ্টাঃ সমুদ্ভাবিতাঃ ॥৩৮
গণ্যাঃ সাধুজনেন রাজনিবহৈর্মান্যা বদান্যাঃ পরং
সৌজন্যামৃতপূর্ণপুণ্যহৃদয়া ধন্যা ধরণ্যামিহ।
জাতা জম্বুপুরে সুরর্ষয় ইবামর্ত্যাতিরিক্তা মগা
হুত্বানেকহবীংষি বর্হিষি হরেঃ প্রীত্যৈ তপশ্চক্রিরে ॥৩৯
শীলৈঃ সর্ব্বগুণাকরৈর্নিজবশং লোকত্রয়ন্তোঽনিশং
নির্দ্বন্দ্বাঃ প্রযতেন্দ্রিয়ৈঃ প্রতিদিনং ভক্ত্যা ভজন্তো হরিম্।
দীনানুগ্রহতৎপরাঃ সুধনিনো বিদ্যানবদ্যা বভুঃ
সদ্ভাবেন সিকৌরিআরকুলজাঃ খ্যাতাঃ প্রবীণাঃ মগাঃ ॥৪০

১৫। এখনও উনিআর নামে খ্যাত। জয়পুর রাজ্যের মধ্যে। অক্ষা০ ২৫° ২৫´ দ্রাঘি ৮৩° ৩৭´।

১৬। কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত জম্বু।

জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সহায়, সম্পত্তি সর্ব্বাংশেই ইহাঁরা জনসমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ভডৌলীআর[১৭] মগ ব্রাহ্মণেরা সুপণ্ডিত ও সম্পন্ন ছিলেন। ইঁহারা যে গ্রামে বাস করিতেন সেই স্থান প্রচুর ধন রত্ন ও প্রভূত শস্যে পূর্ণ ছিল। ইহাঁরা প্রত্যেকেই বহুসংখ্যক তুঙ্গকায় মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, কিঙ্কর ও পয়স্বিনী গাভীর অধিপতি ছিলেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিদ্যাবত্তায় উচ্চ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। হরদোলিআর[১৮] বংশধর মগ ব্রাহ্মণেরাও কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ পদের অনধিকারী ছিলেন না। ইহাঁদিগের খ্যাতি প্রতিপত্তি সর্ব্বত্রই বিস্তৃতি পাইয়াছিল। ইহাঁরা বহুশত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞফলে তৎকালে মুনিগণের অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়াছিল, দিক্ সকল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল, ভূমি শস্যশালিনী হইয়াছিল এবং দ্রুম সকল বহুতর ফলভরে অবনত ও গাভী সকল বহু ক্ষীরপ্রদ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন যিনি রাজা ছিলেন, তিনিও নীতিমার্গের অনুধাবন করিতে-ছিলেন, ব্রাহ্মণ সকল অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন এবং প্রজা সকলও দৈন্য দারিদ্র্যাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতেছিল।

মাতঙ্গাস্তুঙ্গশৈলপ্রতিনিধিবপুষো বাজিনো বায়ুবেগা
গ্রামাঃ স্বর্ণান্নপূর্ণাঃ সুরভিগণখুরোক্ষুণ্ণধূলীবিকীর্ণাঃ।
বাসোরত্নৈর্বিচিত্রা সুভটপটুতরাঃ কিংকরোচ্চাবনীশাঃ
প্রাপ্তা যৈস্তে ভডৌলীপুরসদসি মগাঃ পণ্ডিতা রেজুরুচ্চৈঃ।
খ্যাতাস্তে হরদোলিআরকুলজা যেষাং মগানাং মখৈ-
র্জাতাস্তে মুনয়ঃ সদা সুমনসঃ শান্তাঃ সমস্তা দিশঃ।
ভূমিঃ শস্যবতী দ্রুমা বহুফলা গাবো বহুক্ষীরদা
রাজা নীতিপরো দ্বিজাগতভয়া লোকা ন শোকাতুরাঃ ॥৪২

ইতি শ্রীমন্মগকুলকমলকলিকা মহাশক শ্রীমৎপণ্ডিতকুলমণ্ডিত কৃষ্ণদাসমিশ্র বিরচিতায়াং মগব্যক্তৌ ১ম তরঙ্গঃ ॥

দ্বাদশাদিত্যদেবাস্তে বারুণার্কো বিনাশকঃ। মুহুরার্নির্দেবডীহো ডুমরৌরো গুণাশকঃ ॥১
কুণ্ডা তথা মলৌওশ্চ গণ্ডার্কঃ সর্পহাঽপি চ। অরিহাসির্দেহলাসির্জয়স্তেতে জয়প্রদাঃ ॥২
যেষামাজ্ঞামভিজ্ঞা মণিমিব শিরসা ধারয়ন্তি ক্ষিতীশাঃ
সর্ব্বজ্ঞানাং পুরস্তাদধিকগুণতয়া সৎকৃতাঃ সাধুসৈজ্ঞৈঃ।
পাণ্ডিত্যা প্রৌঢ়ীগুর্ব্বী নয়বিনয়বিদো বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞা
বিখ্যাতাস্তে পৃথিব্যাং মুনয় ইব বরা বারুণার্কা মগাস্তে ॥৩
ষষ্ঠীপূজানুরক্তা শুদনু বুধবরা বেদবেদাঙ্গনিষ্ঠা
ভানুধ্যানানুরক্তা বিভবতনুবরা ধ্যানযোগাধিগম্যাঃ।
সন্ধ্যাবাঃ সত্যসন্ধা মগবরবিদিতা গোত্রতঃ কাশ্যপাস্তে
দেবাহ্বাখ্যপুরোদ্ভবা দ্বিজবরাস্তে যষ্ঠহায়া মগাঃ ॥৪

১৭। বর্ত্তমান নাম ভডৌরা,—মধ্যভারতের অন্তর্গত।
১৮। বর্ত্তমান হরদোলী নামে সুবিখ্যাত, অযোধ্যা-প্রদেশের অন্তর্গত।

পূর্ব্বে যে দ্বাদশাদিত্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই—যথা, বারুণার্ক, বিনাশব, মুহরাশি, দেবউাহ, ডুমরৌর, গুণাশব, কুণ্ড, মলৌও, গওার, সর্পহ, অরিহাসি ও দেহুলাসি। ভারতাগত মগ ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিংশতি আরের ন্যায় এই দ্বাদশ আদিত্য নামেও পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বারুণার্ক১ মগ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও নীতিবিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহঁাদিগের অলৌকিক গুণগ্রাম ও অপূর্ব্ব বিচক্ষণতা দেখিয়া তদানীন্তন সমস্ত নরপতিই ইহঁাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়াছিলেন এবং এই ব্রাহ্মণেরা মুনিগণোচিত আচার ব্যবহার করায় সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই বারুণার্ক মগ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার ষষ্ঠহায়, পঞ্চহায় ও টক্কুরায় নামে তিনটী শ্রেণী আছে। যাঁহারা ষষ্ঠহায় নামে পরিচিত, তাঁহারা সূর্য্যের উপাসক হইলেও ষষ্ঠীর পূজায় অনুরক্ত, বেদবিদ্যায় পারদর্শী ও সংস্বভাবে বিভূষিত ছিলেন। ইঁহারা দেবাখ্যপুরে উৎপন্ন ও কাশ্যপগোত্রীয় মগ বলিয়া বিখ্যাত। পঞ্চহায় মগগণ বিলক্ষণ ধার্ম্মিক ছিলেন। ইহঁারা প্রতিদিন ভক্তি সহকারে ভগবান্ নারায়ণকে প্রভূত অন্ন পান নিবেদন করিয়া দিতেন। টক্কুরায় মগ দ্বিজগণও পঞ্চহায়দিগেরই অন্তর্গত। তবে ইঁহারা অন্যান্য পঞ্চহায় মগ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত ও উৎকৃষ্ট। এই টক্কুরায় মগগণ বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, শীল ও অপরাপর সমস্ত সদ্‌গুণেই ভূষিত ছিলেন এবং ইঁহাদিগের মধ্যে সকলেই নিজ নিজ কুলের উন্নতিসাধনে যত্নবান্ ছিলেন। যাঁহারা বিনাশক মগ নামে খ্যাত, তাঁহারা ক্রিয়া কর্ম্ম ও বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা উচ্চ পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের যাগ যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবব্রাহ্মণগণ, বিদ্যাবত্তায় পণ্ডিতগণ, সদ্‌গুণে বিজ্ঞগণ, দান শৌণ্ডতায় দীনগণ ও জ্ঞানগরিমায় জ্ঞানিগণ পরিতৃপ্ত হইয়া ইহঁাদিগকে ধন্যবাদ প্রদানে পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন।

ভূরিবাঞ্জনরঞ্জিতোরুসমধান্ নারায়ণায়ার্পিতান্
নিত্যাতি প্রতিবাসরেঽমৃতনদীভক্ত্যোচ্চযাছুচ্চকৈঃ।
নানারত্নবতো দ্রুতং হিমবতো গঙ্গেব যন্মন্দিরং
যাদীপ্তা ভুবি বারুণার্ককুলজাস্তে পঞ্চহায়া মগাঃ ॥৫
যৎ প্রোক্তং পঞ্চহায়প্রথিতমগকুলং শীলবিদ্যাবিশালং
তত্রোৎকৃষ্টাঃ প্রভাবৈর্নিজকরকরহীশানবাস্তোধিচন্দ্রাঃ।
ধুনন্তো ধ্বান্ততাপং হৃদয়রথমিতাঃ টক্কুরায়া মগাস্তে-
রেজুঃ পূর্ণা কলাভির্নিজকুলকমলং ভাসয়ন্তঃ প্রসাদৈঃ ॥৬
ভোজ্যৈঃ সর্ব্বরসৈর্দ্বিজানিব সুরান্ যজ্ঞৈঃ সদাঽতোষয়ন্
বিদ্যাভির্বিবুধান্ নৃপানিব গুণৈর্বিজ্ঞান্ বিশিষ্টান্বয়ান্।
দীনান্ দৈন্যদয়ানলৈর্বিতরণৈ র্ধ্যানৈরিব জ্ঞানিন-
স্তে ধন্যা ভুবি যে বিনাশবভবা রাজন্ত উচ্চৈর্মগাঃ ॥৭

১। বারুণার্ক, এখন দেও বরুনার্ক নামে খ্যাত, শাহাবাদ জেলায় অবস্থিত। [ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থাংশ ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

যে সকল মগদ্বিজগণ বিনাশব-বংশে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সর্ব্বগুণে বিভূষিত হইয়া শ্রেষ্ঠ পদে উপনীত ও ভূপতিগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এই বংশে শ্রীসুধর নামে একজন প্রসিদ্ধ বেদবেত্তা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কৃতবিদ্য হইয়া স্বীয় বংশের অনেক উন্নতি সাধন করেন এবং ইহা দ্বারা একটা বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। মুহুরাশি-বংশধর মগ দ্বিজগণ সর্ব্বগুণে গুণবান্ ছিলেন। ইঁহাদিগের গুণগৌরবে তৎকালে অনেক কৃতবিদ্য উদারহৃদয় ব্যক্তিরাও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভূপতিগণও ইঁহাদিগকে স্বীয় সভায় যথেষ্ট সমাদর করিতেন। এই মুহুরাশি-বংশে দ্বৈত নামে একজন প্রসিদ্ধ তপস্বী পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে নিগৃহীত করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু ও শিব এই উভয় দেবতাই ইঁহার আরাধ্য ছিলেন। ইনি বাল্যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া যৌবনে পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থই পরিভ্রমণ করেন। তীর্থ-সেবনফলে ইঁহার হৃদয়ে যখন শান্তির সঞ্চার হইল, তখনই ইনি সন্ন্যাসরূপ পরম ব্রত অবলম্বন করিয়া কতিপয় দিবস মধ্যেই যোগিগণের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। যথাসময়ে ইনি জলে জলের ন্যায় পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া গেলেন। শিবদ নগরে ইঁহার সমাধি হইয়াছিল। দেবড়ীহ-বংশজাত মগদ্বিজেরাও গুণবান্, বিদ্যাবান্ ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। নীতিশাস্ত্রে ইঁহাদিগের বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। ইঁহারা অতীন্দ্রিয় বিষয়েও জ্ঞানবান্ ছিলেন। নৃপতিগণ স্বীয় স্বীয় উন্নতি-কামনায় ইঁহাদিগকেও যথেষ্ট আদর সম্মান করিতেন। ডুমরৌর বংশধর মগ-দ্বিজগণ সকলেই জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা

জাতা যেঽত্র বিনাশবে মগবরাঃ শশ্বন্নৃসিংহাশ্রিতাঃ
প্রাপ্তানেকগুণৈর্জনাধিপমনো হর্ত্তুং সমর্থা ভুবি।
তদ্বংশে ধ্বজবদ্ বভূব বিদিতঃ শ্রীসুধরো বংশকৃদ্-
বেদজ্ঞ কিল বাজপেয়মখকৃদ্ বিদ্যাবিদামগ্রণীঃ ॥৮
যে জাতা মুহুরাশিশাসনপয়োরাশীন্দব সন্মগা
বাক্‌পীযূষময়াংশবঃ কৃতধিয়াং চেতোহরাঃ স্বৈর্গুণৈঃ।
কুর্ব্বন্তোঽতিকুদা তরঙ্গতরলান্ প্রোচ্চৈঃ প্রপূর্ণান্ রসৈ-
স্তে ভূপালসখিশুদ্ধসদসি প্রাক্তোড়্পূর্ব্বং বভুঃ ॥৯
যৎ পূর্ব্বং মুহুরাশি-বংশতিলকং শ্রীমন্মগানাং কুলং
ব্রহ্মেবাত্র কুলেঽজনাভবমলেঽসৌ দ্বৈতনামাপাভূৎ।
যো যোগীন্দ্রপদেপ্সয়া শ্রুতিধরো জিত্বেন্দ্রিয়াণাং গণং
ধ্যায়ন্ বিষ্ণুপদাম্বুজং শিবপদং চক্রেঽতিতীব্রং তপঃ ॥১০
বাল্যে বিদ্যাঃ সমাপ্য প্রতিদিশমকরোদ্ যৌবনে তীর্থযাত্রাং
স্বান্তে শান্তিং প্রযাতে ব্রতমিহ জগৃহে সাঙ্গসন্ন্যাসমুগ্রম্।
সংপ্রাপ্তো যোগিনাং দ্রাক্ শিবশিবদপুরে মুখ্যতাং পূর্ণবোধাদ-
দ্বৈতাদ্বৈতনাশাৎ পয় ইব পয়সা ব্রহ্মণৈক্যং জগাম ॥১১

বেদান্তদর্শনেও বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদ ও অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞতাহেতু বহুতর ব্যক্তির দুঃখ-মোচনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গুণাশব২ বংশোৎপন্ন মগদ্বিজেরাও শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা বাল্যে সমস্ত সদ্‌বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া পরে যৌবনে তৎপ্রভাবে প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা কাব্যশাস্ত্রেই ইঁহাদিগের অধিক পাণ্ডিত্য ছিল। নরপতিগণ ইঁহাদিগের নিকটেও অবনতি স্বীকার করিতেন এবং অন্তকালে এই মগদ্বিজগণও সকলেই মোক্ষপথের অনুসরণ করিয়াছিলেন। কুণ্ড৩ বংশসম্ভূত মগগণ সকলেই বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে বিভূষিত ছিলেন। ইঁহাদিগের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে নরপতিগণ অতুল বলবাহনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং ইঁহারা কুলধর্ম্মে নিরত থাকিয়া সকলেই সিদ্ধিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মলোড়ি৪-আরকুলজাত মগব্রাহ্মণেরা বেদান্তশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই শাস্ত্রোপদেশে তপঃক্রিয়ায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের তপঃপ্রভাবে নিত্য বৈরভাবাপন্ন দুষ্টহিংস্র জন্তুগণও প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছিল এবং লোক সকলও নিরুদ্বেগে কাল কাটাইয়াছিল। গণ্ড৫ বংশাবতংস মগ দ্বিজেরা বেদবিহিত সমস্ত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। ইহাঁদিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই ধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকাশিত ছিল। ইঁহারা শ্রদ্ধা, ধৃতি, সদ্বিচার, যম, নিয়ম এবং শম গুণ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করায় অবশেষে মোক্ষফল অধিগত হইয়াছিলেন। সর্পহাবংশসম্ভূত মগদ্বিজ সকলেই অতি প্রিয়দর্শন ছিলেন। ইহারা মৃদু মধুরস্বরে সর্ব্বদাই বেদমন্ত্র সকল

যে বিদ্যাবিনয়াকরাঃ ক্ষিতিসুরাঃ সন্তুষ্টুবুর্ধান্ গুণৈঃ
কীর্ত্তির্বৈবিততা কৃতা নৃপতয়ো যেভ্যঃ প্রণেমুঃ শ্রিয়ৈ।
সভ্যা যেভ্য উপাদদুর্নয়চয়ং যেষাং স্থিতির্মেহসে
যেষু জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ং মগবরাস্তে দেবভীহোস্তবাঃ ॥১২
জ্যোতিঃশাস্ত্রসুদীপদীপিতধিয়া সর্ব্বজ্ঞভাবং গতা
বেদান্তোক্তবোধচন্দ্রমহসা বিধ্বস্ততাপত্রয়াঃ।
আয়ুর্বেদ-মহাস্ত্রভগ্নমিখিলক্লেশোচ্চয়াঃ সন্ততং
রেজুস্তে ভুমরোর-বংশজমগা যেষাং যশোহক্ষীম্ যযৌ ॥১৩
বাল্যেহস্তঃ কলিকাইব প্রকটিতা বিদ্যা ধিয়া ধারিতাঃ
কৈশোরে মুকুলাপিতা বিকসিতাঃ সর্ব্বার্থদা যৌবনে
কাব্যোদ্‌গ্রাহফলাঃ কলামৃতরসা মোক্ষপ্রদা বার্দ্ধকে
যেষাং তে সুভগা গুণাশবভবা ভূমীন্দ্রবৃন্দৈর্নতাঃ ॥১৪

২। বর্ত্তমান গোয়ালিয়ারস্থ গুণা নামক স্থান। অক্ষা ২৪°৪০´, দ্রাঘি° ৭৭°২০´।

৩। বর্ত্তমান নাম কুণ্ডার্কি, মোরাদাবাদের অন্তর্গত। মোরাদাবাদ হইতে ১১ মাইল দক্ষিণে

৪। বর্ত্তমান নাম মরোলী, বোম্বাইস্থ একটী প্রসিদ্ধ বন্দর।

৫। বর্ত্তমান নাম গণ্ডাই, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত।

পাঠ করিতেন এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও লিপ্ত থাকিতেন। এই মগগণের মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সভাসমিতিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দেহলাসিজাত মগ-দ্বিজগণ বিদ্যাবুদ্ধিবলে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইঁহাদিগের যশঃপ্রভায় দিগ্‌দিগন্ত সকল সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। ইঁহারা তর্করূপ দিবাকরকরে বাদিগণের বাক্য-রূপ অন্ধকাররাশি বিদূরিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই ধর্ম্মভাবে নিমগ্ন হইয়াছিল। অরিহাসিবংশোৎপন্ন মগ দ্বিজগণ বিদ্যাবত্তাগুণে সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের শাস্ত্রীয় মধুর উপদেশে সমস্ত লোকই আত্মাকে পবিত্র বলিয়া মনে করিয়াছিল। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেহলসিয়া বংশজাত মগ দ্বিজগণ সর্ব্বশাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা নিয়ত ভগবান্ বিষ্ণুর পাদ-পদ্ম ধ্যান করিতেন। নৃপতিগণ প্রীত হইয়া ইঁহাদিগকে প্রভূত অর্থ দান করিতেন। দেশ দেশান্তর হইতে সাধুচরিত্র শিষ্যমণ্ডলী আসিয়া ইঁহাদিগের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিত এবং ইঁহারা সকলেই যশস্বী ও সর্ব্বগুণশালী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মণ্ডল যথা—পটিশ, চণ্ডরৌটি, ডীহী, কথ, কপিথক, তেরহপরাশি, খণ্ডস্প, পালিবাধ, খজুরৈআ, ডোড়ীপাকরি, রিপুরোহ ও বড়িসার। এই দ্বাদশ মণ্ডলের মধ্যে যাঁহারা পটিশা পুরে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। যাবতীয় গদ্যপদ্যাদির রচনায় ইঁহাদিগের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ছিল। ইঁহারা বেদবেদান্তের মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ ও সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়াছিলেন। চণ্ডরৌটি[৬] বংশজাত মগদ্বিজগণ বেদমার্গের অনুবর্ত্তী, তপস্বী, যশস্বী, দানশৌণ্ড ও বেদান্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহারা তপোবলে সমস্ত দেবলোক জয় করিয়াছিলেন। ডীহিস্থানজাত মগগণ সর্ব্ববিদ্যায় দক্ষ,

মাতঙ্গা শৈলতুঙ্গা গলিতমদজলস্নানগণ্ডাঃ প্রচণ্ডা
ধারাধূলিপ্রতানৈরসুমিতগতয়ো দিব্যরঙ্গাস্তরঙ্গাঃ।
যেবামাণীবিশেষান্নরপতিসদনে সংনদন্তীত্রসন্তাঃ
কুণ্ডাবংশা বতংশাঃ শ্রুতিনিগমবিদঃ সিদ্ধিমন্তো মগাস্তে ॥১৫
যেষাং সত্তপসা বিবৃদ্ধমহসা শান্তা সমাস্তে তপো
দেশারণ্যজলেষু জন্তুনিবহা নিত্যং বিরোধং জহুঃ।
রাজন্তোঽপি নিরগ্রয়োঽপি নিয়তং বাধং ন চক্রুর্নাং
তে রাজন্তি মলোড়ীআর-কুলজা বেদান্তপারঙ্গমাঃ ॥১৬
শ্রদ্ধাভূর্বেদবীজো ধৃতিসুমতিজলঃ সদ্বিচরালঃ
শ্রীমান্ স্বাচারমূলো যমনিয়মমহাস্কন্ধবেদাঙ্গশাখঃ।
স্বচ্ছায়ো যজ্ঞপর্ণঃ শমমুখকুসুমো মোক্ষরাজৎফলশ্রী-
র্যেষাং ধর্ম্মদ্রুমোঽসৌ লসতি হৃদি মগাস্তে চ গণ্ডার্কচন্দ্রাঃ ॥১৭

৬। বোম্বাইএর আহ্মদনগর জেলাস্থ 'চণ্ডোর' নামক গ্রাম, অক্ষা° ২০° ২০´; দ্রাঘি° ৭৪°

দানশীল, প্রিয়দর্শন, সর্ব্বজনের পূজ্য, ও অদ্বিতীয় যোগী ছিলেন। ইঁহারা একান্ত বিষ্ণুভক্ত ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং ইঁহাদিগের ভবভয় বিনষ্ট হইয়াছিল। কথগ্রামজাত মগদ্বিজগণ শাস্ত্রজ্ঞ ও বিষয়বিরাগী ছিলেন। নৃপতিগণ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও উৎপীড়িত হইয়া ইঁহাদিগেরই শরণাপন্ন হইতেন। ইঁহারা মন্ত্রপ্রভাবে রাজন্যগণের শত্রুভয় বিদূরিত করিয়া তাঁহাদিগের বিনষ্ট ঐশ্বর্য্য পুনরায় প্রত্যর্পণ করিয়া দিতেন। এই মগগণ সমুদায় সৌন্দর্য্য ও সমস্ত গুণগৌরবে বিভূষিত ছিলেন। কপিখোৎপন্ন মগদ্বিজেরা প্রতিদিন সমস্ত তীর্থের আবাহন করিয়া তাহাতে স্নান ও শাস্ত্রানুসারে দেবগণের পূজা করিতেন। ইঁহারা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বেদার্থ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং কঠোর তপস্যাচরণে সকলেরই কলেবর ক্ষীণভাব ধারণ করিয়াছিল। তেরহপরাশি মগদ্বিজগণ ধর্ম্মানুগত আচার ব্যবহারে মুনিগণের ন্যায় বিরাজ করিতেন, ইঁহারা সদ্‌বিচার ও সদাচারের পক্ষপাতী থাকিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের আরাধনা করিতেন। ইঁহাদিগের বংশধরের মধ্যে যাঁহারা অন্যত্র গিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও তেরহপরাশি নামেই পরিচিত। খণ্ডস্থপ৭ মগদ্বিজগণ বাহ্য জগৎ পরিহার করিয়া অন্তর্জগতেই উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইঁহারা যথাকালে বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া একাগ্রমনে সেই মুক্তিদাতা বিষ্ণুকেই ধ্যান করিতেন। ইঁহাদিগের বিকল্পজাল তিরোহিত ও ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহ হইতে বিনিবৃত্ত হইয়াছিল। ইঁহারা সমস্ত কামনা পরিহার করিয়াছিলেন এবং অতিথির ন্যায় যৎসামান্য কিঞ্চিৎ প্রাপ্তি মাত্রেই পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। এই মগদ্বিজেরা সকলেই পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিপথের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা পালিবান্ধে বসবাস করিতেন, তাঁহারাই পালিবাঁধ নামে পরিচিত। এই পালি-

বালাঃ কান্তিপ্রবালাঃ পবনবশলসৎকাকপক্ষোচ্চমালা
বেদান্নুচ্চৈঃ পঠন্তো মধুরমৃদুরবৈর্ব্বৃ সিতানেকশালাঃ।
শাস্ত্রোক্তা হৈব বানো বিজিতবুধগণাভীষ্টমিষ্টা যজন্তো
বৃদ্ধাঃ সর্ব্বে প্রসিদ্ধাঃ পরিষদি সপহাবংশজাতা মগাস্তে ॥১৮
যেষাং বিদ্যাবিতানৈর্ব্বিতরণপটুভিঃসিক্ষবঃ সপ্ততীর্ণা-
শ্চোর্দ্ধং চাধঃপ্রকীর্ণৈর্জ্জগদিদমখিলং ভাসয়ন্তির্যশোভিঃ।
তর্কাংশৈরর্কতুল্যাঃ ক্ষণজিতবিলসদ্বাদিবাদান্ধকারৈ-
র্ধর্ম্মৈঃ কর্ম্মাক্ষিচক্রেষু নয় ইব মগা দেহলাস্তু ভবাস্তে ॥১৯
যেষাং বিদ্যাম্বসঙ্গাদ্বিবিধগুণময়ী সর্ব্বলোকান্ পুনীতে
গঙ্গেহবোত্তুঙ্গভঙ্গিপ্রতিহতবিষমসৎপাপনিঃশেষপঙ্কাঃ।
স্বচ্ছান্তঃস্বাত্মকক্ষাঃ ক্ষপিতকলিমলাঃ প্রীতিনিঃশেষদক্ষা
ব্রহ্মাকিং পায়সন্তঃ শ্রিতমরিহসিস্বা-বংশজাতা মগাস্তে ॥২০

৭। বর্ত্তমান নাম খানোয়া, ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্গত, ভরতপুর সহর হইতে ৩১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

বাধ মগ-দ্বিজগণ নিরন্তর অন্তঃকরণে হরিচরণ-কমল ধ্যান করিতেন, ইঁহারা বিদ্যাবত্তায় স্বকুল উজ্জ্বল ও স্বীয় দোষরাশি ক্ষালিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মিষ্ট কথায় সমস্ত লোকেই পরিতুষ্ট হইয়াছিল এবং ইঁহারা তপোবলে কলুষরাশি বিনষ্ট করিয়া এক এক জনে এক এক মহাপুরুষের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। খজুরহ৮ মগ-দ্বিজগণ অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। প্রার্থিগণ ইহাঁদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া কখনই অপূর্ণকাম হইত না। ভেড়ীপাকরি৯ মগদ্বিজগণ সকলেই অতুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। ইহাঁরা বিবিধ মণিমাণিক্য-খচিত সুরম্য হর্ম্ম্যাদিতে বাস করিতেন। পণ্ডিতগণের নিকট ইহাঁদিগের যথেষ্ট সম্মান ছিল। ইহাঁরা অন্তঃকরণে ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্ম নিরন্তর চিন্তা করিতেন। রিপুরোহপুরবাসী মগ দ্বিজেরা বেদবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইহাঁদিগের বাসভূমি অতিশয় মনোরম ছিল। ইহাঁরা যেখানে বাস করিতেন, তথায় বহুসংখ্যক বাপী, কূপ, জলাশয় ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৈত্য সকল বিরাজ করিতেছিল এবং তথাকার ভূমি সকল প্রচুর শস্য উৎপাদন করিত। এই মগ-দ্বিজগণ সকলেই রাজার নিকট সম্মানিত ছিলেন। বড়সার-জাত মগদ্বিজগণ লিপি-কর্ম্মে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। ইহাঁদিগের লিপিনৈপুণ্য বড়ই প্রশংসিত ছিল। এই দ্বিজগণ বেদে

যে প্রাপ্তাঃ শাস্ত্রপারং বিবুধনৃপগণা যান্ যজন্তে ধনাঢ্যাঃ
যৈর্ধ্যাতো বিষ্ণুরুচ্চৈর্দহুরবনিভুজো ভূরিবিত্তানি যেভ্যঃ।
যেভ্যো বিদ্যাঃ সুশিষ্যাঃ স্ফুটমতি জগৃহুঃ প্রাপ্য যেষাং যশোর্ব্বীন্
যেষানন্ত্যং গুণানাং ভুবি দেহলসিআ-বংশজাতা মগাস্তে ॥২১

ইতি মগব্যক্তৌ দ্বাদশাদিত্যাঃ ॥

অথ দ্বাদশমণ্ডলাঃ।

দ্বাদশৈতে মগাঃ শিষ্টাঃ সূর্য্যমণ্ডলদৈবতাঃ।
পটিশা চণ্ডরোটিশ্চ ডাঁহীকথকপিথকৌ ॥১
স্যাৎ তেরহপরাশিশ্চ খণ্ডস্পস্তথাপরঃ।
পালিবাধঃ খজুরৈআ ভেড়ীপাকরিরিত্যপি ॥২
রিপুরোহবড়িসারৌ চ গীর্ব্বাণা ইব পূজিতাঃ।
দদতে তে তু কামার্থান্ নির্ব্বাণমপি সেবিতাঃ ॥৩
যেষাং বিদ্যাঽনবদ্যা সরসমদলসদ্গদ্যপদ্যাতিহৃদ্যা
বেদান্তোদ্রেকবেদ্যা শ্রুতিভিরতিতরাং নিশ্চিতার্থান্ বিবিচ্য।
শ্রীমৎপাদোষপাদ্যে বিবুধনৃপসমে শেমুষীব প্রগল্ভা
সাক্ষাদ্রেজে গুণৌঘৈঃ পুরবরপটিশাসম্ভবাঃ সন্মগাস্তে ॥৪

৮। বর্ত্তমান নাম খজুরাহ, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত, বুন্দেলা রাজপুতদিগের প্রাচীন রাজধানী। অক্ষা॰ ২৪° ৫১, দ্রাঘি॰ ৮০° ।

৯। মধ্যপ্রদেশের ভেড়িনামক ক্ষুদ্ররাজ্যের মধ্যে।

ছন্দোগ্রন্থে, শব্দশাস্ত্রে ও কাব্যকলাপে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের গুণ ও জ্ঞানরাশি অপরিসীম ছিল।

যে স্বচ্ছা সাধুরক্ষাশ্রমভরবিবশাবেদ্যমার্গৈকপান্থাঃ
শ্রান্তা যে সন্তপোভির্বিজিতহরিহরব্রহ্মলোকাদিলোকাঃ।
আকল্পান্তস্থিরাহাস্মিজগতি যশসা যেঽর্থিনাং কল্পবৃক্ষা-
স্তে বেদান্তেষু দক্ষা রবয় ইব মগাশ্চণ্ডরোটিপ্রজাতাঃ ॥৫
ডীহীস্থানোদ্ভবা যে বসব ইব মগাঃ সর্ব্ববিদ্যাসু দক্ষা
দাতারো দিব্যরূপা নিগমবিধিকৃতো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষান্।
বন্দ্যাঃ সর্ব্বত্র বন্দ্যৈর্নৃপবরবিবুধৈর্বিষ্ণুভক্তিপ্রবীণা-
স্তে যোগাচার্য্যমুখ্যা বিগতভবভয়া জ্ঞানবন্তো জয়ন্তি ॥৬
যে সেব্যাস্তে ক্ষিতীশৈর্গুরব ইব সুরৈঃ শক্রদৈত্যোপতপ্তৈ-
স্তন্মন্ত্রাশীঃপ্রয়োগৈঃ প্রশমিতরিপুভিঃ প্রাপিতৈশ্বর্য্যসত্ত্বৈঃ।
শশ্বৎ স্বচ্ছাস্তপোভির্গুণিগণগণিতাঃ সর্ব্বসৎকান্তিকান্তাঃ
কথগ্রামাভিজাতা নিগমনয়বিদো বীতরাগা মগাস্তে ॥৭
তীর্থাস্থাবাহ সম্যগ্বিধিবদনুদিনং স্বর্গভূম্যন্তরিক্ষা-
স্মন্ত্রৈরাহূয় দেবান্ নিগমমনুগতাঃ পূজয়ন্তীতি সাক্ষাৎ।
বেদার্থান্ দিব্যবোধৈঃ সুরমুনিপুরতঃ শীঘ্রমুদ্ঘাটয়ন্তো
রেজুঃ ক্ষীণাস্তপোভির্মুনয় ইব মগা যে কপিথোদ্ভবাস্তে ॥৮
আচারৈর্ধর্ম্মসারৈর্মুনয় ইব বভুর্দেবসম্মানযোগ্যা-
স্মোহারৈঃ সদ্বিচারৈর্বসব ইব লসদ্ধর্ম্মকামার্থদক্ষাঃ।
আকারৈর্নির্ব্বিকারৈর রূপতয় ইব শান্তবিশ্রামবৃক্ষা
বংশা যে যত্র জাতাঃ প্রথিত-মগবরাস্তেরহাদিঃ পরাশাঃ ॥৯
সাধুত্তৈর্বেদসূক্তৈঃ স্থিরতরমতয়ো মুক্তিদং বিষ্ণুমুচ্চৈ-
র্ধ্যায়ন্তো নির্বিকল্পা বিনয়নিয়মিতৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চক্ষুরাদ্যৈঃ।
নিষ্কামাস্তর্বিশিষ্টা বহিরতিথিরিব প্রাপ্তমাত্রার্থতুষ্টাঃ
পূর্ণজ্ঞানোপসৃষ্টাঃ খনহুপ-সুমগা মুক্তিভাজো বভূবুঃ ॥১০
পালীবাক্ষে বসন্তো হরিহরচরণাশ্চিন্তয়ন্তো মনোভি-
র্বিদ্যাভির্বোধয়ন্তো দ্বিজনয়কুলজান্ শোধয়ন্তঃ স্বদোষান্
লোকান্ শশ্বদ্বিশোকান্ নিখিলরসময়ৈস্তোষয়ন্তো বচোভী-
রাজন্তে রাজকল্পাঃ কলিযুগকলুষং নাশয়ন্তস্তপোভিঃ ॥১১
যেষাং দানোদ্ধতানামনিশমভিপতদ্ধস্তসংকল্পবারি-
প্রোদ্ধৃতাম্বুরকূলাঃ প্রততবিধিরম্যাঃ পুণ্যপূরা হ্রদিন্যঃ।
সত্তীর্থাদানশেবোজ্ঝিতমণিনিচয়ান্থহস্তোঽম্বুবেলং
বার্দ্ধে রত্নাকরত্বং সুকুলখজুরহাশ্চক্রুরুচ্চৈর্মগাস্তে ॥১২
তে ভেড়াপাকরীয়া বিবুধগণনতাঃ সন্মগা রেজুরুচ্চৈঃ
কৈলাসোত্তুঙ্গশৃঙ্গোত্তমমণিখচিতস্তম্ভহর্ম্ম্যাদিবাসাঃ।

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে উক্ত দ্বাদশ মণ্ডল ব্যতীত উল্ল, পুণ্ড্র, মার্কণ্ডেয়, বাল, লোল, কোণ ও চণ নামক আরও সাতটী অর্ক আছে। এই অর্কোপাধিক দ্বিজগণও সর্ব্ব প্রকারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। উল্লার্ক১০ মগদ্বিজগণ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও সর্ব্বত্র সম্মানিত

ভ্রাজচ্চন্দ্রার্দ্ধভালা বৃষগুভগতয়ো বিষ্ণুবিশ্রান্তচিত্তা
দিব্যদ্‌গঙ্গোত্তমাঙ্গা নিগমবিধিকৃতো জ্যাস্তৃতীয়াক্ষিভব্যাঃ ॥১৩
যেষাং গ্রামাভিরামা পরিসরপরিখারামতোয়াশয়াদ্যৈঃ
চৈত্যৈর্দুর্ব্বাভিলক্ষ্যৈঃ শকুনিকুলকলারাবরাজৎকুলায়ৈঃ।
ভূমির্যত্রপ্রযাতৈর্বিবিধরসময়ৈর্ভূষিতা সর্ব্বশস্যৈঃ
তে বেদার্থেষু দক্ষা বিপুরপুরমগা রাজসেব্যা জয়ন্তি ॥১৪
বধ্যোন্নতোর্দ্ধসমমাত্রবিশালশুদ্ধা বিদগ্ধবিশুদ্ধঘনবর্ণবিবিক্তপংক্তিঃ।
সম্যঙ্‌মসী কমলপত্রজনির্বিরেজে যেষাং লিপির্হি বড়সারভবা মগান্তে ॥১৫
যেষাং বেদার্থবীজা সরসহৃদয়ভূশ্চাতুরীচারুমূলা
ছন্দোঽনন্তপ্রকাণ্ডা বিবিধগুণবতী শব্দশাস্ত্রার্থপত্রা।
বিদ্বদ্‌ভৃঙ্গোপসেব্যা নবরসরচনাপ্রস্ফুরৎপুষ্পপূর্ণা
জ্ঞানৌঘৈঃ সৎফলাঢ্যা প্রসরতি পরিতঃ কাপি বিদ্যা লতেব ॥১৬
ইতি শ্রীমগব্যক্তৌ দ্বাদশমণ্ডলাঃ

অথ সপ্তার্কাঃ।

উল্লঃ পুণ্ড্রো মার্কণ্ডেয়ো বালো লোলঃ কোণশ্চনাঃ।
শাকদ্বীপী ক্ষোণীদেবৈঃ সপ্তাবঙ্কাং পূজ্যাশ্চার্কাঃ ॥১
যে পূজ্যাঃ সর্ব্বলোকৈরবয় ইব মগা যান্ স্মরন্তঃ কৃতার্থাঃ
যৈর্দত্তং ভূরি বিত্তং বিবিধনৃপগণা সংনমন্তি স্ম যেভ্যঃ।
লেভে যেভ্যঃ প্রবোধং বিবিদিষুজনতা ধাম যেষাং বরিষ্ঠং
বর্বেধাচারযুক্তা ব্রততপসি বরাঃ শ্রীমদুল্লার্কমূলাঃ ॥২
উল্লার্কাখ্যমিদং কুলঙ্কমুদিতং শ্রীশীলবিদ্যাকরং
সঞ্জাতোঽত্র কুলেঽর্জ্জুনোঽর্জ্জুন ইব প্রাজ্ঞো হি শাস্ত্রাস্ত্রয়োঃ।
গোবিন্দেন সহায়তাঞ্চ সখিতাং সংপ্রাপ্য মোহম্বিষো
জিত্বা শান্তিমিতো রণে কুলবতাং যোগং দধে দুর্লভম্ ॥৩
দীনং রোগভরৈর্বিহীনভিষজং দৃষ্ট্বা ধরামণ্ডলং
সদ্যঃ সংক্ষয়সক্ষয়াঽখিলনৃণাং সংবাদিতানাং শমৈঃ।
স্বর্বৈদ্যোপমিতা নতা নৃপচয়ৈঃ কিং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা
পুণ্ড্রার্কা জগদস্তি পাটনপটুপ্রজ্ঞা মগা ধার্ম্মিকাঃ ॥৪

১০। হায়দরাবাদের অন্তর্গত 'উল্লা' নামক স্থান, অক্ষা০ ১৯°১০´, দ্রাঘি০ ৭৮°৯´।

ছিলেন, ইহাঁরা অত্যন্ত দানশীলতা, সদাচার ও সর্ব্ববিদ্যায় বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদাই ব্রত ও তপস্যায় নিরত থাকিতেন। নানাদেশীয় রাজন্যগণ ইহাঁদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। দেশ দেশান্তর হইতে বহুসংখ্যক শিষ্য আসিয়া ইহাঁদিগের নিকটই জ্ঞানলাভ করিত এবং ইহাঁরা শ্রেষ্ঠ নগরে বসবাস করিতেন। এই বিদ্যাবিনয়াদিসম্পন্ন সৎকুলে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের ন্যায় অর্জ্জুন নামক জনৈক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি অস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যায়ই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ একজন যোগী ছিলেন। ইনি ভগবান্ গোবিন্দের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া তাঁহার সহায়তায় মোহরূপ অরাতির উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক স্বকীয় হৃদয়রাজ্যে চিরশান্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। পুণ্ড্রার্ক[১১] মগ ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ ও চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন। ইঁহাদিগের সুনিপুণ চিকিৎসায় সহস্র সহস্র লোকের জীবন রক্ষা হইত। রাজগণ ইহাদিগকে সম্মান করিতেন। এই মগ দ্বিজেরা শাস্ত্রীয় চিকিৎসার ন্যায় অস্ত্রচিকিৎসায়ও বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়ার্ক[১২] মগ দ্বিজগণ সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধরণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে

মার্কণ্ডেয়ার্কমূলা নিগমঘনবনপ্রোল্লসৎপ্রাজ্ঞসিংহা-
স্তেজোভির্দেবকল্পা হরিহরচরণ ধ্যাননিষ্ঠা গরিষ্ঠাঃ।
সত্তর্কৈর্দিক্ষু যেষাং দশসু বুধবরা নাভিভূতা ন বাদৈঃ
কীর্ত্ত্যা কর্পূরকান্ত্যা সুরভিতভুবনা ভান্তি ভব্যা মগাস্তে ॥৫
বালার্কা যে মগাস্তে লিখিতগুণময়াঃ সন্তি তীরে সরয্বা
জ্যোতির্বিদ্যাসমুদ্রপ্রতরণপটবো বৈদ্যবিদ্যাবরিষ্ঠাঃ।
নানাদেশাপ্তচিন্তা নিজকুলতিলকাঃ কামকান্তাঃ কলাভিঃ
পূর্ণাশ্চন্দ্রা ইবালং বহুরমরনিভৈঃ পূজ্যমানাঃ ক্ষিতীশৈঃ ॥৬
লোলার্কাঃ খ্যাতিযুক্তাঃ প্রচুরগুণচয়া বেদবিদ্যানিধানা-
স্তেজোভিঃ প্রজ্বলন্তো হুতবহসদৃশাঃ স্বৈস্তপোভির্বরিষ্ঠৈঃ।
শিষ্টাচারানুরক্তাঃ সুহৃদয়সদয়া বেদবেদাঙ্গসারাঃ
সৎকারাঃ সিন্ধুধারা রবয় ইব লসৎকান্তিকান্তা মগাস্তে ॥৭
কোণার্কা সন্মগাস্তে সুবিমলমনসঃ সন্তি যেঽস্তঃ সমুদ্রং
কোণার্কং পূজয়ন্তো মুনিসুরনিকরৈর্বন্দ্যপুষ্প্যার্প্যমাণাঃ।
সন্মার্গাস্তত্ত্বনিষ্ঠাঃ স্বস্বহৃদি সততং চিন্তমানাশ্চ নিত্যং
বিখ্যাতাস্তে ধরণ্যাং বহুবিমলযশশ্চন্দ্রচূড়ার্চনিষ্ঠাঃ ॥৮
চাণার্কা যে মগাস্তে বিবিধপদযুতা ভূরিবিদ্যানিধানা-
স্তেজোভিঃ প্রজ্বলন্তঃ স্বতপসি বিদিতাঃ সত্যসন্ধ্যা গুণাঢ্যাঃ।

১১। পুণ্ড্রার্ক মালদহ জেলার অন্তর্গত বড় পাড়ুয়ার নিকট ছিল।

১২। মার্কণ্ডেয়ার্ক—এখন দেওমার্কণ্ড নামে খ্যাত। শাহাবাদ জেলার মধ্যে Cunningham's Archaeological Survey, Vol. XVI & XIX দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রীয় তর্কে কোন পণ্ডিতই ইঁহাদিগের সমকক্ষ ছিলেন না। ইঁহারা তেজস্বী ও যশস্বী পুরুষ ছিলেন। ইঁহাদিগের উপাস্য দেবতা হরি ও হর।

বালার্ক মগব্রাহ্মণগণ সরযূতীরে বাস করিতেন। ইঁহারা সর্ব্ব গুণে বিভূষিত ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই সকল মগব্রাহ্মণেরা চিকিৎসা বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। রাজগণ ইঁহাদিগকেও যথেষ্ট সম্মান করিতেন। লোলার্ক[১৩] মগ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বগুণের আশ্রয়, বেদবিদ্যায় পারদর্শী ও তপঃপ্রভাবে হুতাশনসদৃশ অসামান্য তেজঃসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহারা শিষ্টাচারের পক্ষপাতী হইয়া সাধু জনের প্রতি একান্ত অনুরক্তি প্রকাশ করিতেন এবং ইঁহাদিগের দেহপ্রভা সূর্য্যের ন্যায় সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। কোণার্ক[১৪] মগ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সকলেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সমুদ্রোপকণ্ঠে বাস করিতেন, ইঁহাদিগের অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল। দেবগণ ও ঋষিগণ কোণার্কের পূজা করিতেন। কোণার্কগণ তত্ত্বনিষ্ঠ ও সন্মার্গের অনুবর্ত্তী ছিলেন। ইঁহারা ভগবান্ চন্দ্রশেখরের আরাধনায় নিবিষ্ট থাকিতেন, ইঁহাদিগের যশঃপ্রভায় প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বস্থানই আলোকিত হইয়াছিল। চাণার্ক মগদ্বিজগণ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা সকলেই তপস্বী, তেজস্বী, যশস্বী, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সর্ব্ব সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। ইঁহাদিগের ধর্ম্মবলে স্বীয় স্বীয় কুলকমল সমধিক বিকশিত হইয়াছিল। নরপতিগণ এই মগদ্বিজগণকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়া যথেষ্ট সম্মানিত করিতেন'।

মগব্যক্তি হইতে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল, তৎপাঠে জানা যাইতেছে, যে উত্তরে হিমালয় প্রদেশ, দক্ষিণে নিজামরাজ্য, পশ্চিমে পঞ্জাব এবং পূর্ব্বে বঙ্গ ও উৎকল—ভারতের বহুস্থানে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। যে যে স্থানে পূর্ব্বকালে তাঁহাদের বাস ছিল, অথবা যে যে স্থানে প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সেই নগর বা গ্রামের নামানুসারে তাঁহাদের আর বা পুর, মণ্ডল, আদিত্য ও অর্ক নামে বিভিন্ন শাখা কল্পিত হইয়াছিল। উপরোক্ত অর্ক বা আদিত্যের মধ্যে বরুণার্কের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। কাশীখণ্ডে লোলার্কের পরিচয় এবং শাম্বপুরাণে কোণার্কের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণাগমনকথা সবিস্তর বর্ণিত আছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবুরিহান্ সাম্বপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীরও বহুপূর্ব্বে যে উৎকলে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

> সদ্ধর্ম্মৈঃ সেব্যমানা নিজকুলকমলং ভাসয়ন্তঃ প্রমোদৈঃ
> শ্রেষ্ঠধ্যানৈকনিষ্ঠা নৃপসদসি সদা রেজুরুচ্চৈর্বরিষ্ঠাঃ ॥৯
> ইতি মগব্যক্তৌ সপ্তার্কবর্ণনাম চতুর্থোল্লাসঃ" ॥

১৩। কাশীস্থিত প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তি, কাশীখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে। এই সূর্য্যপূজকগণ লোলার্কনামে খ্যাত হন।

১৪। বর্ত্তমান নাম কনারক। উড়িষ্যার মধ্যে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। শাম্বপুরাণে এখানকার 'কোণার্ক' নামক সূর্য্যমূর্ত্তির মাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত আছে। এই দেবমন্দির ভারতের মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যে অদ্বিতীয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গৌড়ে শাকদ্বীপীয়গণের আগমন।

গৌড়ে কোন্ সময় শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণ আসিয়াছেন, তাহার প্রকৃত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাসের মগব্যক্তিতে পুণ্ড্রার্ক ও তদন্তর্গত পুণ্ডরীকার্কের প্রসঙ্গ পাইয়াছি। যে সময়ে গৌড়ের রাজধানী পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ছিল, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সেই সমৃদ্ধিকালে সম্ভবতঃ এখানে শাকদ্বীপী বিপ্রের আগমন হইয়াছিল। আমরা রাজতরঙ্গিণী হইতে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে গৌড়াধিপ জয়ন্তের অধিকারকালে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের যথেষ্ট সমৃদ্ধির পরিচয় পাই। পালরাজগণের সময়েও পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজধানী ছিল। রাজা বল্লালসেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়নগরে রাজধানী পত্তন করিলে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এরূপ স্থলে অনুমিত হয়, রাজা বল্লালসেনের বহুপূর্ব্বে শাকদ্বীপী বিপ্রগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখানকার পুণ্ডার্ক নামক সূর্য্যমূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সম্ভবতঃ 'পুণ্ডার্ক' নামে এক স্বতন্ত্র থাক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই 'পুণ্ডার্ক' শাখাকে গৌড়ের প্রথম শাকদ্বীপী দ্বিজ বলিয়া মনে হয়। পুণ্ড্রার্কদিগকে আমরা মোটামুটী বারেন্দ্র শাকদ্বীপী বলিয়া গণ্য করিতে পারি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর গ্রহবিপ্রগণের আমরা কিছুই বিবরণ পাই নাই।

এখন রাঢ়ীয় ও নদীয়া-বঙ্গসমাজের গ্রহবিপ্রগণের কতকগুলি কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত হইতে অমরা কতক কতক পরিচয় পাইয়াছি।

রাঢ়ীয় বালিসমাজের গ্রহবিপ্রগণের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

মার্কণ্ড, মাণ্ডব্য, গর্গ, পরাশর, ভৃগু, সনাতন, অঙ্গিরা ও জহ্নু শাকদ্বীপে এই আটজন মুনি ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ মহাশক্তিপ্রভাবে প্রত্যহ গ্রহচালনা করিতেন। গ্রহদান গ্রহণ করায় তাঁহারা গ্রহবিপ্র নামে খ্যাত। গরুড় শাকদ্বীপে গিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন

মার্কণ্ডো মাণ্ডব্যো গর্গঃ পরাশরস্ততো ভৃগুঃ। সনাতনোঽঙ্গিরা জহ্নুঃ শাকদ্বীপাষ্টকো মুনিঃ॥
তত্তাত্মজা মহাশক্ত্যা প্রত্যহগ্রহচালনা। আনীতং দেবদেবেশ গতবান্ গরুড়স্তথা॥
গ্রহদানপ্রভাবেন গ্রহবিপ্রমুদাহৃতম্। বরাহঃ সোম ঈশানঃ শান্তিঃ শুক্রো ধনঞ্জয়ঃ॥
দমুর্বহস্করশ্চৈব ইত্যষ্টৌ গ্রহব্রাহ্মণাঃ। বরাহঃ কাশ্যপশ্চৈব সোমশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ॥
ঈশানো গৌতমশ্চৈব শান্তির্বৎসস্তথৈব চ। ভরদ্বাজঃ ভৃগুশ্চৈব পরাশরো ধনঞ্জয়ঃ॥
দমুঃ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ স্যাৎ মধুকুল্যো বহ্স্করঃ। পৃথুর্ন্নৃসিংহো বিষ্ণুশ্চ লোকনাথো জনার্দ্দনঃ।
কেশবঃ কৃত্তিবাসাশ্চ নারায়ণনরোত্তমৌ। দণ্ডপাণির্মহানন্দঃ গৌড়দেশে সমাগতঃ॥

(রাঢ়ীয় শাকলদ্বীপিকা।)

করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নাম বরাহ, সোম, ঈশান, শান্তি, শুক্র, ধনঞ্জয়, দনু ও বসুন্ধর, এই আট জনই গ্রহবিপ্র ছিলেন। তন্মধ্যে বরাহ কাশ্যপ গোত্র, সোম ঘৃতকৌশিক, ঈশান গৌতমগোত্র, শান্তি বাৎস্য, ভৃগু (শুক্র) ভরদ্বাজগোত্র ধনঞ্জয় পরাশরগোত্র, দনু শাণ্ডিল্য গোত্র এবং বসুন্ধর মৌদ্গল্যগোত্র ছিলেন। ঐ অষ্ট ব্যক্তির বংশধর পৃথু, নৃসিংহ, বিষ্ণু, লোকনাথ, জনার্দ্দন, কেশব, কৃত্তিবাস, নারায়ণ, (নরোত্তম দণ্ডপাণি ও মহানন্দ এই দশজন (মধ্যদেশ হইতে) রাঢ়দেশে আগমন করেন *। এই দশ ব্যক্তির উপাধি বৃহজ্জোবী, কাশ্যপটি, ওঝা, আচার্য্য, ঘটক, পাঠক, মিশ্র, উপাধ্যায়, জামদগ্নি ও আলম্যান। ইঁহাদের মধ্যে বৃহজ্জ্যাষীর কাশ্যপগোত্র, কাশ্যপটীর ঘৃতকৌশিক, ওঝার গৌতমগোত্র, আচার্য্যের মৌদ্গল্য, ঘটকের ভরদ্বাজ, পাঠকের বাৎস্য, মিশ্রের শাণ্ডিল্য, উপাধ্যায়ের পরাশর, জমদগ্নি ও আল্যমান লইয়া দশজনের দশ গোত্র খ্যাত †।

এদিকে নদীয়া-বঙ্গসমাজের কুলপঞ্জিকায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম ও তাঁহাদের আগমন কারণ এইরূপ দৃষ্ট হয়—

অগ্রে শ্রীসূর্য্যকে অনন্তর কুলদেবতাকে প্রণিপাত করিয়া যথাবিধি গ্রহবিপ্রগণের কুলপঞ্জী লিখিতেছি। ফলপুষ্পশোভিত নানাবৃক্ষসমাকুল রমণীয় সরযূতীরে বেদবেদাঙ্গপারগ নানাশাস্ত্রে কুশল জপযজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। কোন সময় গৌড়দেশাধীশ্বর নৃপতিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা শশাঙ্ক গ্রহবৈগুণ্যপ্রযুক্ত রোগ দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৈদ্যগণ কর্তৃক সম্যক্ চিকিৎসিত হইয়াও রোগসঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া স্বস্ত্যয়ন করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন। রাজার আদেশ অনুসারে মন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত দূতেরা সরযূতীর হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করিয়াছিল।

বিষ্ণু, সনাতন, সুযজ্ঞ শঙ্কর, দেবধর, সুশর্ম্মা বাসুদেব প্রজাপতি, চতুর্ভুজ, লোকেশ, চক্রপাণি, মাধব এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ গৌড়দেশাধিপ শশাঙ্ক কর্তৃক আহূত হইয়া গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা সেই মহাত্মা বিপ্রগণের গ্রহজ্ঞান বিদিত হইয়া নিজ ভবনে গ্রহযজ্ঞ বিধানের নিমিত্ত বরণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা গ্রহযজ্ঞে বৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের গোত্র যথাক্রমে বলিতেছি। বিষ্ণু কাশ্যপগোত্র, সনাতন কৌশিকগোত্র, সুযজ্ঞ বাৎস্যগোত্র, বাসুদেব শাণ্ডিল্যগোত্র, সুশর্ম্মা মৌদ্গল্যগোত্র, দেবধর পরাশরগোত্র, শঙ্কর গৌতমগোত্র, প্রজাপতি ভরদ্বাজগোত্র, লোকেশ মৌঞ্জায়নগোত্র, চতুর্ভুজ জামদগ্নি গোত্র, চক্রপাণি

* "মধ্যদেশং পরিত্যজ্য গৌড়দেশে সমাগতঃ।" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

† "বৃহজ্জোষী কাশ্যপটিশ্চ ওঝাচার্য্যচতুষ্টয়ং। ঘটকঃ পাঠকশ্চৈব মিশ্রোপাধ্যায় এব চ ॥
জমদগ্নি আলম্যানো দশাখ্যাতিঃ প্রকীর্ত্তিতা বৃহজ্জোষী কাশ্যপঃ স্যাৎ কাশ্যপটী ঘৃতকৌশিকঃ ॥
ওঝা গৌতম আখ্যাত আচার্য্য মধুকুল্যয়োঃ। ঘটকশ্চ ভরদ্বাজঃ পাঠকো বাৎস্যোপাধিকঃ ॥
মিশ্রঃ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ স্যাদুপাধ্যায়ঃ পরাশরঃ। জামদগ্ন্য আলম্যানঃ দশগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"

(রাঢীয় শাকলদ্বীপিকা।)

গর্গগোত্র, মাধব আলম্যান গোত্রসম্ভূত। সুশর্ম্মা তন্ত্রধারের কার্য্যে, প্রজাপতি হোতৃ কার্য্যে, বিষ্ণু ব্রহ্মকর্ম্মে, শঙ্কর সদস্তকর্ম্মে, সূর্য্যের জপকর্ম্মে সুযজ্ঞ, চন্দ্রের জপকর্ম্মে সনাতন, মঙ্গলের জপ-কর্ম্মে চতুর্ভুজ, বুধের জপকর্ম্মে চক্রপাণি, বৃহস্পতির জপকর্ম্মে দেবধর, শুক্রের জপকর্ম্মে লোকেশ, রাহুকেতুর জপকর্ম্মে সুধীবর মাধব গৌড়েশ্বর কর্তৃক ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই ভূদেবগণ যথাবিধি রাজার গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া রাজার আদেশ অনুসারে সপরিবারে গৌড়দেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্যোতিঃশাস্ত্রপরায়ণ তনয়গণ এই গ্রহের দান গ্রহণ করিয়া গ্রহবিপ্র নামে কথিত হইয়া থাকেন। সেই শাস্ত্রপারগ ব্রাহ্মণগণ রাঢ় ও বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। স্থানভেদে তাঁহাদের কতিপয় সমাজ হইয়াছে। উপাধ্যায়, পাঠক' আচার্য্য, মিশ্র, বৃহজ্জ্যোষীও দীক্ষিত এই কয়টী তাঁহাদের বংশোপাধি"*

* শ্রীসূর্য্যং প্রণিপত্যাগ্রে তথৈব কুলদেবতাম্।
ক্রিয়তে গ্রহবিপ্রাণাং কুলপঞ্জী যথাবিধি॥
সুরম্যে সরযূতীরে নানাবৃক্ষসমাকুলে।
সুরসালফলৈঃ পুষ্পেরাকীর্ণে চ মনোহরে॥
বসন্তি বিপ্রশার্দ্দূলা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
নানাশাস্ত্রেষু কুশলা জপযজ্ঞপরায়ণাঃ॥
কদাচিন্নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ শশাঙ্কো গৌড়ভূপতিঃ।
পীড়িতো গ্রহবৈগুণ্যাৎ ক্লেশং প্রাপ স ধার্ম্মিকঃ॥
বৈদ্যৈশ্চিকিৎসিতঃ সম্যঙ্ন মুক্তো রোগসঙ্কটাৎ।
ততঃ স্বস্ত্যয়নং কর্ত্তুমিয়েষ নৃপপুঙ্গবঃ॥
মন্ত্রিণা প্রেরিতা দূতা আনীতা দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
আহূয় সরযূতীরাৎ নৃপস্যাদেশতস্ততঃ॥
বিষ্ণুঃ সনাতনশ্চৈব সুযজ্ঞঃ শঙ্করস্তথা।
দেবধরঃ সুশর্ম্মা চ বাসুদেবঃ প্রজাপতিঃ॥
চতুর্ভুজশ্চ লোকেশশ্চক্রপাণিশ্চ মাধবঃ।
প্রার্থিতা গৌড়ভূপেন চাগতা গৌড়মণ্ডলম্॥
গ্রহজ্ঞানং বিদিত্বা তু তেষাং রাজ্ঞা মহাত্মনাম্।
গ্রহযজ্ঞবিধানার্থং বৃতাস্তে নিজমন্দিরে॥
তেষাস্তু দ্বিজমুখ্যানাং গোত্রাণি চ যথাগমং।
কথ্যন্তে যে বৃতাস্তস্মিন্ নৃপস্য যজ্ঞকর্ম্মণি॥
বিষ্ণুঃ কাশ্যপগোত্রশ্চ কৌশিকশ্চ সনাতনঃ।
বাৎস্যঃ সুযজ্ঞঃ শাণ্ডিল্যো বাসুদেবস্তথৈব চ॥
মৌদ্গল্যঃ সুশর্ম্মা চ দেবধরঃ পরাশরঃ।
শঙ্করো গৌতমঃ খ্যাতো ভরদ্বাজঃ প্রজাপতিঃ॥

উমেশচন্দ্রের কুলজী হইতে যে বচন উদ্ধৃত হইল, তদনুসারে অবগত হওয়া যায়, গৌড়দেশীয় শশাঙ্ক নৃপতি এক সময় ব্যধি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। রোগ হইতে বিমুক্তিলাভের আশয়ে তিনি সরযূতীর হইতে কয়েকজন দ্বিজ আনয়ন করেন। তাঁহাদের সন্তানগণ গৌড়দেশে বাস করিয়া গ্রহবিপ্র বা আচার্য্য নামে খ্যাত হন।

বালি বা মধ্যরাঢ় সমাজ ও নদীয়াবঙ্গ-সমাজের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত সমাজের আদি পুরুষগণ মধ্যদেশ হইতে রাঢ়দেশে আগমন করেন এবং শেষোক্ত সমাজের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়াধিপ শশাঙ্করাজের সভায় গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, বিনশন বা সরস্বতীর অন্তর্ধান প্রদেশ হইতে পূর্ব্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে মধ্যদেশ অবস্থিত ১। সরযূতীর এই সীমার বাহিরে। সুতরাং উভয় সমাজের পূর্ব্বপুরুষগণ বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন। উভয়সমাজের কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলেও জানা যায় যে, উভয় সমাজ বিভিন্ন শাখাসম্ভূত ও ভিন্ন সময়ে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। এই দুই সমাজের পুরুষপর্য্যায় দ্বারা নদীয়াবঙ্গসমাজের পূর্ব্ব পুরুষগণেরই বঙ্গে প্রথম আগমন প্রকাশ পাইবে, তাই প্রথম নদীয়াবঙ্গসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইলাম।

মৌঞ্জায়নশ্চ লোকেশো জামদগ্নি শ্চতুর্ভুজঃ।
গর্গস্তু চক্রপাণিঃ স্থাদালম্যানশ্চ মাধবঃ॥
সুশর্ম্মা তত্রধান্বয়ে হোতৃত্বে চ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মকর্ম্মণি বিষ্ণুশ্চ সদস্যত্বে চ শঙ্করঃ॥
জপকর্ম্মণি শূর্ধ্যস্ত সুযজ্ঞঃ শশিনস্তু সঃ।
সনাতনস্তথা ভূমীপুত্রস্ত চ চতুর্ভুজঃ॥
বুধস্ত চ চক্রপাণির্গুরো র্দেবধরস্তথা।
শুক্রস্ত চৈব লোকেশো বাঃদেবঃ শনেস্তথা॥
কেতুপন্নবয়োশ্চৈব মাধবঃ সুধিয়াং বরঃ।
বৃতা গৌড়েশ্বরেণৈতে ব্রতিনো হোমকর্ম্মণি॥
সম্পাদ্য বিধিবদ্রাজ্ঞো গ্রহযজ্ঞং দ্বিজাতয়ঃ।
সদারা নিবসন্তি স্ম গৌড়দেশে নৃপাজ্ঞয়া" ॥

(উমেশচন্দ্র শর্ম্মাধৃত মহাদেব কারিকা)

১ "হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্ম্মধ্যং যৎপ্রাগ্ বিনশনাদপি। প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (মনু সং ২।২১)

নবম পরিচ্ছেদ।

নদীয়া-বঙ্গ সমাজ।

মগব্যক্তিতে প্রকাশ, সরযূতীরে 'বালার্ক' নামে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের একটী সমাজ ছিল; অধিক সম্ভব, সরযূতীর হইতে গৌড়রাজসভায় সমাগত গ্রহবিপ্রগণ এই বালার্কসমাজ-সম্ভূত। এই বালার্ক গ্রহবিপ্রগণ জ্যোতির্বিদ্যায় ও বৈদ্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, বোধ হয় সেই জন্যই রাজগণ তাঁহাদের সমাদর করিতেন।* এই গুণ থাকাতেই রোগাক্রান্ত গৌড়াধিপ শশাঙ্ক সরযূতীর হইতে কয়েক জন গ্রহবিপ্রকে আহ্বান করেন। অসম্ভব নহে যে, সেই গ্রহবিপ্রগণ বৈদ্যবিদ্যাপ্রভাবে গৌড়াধিপকে রোগমুক্ত করিয়া তাঁহার গ্রহযজ্ঞের অধিকারী হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের কারিকায় প্রকাশ, কাশ্যপগোত্রজ বিষ্ণু, কৌশিকগোত্রজ সনাতন, বাৎস্যগোত্রজ সুযজ্ঞ, শাণ্ডিল্য-গোত্রজ বাসুদেব, মৌদ্গল্যগোত্রজ সুশর্ম্মা, পরাশরগোত্রজ দেবধর, গৌতমগোত্রজ শঙ্কর, ভরদ্বাজগোত্রজ প্রজাপতি, মৌঞ্জায়নগোত্রজ লোকেশ, জামদগ্নিগোত্রজ চতুর্ভুজ, গর্গ-গোত্রজ চক্রপাণি ও আলম্যান গোত্রজ মাধব এই দশ ব্যক্তি আসিয়াছিলেন।

কোন্ সময়ে তাঁহারা গৌড়ে আগমন করেন, তাঁহাদের বংশপর্য্যায় অথবা অপর কোন প্রকার কুলগ্রন্থ হইতে জানিবার উপায় নাই। এইমাত্র জানিতেছি যে তাঁহারা গৌড়াধিপ শশাঙ্কের সময়ে আসিয়াছিলেন। গৌড়-সিংহাসনে একাধিক শশাঙ্করাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তন্মধ্যে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, কর্ণসুবর্ণে (উত্তররাঢ়স্থ বর্ত্তমান রাঙ্গামাটী গ্রামে) তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি একজন বৌদ্ধবিদ্বেষী গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তিনিই বোধগয়ার বোধিদ্রুমধ্বংসের চেষ্টা ও সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সহোদর রাজ্য-বর্দ্ধনের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও আচারনিষ্ঠতা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তরাজ বালাদিত্য কর্ত্তৃক শাকদ্বীপী-ব্রাহ্মণের সম্মান দৃষ্টে অনুমান হয়, গুপ্তবংশীয় এই শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত নিজ রোগশান্তির মানসে সরযূতীর হইতে বালার্কসমাজ-ভুক্ত † গ্রহবিপ্র আনাইয়া ছিলেন।

উমেশচন্দ্রের কারিকায় লিখিত আছে,—উপরোক্ত দশজন গ্রহবিপ্র প্রথমতঃ সপরিবারে গৌড়রাজধানীতেই বাস করেন। তাঁহাদের সন্তানবর্গ সকলেই জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী

* পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বালার্কের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

† পূর্ব্বকালে ভারতীয় রাজগণ স্ব স্ব নামে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন। এইরূপ বালাদিত্যরাজ নিজ নামে সরযূতীরে যে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই বোধ হয় 'বালার্ক' নামে খ্যাত হয় এবং তাঁহার অর্চ্চক গ্রহবিপ্রগণ পরে 'বালার্ক' নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন।

ছিলেন এবং গ্রহদান গ্রহণ করায় 'গ্রহবিপ্র' বলিয়া খ্যাত হইয়া ছিলেন। সেই সকল শাস্ত্রবিদ্ বিপ্রগণ রাঢ়ে ও বঙ্গে নানা স্থানে বাস করিয়াছিলেন এবং স্থানভেদে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রহবিপ্রগণের উপাধি—উপাধ্যায়, পাঠক, আচার্য্য, মিশ্র, বৃহজ্জোষী, ও দীক্ষিত।*

এই গ্রহবিপ্রগণের রাঢ়ীয়শ্রেণীর বিশেষ বিবরণ জানা নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা পরবর্ত্তী কালে মধ্যদেশাগত গ্রহবিপ্রগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন অথবা বিভিন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

কুলপঞ্জিকায় এই নদীয়া বঙ্গসমাজের সীমা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—

"প্রতীচ্যাং চ গোষ্ঠপল্লী জাহ্নবীতীরসংস্থিতা।
মধ্যে তু নদীয়াধাম ধর্ম্মহট্টস্তু পূর্ব্বতঃ ॥৪
নিবসন্তোতয়োর্মধ্যে গ্রহবিপ্রা মনীষিণঃ।
তেষাং চ নদীয়াবঙ্গসমাজঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৫"

পশ্চিমে গঙ্গাতীরস্থ গোটপাড়া, মধ্যে নদীয়াধাম এবং পূর্ব্বভাগে ধর্ম্মহাটী এই সীমার মধ্যে যে গ্রহবিপ্রগণ বাস করেন, তাঁহাদের সমাজই 'নদীয়াবঙ্গসমাজ' বলিয়া কীর্ত্তিত। এই সমাজের গ্রহবিপ্রগণ আবার কএকটী পটী বা থাকে বিভক্ত।

এই সমাজের কুলচার্য্য সনাতন আচার্য্যের পুত্র রামদেব নদীয়া-বঙ্গসমাজস্থ গ্রহবিপ্রগণের প্রথমাদিক্রমে নামোল্লেখ করিয়াছেন, † তাহা হইতে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ এবং কোন্ ব্যক্তি তদপেক্ষা নিম্নাসন প্রাপ্ত, তাহার কতকটা আভাস প[াও]য়া যায়। এই রামদেবের কুলপঞ্জী দৃষ্টেই বর্ত্তমান সময়ে উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় কারিকা প্রস্তত করিয়াছেন ‡।

* "তেষাং বৈ তনয়াঃ সর্ব্বে জ্যোতিঃশাস্ত্রপরায়ণাঃ।
গ্রহদানং গৃহীত্বাত্র গ্রহবিপ্রা উদাহৃতাঃ ॥
রাঢ়ে বঙ্গে চ তে বিপ্রা হ্যবসন্ শাস্ত্রকোবিদাঃ।
সমাজাঃ কতিচিত্তেষাং কথ্যন্তে স্থানভেদতঃ ॥
উপাধ্যায়ঃ পাঠকশ্চ আচার্য্যো মিশ্র এব চ।
বৃহজ্জোষী দীক্ষিতশ্চ অমী তেষামুপাধয়ঃ ॥" (উমেশচন্দ্রের কারিকা)

† রামদেব কুলপঞ্জীর প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—

"শুনিয়া প্রাচীনমুখে, হৃদয়েতে বহু সুখে, বংশাবলী কহি কুলভাগে ॥
নদ্বয়া বঙ্গ সর্ব্বোত্তর, গ্রহবিপ্র যত ঘর, শ্রেষ্ঠকুল করয়ে গণন।
সেহি বাক্য মনোযোগে, রসাল কবিতা আগে, কহে সুতাচার্য্য সনাতন ॥
রামদেব নামধারী, গোবিন্দ ভাবনা করি, আড়কান্দী যাহার নিবাস।"

‡ "সনাতনাত্মজেনাদৌ রামদেবেন ধীমতা। প্রাচীনমুখতঃ শ্রুত্বা রচিতা কুলপঞ্জিকা ॥২
শ্রদ্ধান্বিতস্তস্য বাক্যে তেনোক্তমবলম্ব্য চ। লিখামি কৃপয়াহেতদ্গুরুস্তু গ্রহভূসুরাঃ ॥৩
(উমেশচন্দ্রের কারিকা)

রামদেব প্রথমাদি ক্রমে যে সকল বংশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, যথাক্রমে তাঁহাদের নাম ও বাসস্থান লিখিত হইতেছে—

	নাম	গোত্র	নিবাস
১	মধুসূদন উপাধ্যায়	কাশ্যপ	বাসপুর
২	হৃদয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য	মৌদ্গল্য	মেথনা
৩	মহেশ্বর আচার্য্য	পরাশর	বশংসী
৪	মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী	পরাশর	পাঁচথুপী
৫	নীলকণ্ঠ বৃহজ্জোষী	ভরদ্বাজ	বাণীবহ
৬	দশরথ পাঠক	গৌতম	মূলঘর
৭	মাধব উপাধ্যায়	কাশ্যপ	গোবিন্দপুর
	এই সপ্তঘর 'কুলজ' বলিয়া প্রসিদ্ধ।		
৮	ভূধর দীক্ষিত	মৌদ্গায়ন	বাথুয়াজানী
৯	বাণেশ্বর বৃহজ্জোষী	ভরদ্বাজ	শিঙ্গাদ্বাদশী

১। "কুলশীল পুরাপুর নিজস্থান বাসপুর মধুসূদন আচার্য্য প্রধান।
তাঁহার তনয় বন্দ্য, ভুবন আর সর্ব্বানন্দ, চন্দ্রসূর্য্য সমান বাখান॥
২। হৃদয় আচার্য্য ধন্ত, কুলে শীলে দ্বিতীয় গণ্য, মেথনানিবাসী মহাশয়।
৩। তৃতীয়েতে মহেশ্বর বশংসী যাহার ঘর মর্য্যাদায় আছিল অলজ্ঘ্য।
পাইয়া যত জ্ঞাতিগণ, না করিল ভক্তিমন, অহঙ্কারে পৌত্রের পদভঙ্গ॥
৪। চতুর্থে মুকুন্দরাম, পাঁচথুপী যার ধাম, মর্য্যাদায় সেহি মহাজন।
৫। নীলকণ্ঠ ততঃপর, বাণীবহ যাঁর ঘর, কহি বংশ পঞ্চম গণন॥
৬। দশরথ মূলঘরে মর্য্যাদায় বহুতরে ষষ্ঠে গণি মহিমা অপার।
৭। মাধব গোবিন্দপুরে সপ্তবংশ একত্তরে স্থানে স্থানে বসতি সভাকার॥
রামদেব আচার্য্য ভণে শুন সর্ব্ব সভাজনে অষ্টঘর কুলবংশ জান।
ভুবন সর্ব্বানন্দ আন একবংশে দুইগণ ভুবনাদি অষ্ট পরিমাণ॥
৮। গ্রাম বাথুয়াজানী ভূধর আচার্য্য গণি যাঁহার সন্তান রঘুনাথ।
আপনে সুধীর বড় সহগণে মহাদড় সভাকে করিয়া প্রণিপাত॥
জনার্দ্দনের অভিমত স্থান পরাসুগত সভাকে করিলা পুরস্কার।
সেই বংশে বংশধর রামনারায়ণ আচার্য্যবর যশোমন্ত অনেক প্রকার॥
৯। বাণেশ্বর বড়জোষী সর্ব্বত্র যার যশোরাশি শুন তাহার যশের বাখান।
উপমা কহিব কি নিবাস শিঙ্গাদ্বাদশী রামচরণ যাঁহার সন্তান॥
গঙ্গারামের বংশহত দৌহিত্রেক দিলা পদ আপনার মর্য্যাদা ছিল যাহা।
রামচরণ গুণক্রমে বাড়াইল নিজ ভূমে মাতামহ হইতে গণি তাহা॥

	নাম	গোত্র	নিবাস
১০	গৌরীবর চক্রবর্ত্তী	মৌঞ্জায়ন	নদীয়া
১১	গণিত আচার্য্য	গৌতম	নদীয়া
১২	গোকুল উপাধ্যায়	কাশ্যপ	নদীয়া
১৩	হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব	গর্গ	নদীয়া
১৪	সুধাকর দীক্ষিত	ভরদ্বাজ	নদীয়া
১৫	কমলাকর ভট্টাচার্য্য	মৌদ্গল্য	নদীয়া
১৬	রামকৃষ্ণ আচার্য্য	মৌদ্গল্য	নদীয়া
১৭	নারায়ণ পাঠক	পরাশর	নদীয়া
১৮	অভিরাম চক্রবর্ত্তী		লাহুরিয়া
১৯	রূপরাম অধিকারী		নদীয়া
২০	যাদুরাম ভট্টাচার্য্য		নদীয়া
২১	নরসিংহ ঘুঘু		নদীয়া

১০। নদীয়া হইতে শ্রীকোলে গৌরীবরাচার্য্য আইলে সকলের সঙ্গে অনুরক্ত।
ভুবন সর্ব্বানন্দ আদি মর্য্যাদা করিলা বিধি সম্মুখের কৈলা উপযুক্ত॥
বঙ্গেতে হইলা পদ বাড়িল মর্য্যাদামদ নবদ্বীপে ইহার সন্তান।
আপন বিনয় যোগে সভাকার অনুরাগে মাননাতে হইল প্রধান॥

১১। গণিত আচার্য্য গুন বিদ্যায় বিবিধ গুণ নবদ্বীপে নিবাস যাঁহার।
আপনার বহু গুণ হইল মর্য্যাদাভূম এই হেতু প্রধানত্ব তার॥

১২। চৌগাছী গ্রামেতে ধাম গোকুল আচার্য্য নাম নদ্যাবাসী হইল বঙ্গ ছাড়ি।
সেই বংশে বংশধর কার্ত্তিক মহিমাবর মর্য্যাদায় হইল প্রগাঢ়॥
অসাধ্য সাধনে সাধ্য মহারাজে করি বাধ্য আপনেতে পাইল সম্মান।
কার্ত্তিকের যশকাজে সদা তুষ্ট মহারাজে ছুইমতে করিলা প্রদান॥

১৩। হৃদয়ানন্দ আচার্য্য বিদ্যার্ণব বংশবীর্য্য যাঁর বংশ পঞ্জিকা অধিপ।
ত্যাগ করি পূর্ব্ববাস স্থানান্তরে অভিলাষ চিরবাসী হইলা নবদ্বীপ॥
সেই বংশে বিদ্যানিধি সর্ব্বরাজ্যে যার খ্যাতি পঞ্জিকা গণনে মহাগুণী।
পিতৃপুরুষের তুল্যবিদ্যা সারদা সহায় সিদ্ধা তদপরে বিদ্যাশিরোমণি॥
প্রধান আছেন যত সকলের অভিমত মহারাজ করেন মাননা।

১৪-১৫। ইতিমধ্যে সমসর আচার্য্য যে সুধাকর পরে কমলাকরের বাখান।

১৬। মালিখ্যায় রামকৃষ্ণ পূর্ব্ব পরে গেলা নবদ্বীপে॥

১৭। আর কহি নবদ্বীপে আচার্য্য নারায়ণ।

১৮-২১। অভিরাম চক্রবর্ত্তী রূপরাম যাদু নরসিংহ ঘুঘু নাম এই চারি পুত্রবংশ হীন।
দৌহিত্র সন্তানবংশ রাখিয়াছে পূর্ব্ব অংশ, বর্ত্তমানধারা আছে তিন॥
অপর বঙ্গদেশে কয় যে যথা মর্য্যাদামত অগ্রপশ্চাৎ কহিব সকলে।

	নাম	গোত্র	নিবাস
২২	পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী	গৌতম	গোটপাড়া
২৩	দেবীবর চক্রবর্ত্তী	গৌতম	গোটপাড়া
২৪	জিতামিত্র দীক্ষিত	মৌদগল্য	ঝাউদীয়া
২৫	বিষ্ণুদাস উপাধ্যায়	কাশ্যপ	মৃগীগাঙ্গনা
২৬	পুরন্দর খাঁ	গৌতম	ধর্ম্মহাটী
২৭	নয়ানচাঁদ মিশ্র	পরাশর	ডাঁউটিয়া
২৮	মীনকেতন মজুমদার	মৌদগল্য	মীনকেতনদিয়া
২৯	নিধিপতি মিশ্র	পরাশর	ইন্দ্রাকৃপুর
৩০	রাজীবলোচন দীক্ষিত	গৌতম	পিছলিয়া
৩১	বিরূপাক্ষ পাঠক	মৌঞায়ন	আমলসার
৩২	নয়ানচাঁদ উপাধ্যায়	শাণ্ডিল্য	মোহনপুর
৩৩	পরমানন্দ পাঠক	বাৎস্য	পাঁছই
৩৪	রঘুনাথ মিশ্র	কাশ্যপ	নাগিরাট
৩৫	জয়কৃষ্ণ উপাধ্যায়	কাশ্যপ	থলসী

২২-২৩। পশ্চিমেতে গোটপাড়া তথা বৈসে দুইধারা পুরুষোত্তম আর দেবীবরে ॥
তাঁহার সন্তান যত কহি আমি অভিমত মর্য্যাদায় এহি দুই ঘর।
পুরুষোত্তমের পুত্র তিনে গঙ্গাদাস আদ্যস্থানে রতন্নাটে রঘু সুধাকর ॥
দেবীবরের সন্তান নারায়ণ তাহার নাম আড়কাঁধি তাঁর নিজ ঘর ॥

২৪। ঝাউদিয়ায় জিতামিত্র অতি বড় সুচরিত্র মর্য্যাদায় মহিমা পরাপর ॥

২৫-২৭। মৃগীতে বিষ্ণুদাসের ধাম কুলশীলে অনুপাম ধর্ম্মহাটীতে বসতি পুরন্দর।
সভাকার সুতাসুত করণের অদভুত বংশ জানি দিলা যে যে ঘর ॥
খাঁ খ্যাতি পুরন্দরে মহারাজে বলে তাঁরে আমি কি লিখিব অধিকন্তু।
ডাউটিয়ার নয়ান বটে সুখ্যাতি সকলে রটে সকলে জানিয়ে আদ্যোপান্ত ॥

২৮। গ্রাম মীনকেতনদীয়া কতবা কহিব ইহা যথা গোপীনাথ মজুমদার।
বহুগোষ্ঠী মর্য্যাদাময় চারিধারা মহাশয় যশোকীর্ত্তি অনেক প্রকার ॥

২৯,৩০। ইদিরাকৃপুরে নিধিপতি, বড় রাজীব পিছ্‌ল্যা স্থিতি মর্য্যাদামস্ত জানে সর্ব্বজন।

৩১। কহিলাম সকাতরে বিরূপাক্ষ আমলসারে তার বংশ করিব গণন ॥

৩২,৩৪। মোহনপুরে নয়ান জানি, পাছ হইতে পরমানন্দ গণি নাগিরাটে জান রঘুনাথ ॥
থল্‌সীতে দুই ঘর সমতুল্য পরস্পর জয়কৃষ্ণ মঙ্গল এক সাথ ॥
তেকু মহেশ দুইজন নবদ্বীপে কথোকদিন পরে নৃসিংহ আইলা বঙ্গেতে।
তেকুর নাহিক বংশ কেবল মহেশ অংশ চাঁদ চূড়ামণি খ্যাতে ॥
কহিলাম সকল বংশ যাহার যে মর্য্যদা অংশ বিশেষ ইহা জানিবা ঠাঁই ঠাঁই।
কবি ভাষে আগু পাছ সকলি মর্য্যাদাবাজ তাহার তাৎপর্য্য কিছু নাই ॥” (রামদেবেরপত্রী)

এতদ্ভিন্ন উমেশচন্দ্রের কারিকায় নোহাশাবাসী পরাশর লম্বোদর আচার্য্য, কৃষ্ণনগরবাসী ভরদ্বাজ সুবলচন্দ্র মিশ্র, কুড়াই গ্রামবাসী গৌতম জয়কৃষ্ণ দীক্ষিত, কাঁকড়াহস্নমপুরনিবাসী কৌশিক লাউসেন মিশ্র, দাঁইহাটবাসী গৌতম গোরক্ষনাথ (ইনি বর্গীদিগের সহিত এ দেশে আগমন করেন) ও ভাণ্ডারদহনিবাসী কাশ্যপ কেশবচন্দ্র উপাধ্যায়ের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু রামদেব ইঁহাদের নামোল্লেখ করেন নাই। ইহাতে এইরূপ মনে হয়, রামদেবের পর এই কয় ব্যক্তি অথবা তাঁহাদের সন্ততিবর্গ সমাজে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-শুদ্ধ এই ৩৫ ঘর লইয়াই নদীয়া-বঙ্গসমাজ। কুলাচার্য্য রামদেব যে ৩৫ ব্যক্তির প্রথমানুসারে পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকেই এক সময়ের লোক বলিয়া মনে করা যায় না।

নিম্নে কতিপয় বংশাবলীর একদেশ উদ্ধৃত হইল—
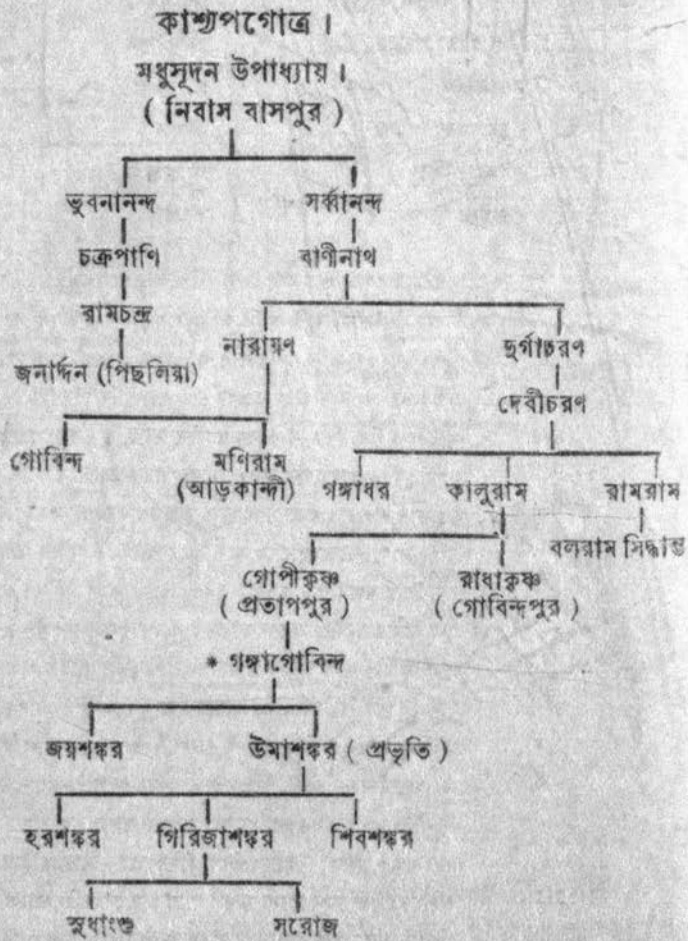
* একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি 'কোষ্ঠী-কৌমুদী' নামে একখানি বৃহৎ ফলিত জ্যোতিষ রচনা করেন।

কাশ্যপগোত্র।
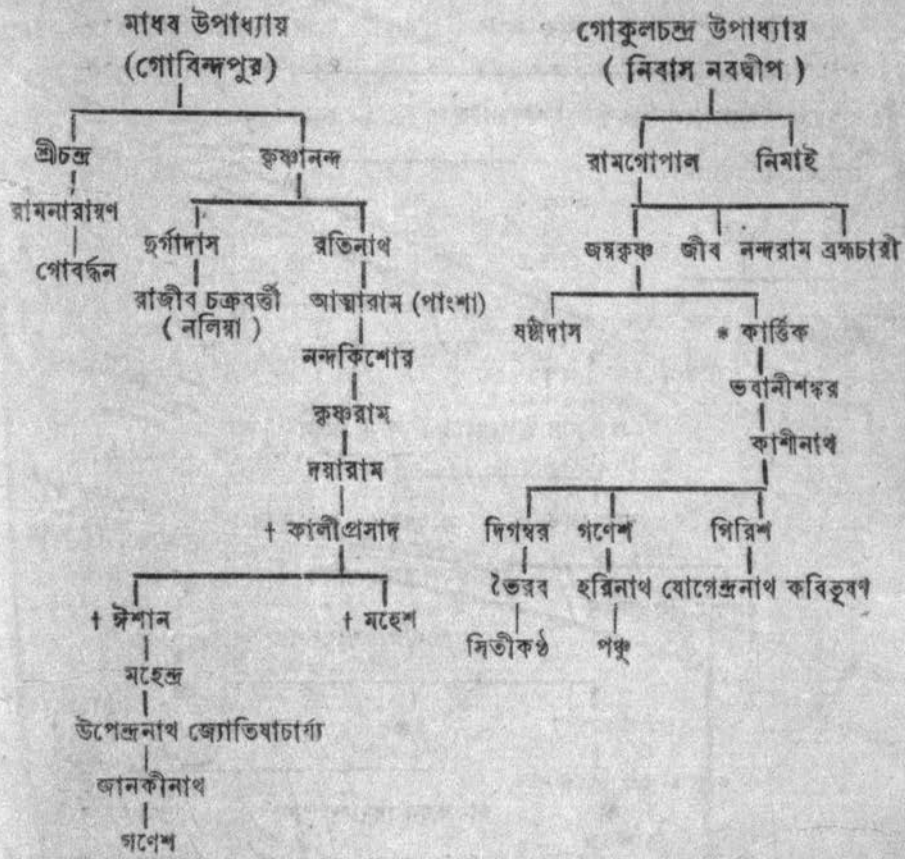
* ইনি একজন উপস্থিতবক্তা ছিলেন, ইঁহার রচিত সুললিত বহু বাঙ্গালা কবিতা পাওয়া যায়, তাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

† ইঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত ও দশকর্ম্মা ছিলেন।

কাশ্যপগোত্র।

- বিষ্ণুদাস উপাধ্যায় (মৃগীগাজনা)
  - অনন্ত
    - বলরাম
      - রামকৃষ্ণ
        - ‡ রামচরণ সর্ব্বজ্ঞ (গোবিন্দপুর)
          - রামমোহন বিদ্যানিধি
            - হরি
              - প্যারীমোহন
              - ভুবনমোহন
                - চণ্ডীদাস
        - উদয়নারায়ণ
          - নীলমণি
            - চৈতন্য
              - বেণীমাধব
                - অক্ষয়
          - গৌরচন্দ্র
            - সীতানাথ
              - সুরেন্দ্রনাথ
              - যোগেন্দ্র
        - রঘুনাথ
  - কেশব

- জয়কৃষ্ণ উপাধ্যায় (বাস খলসী)
  - রাধাবল্লভ
    - বলরাম
    - অনন্ত
    - নসিরাম
  - প্রাণবল্লভ (রাধানগর)
    - রামগোবিন্দ
      - হরি (খুসিদপুর)
        - গৌরকিশোর
          - * শীতলচন্দ্র শিরোমণি
            - কাশীচন্দ্র
              - মহিমচন্দ্র
        - ব্রজ
          - রামকমল বিদ্যাবাগীশ
            - গিরিজানাথ
              - † জগদ্বন্ধু বিদ্যাবাগীশ
                - ক্ষেত্রনাথ
          - কৃষ্ণকমল
            - ত্রৈলোক্য
            - শশধর
        - রাম
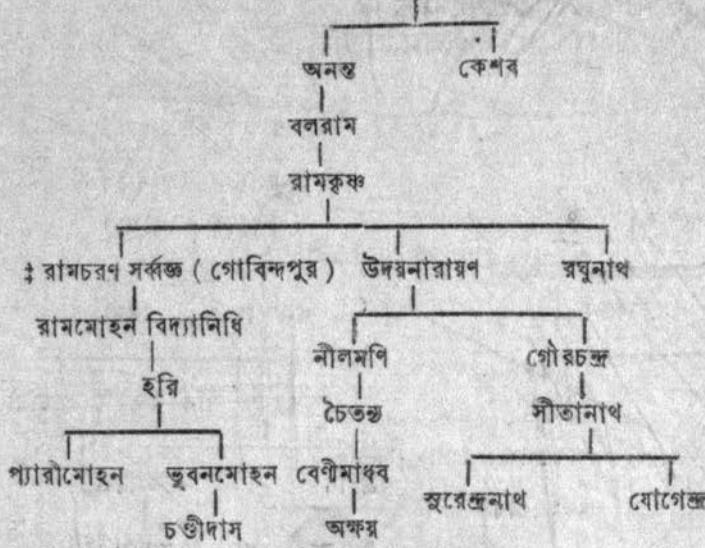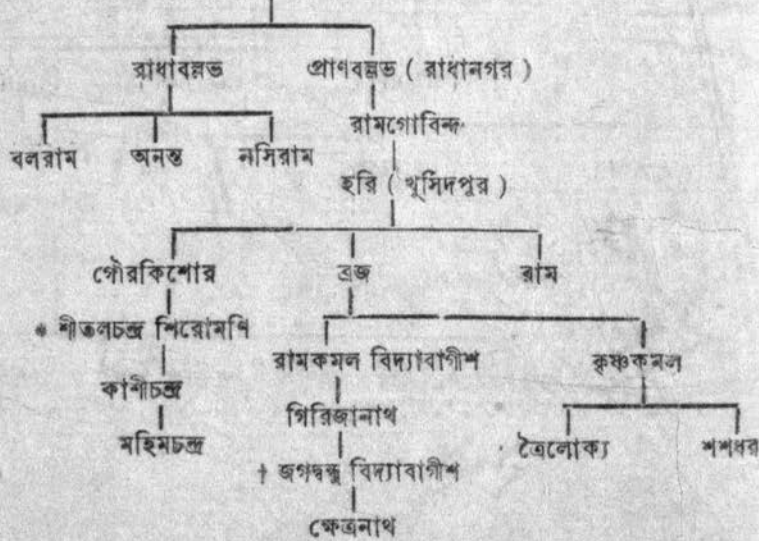
* একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন।

† একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী, নাটোরের বড়তরপের মহারাজের আশ্রিত।

‡ ইনি একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ও প্রশ্নগণনায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি নাটোরের রাজজ্যোতিষী ও তিথিপুরোহিত ছিলেন, তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে।

মৌদ্গল্যগোত্র।
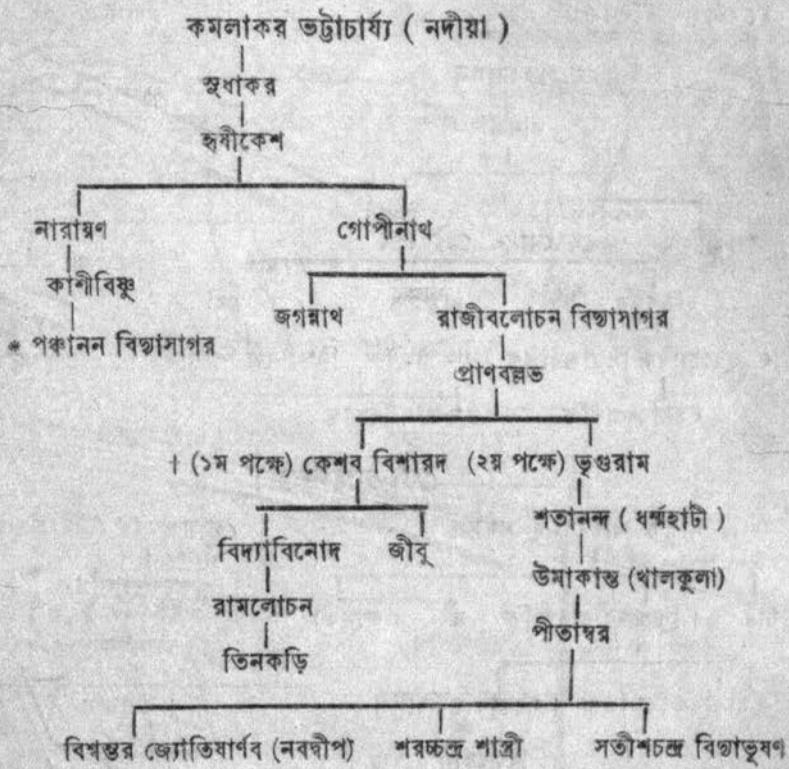
* ইনি একজন মহাপণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন। ইঁহার টোলে নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত।

† ইঁহার পঞ্জিকা এক সময়ে নানাস্থানে প্রচলিত ছিল।

মৌদ্গল্যগোত্র।

মীনকেতন মজুমদার
(মীনকেতনদীয়া-প্রতিষ্ঠাতা)

গৌতমগোত্র।

* নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও অধ্যাপক ছিলেন। ভারতের নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থিগণ ইঁহার টোলে জ্যোতিষ পাঠ করিতে আসিতেন। জ্যোতির্বিদ্যাপ্রভাবে ইনি ও ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বহু ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়াছেন।

† ইঁহারা সকলেই বিচক্ষণ শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন, এখন কিন্তু অনেকেরই বংশাভাব।
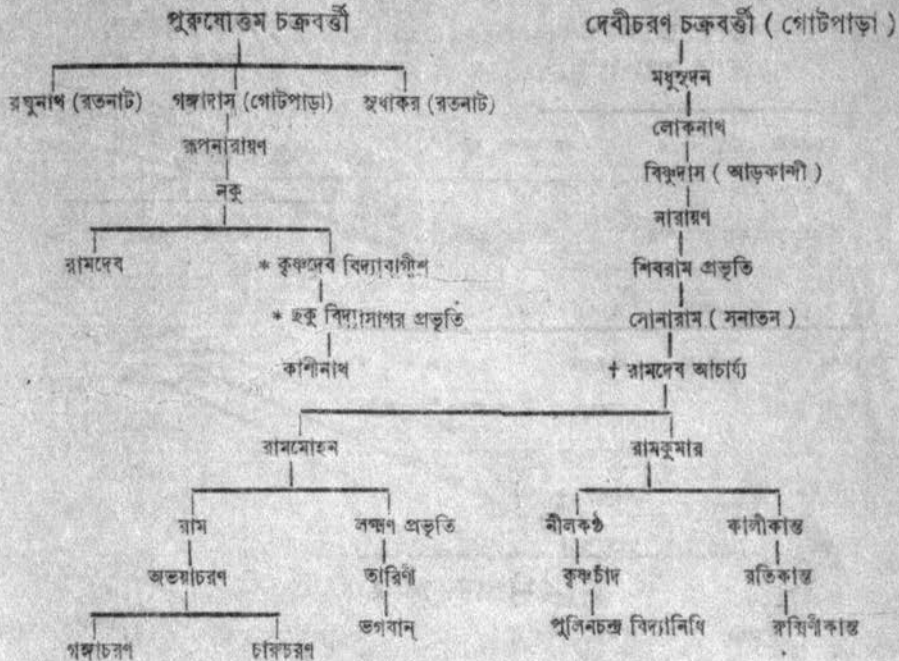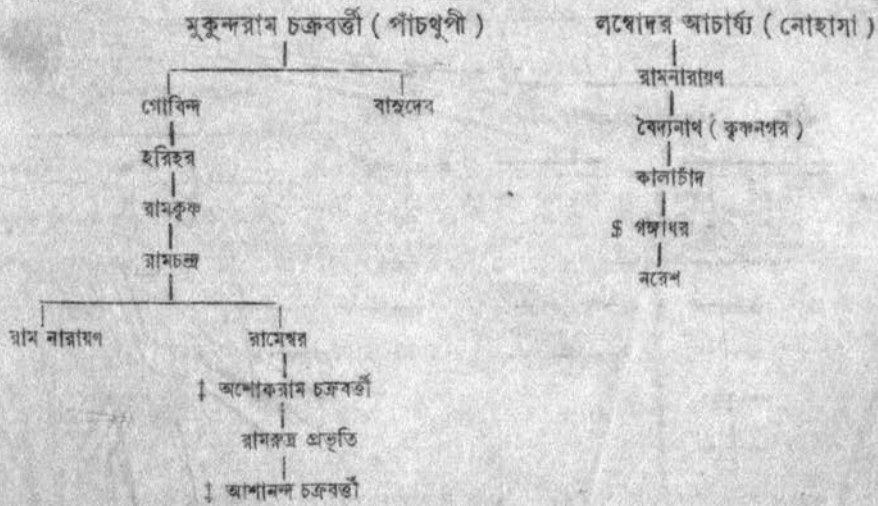
* উভয়েই জ্যোতিঃশাস্ত্রে মহাখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

† ইনিই প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়া নদীয়া বঙ্গসমাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

‡ উভয়েই দশকর্ম্মা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। উভয়েরই বহুসংখ্যক যজমান ছিল।

§ ১৭৫৫ শকে জন্ম। ইংরাজীনানাশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ও ইংরাজী অধ্যাপক বলিয়া শেষে খ্যাত হন। ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপক ইহাঁর ছাত্র।

ভরদ্বাজগোত্র।
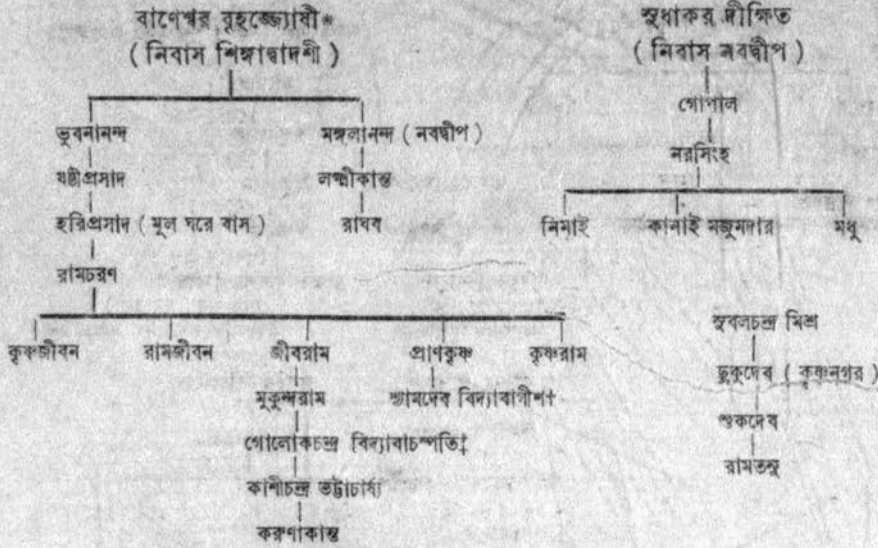
মৌদ্গায়নগোত্র।
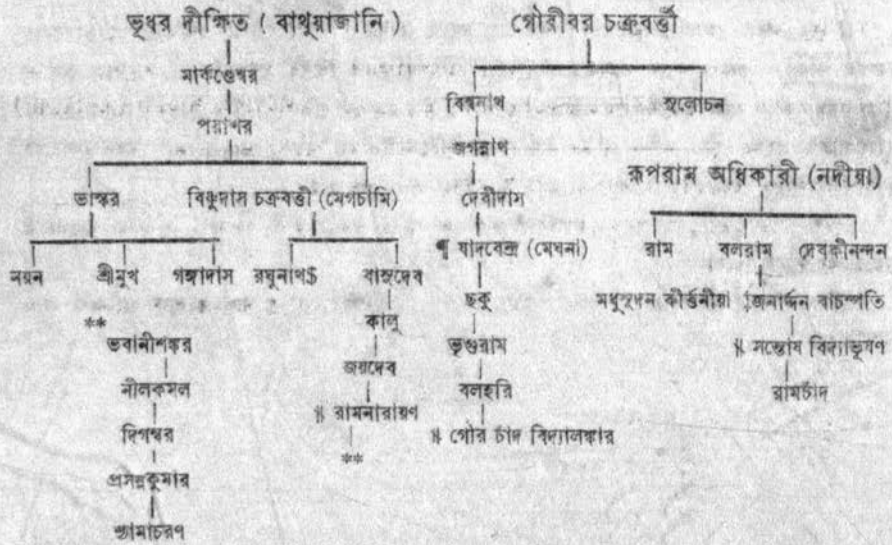
* একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন। [পৃষ্ঠায় ৯ম কারিকা দ্রষ্টব্য।] + বহুশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত।

‡ একজন মহাপণ্ডিত ও সুবক্তা। 'চণ্ডিকা চরিতামৃত' নামে একখানি বাঙ্গালা কাব্য রচনা করেন। ইঁহার হস্তলিখিত বহু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুথি পাওয়া যায়।

$ রঘুনাথ সমাজে একজন বিশেষ খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন।

¶ ইনি সামাজিকে সকল ব্যক্তির ভোজ দিয়া ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন।

॥ মহাপণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ বলিয়া গণ্য ছিলেন। ** রামনারায়ণের বংশপর্য্যায় '*' চিহ্নে লিখিত হইল।

১ ইঁহার রচিত 'জ্যোতিঃসারসংগ্রহ' নামক গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইনিই বর্ত্তমান প্রণালীতে পঞ্জিকাগণনার সূত্রপাত করেন। তজ্জন্য নবাব সরকারে তাঁহার ও তদ্বংশধরগণের বিশেষ সম্মান ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হইতে বর্ত্তমানকালে রাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের সভায়ও উক্ত বংশের এক এক জন পণ্ডিত পঞ্জীকার ছিলেন। নবাব সরকারে যেরূপ পঞ্জিকা গৃহীত হইত, সেইরূপ এখনও কলিকাতার হাইকোর্টের জন্য পঞ্জিকা হইয়া থাকে। এখন নবদ্বীপের জ্যোতির্ব্বিদ্ শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব হাইকোর্টের পঞ্জিকা গণনা করিতেছেন।

২ ইহার রচিত "সারসংগ্রহ" নামে একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ পাওয়া যায়। ইনি পঞ্চকোট ও নদীয়া রাজসভার প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন।

৩ ইনিও একজন নানাশাস্ত্রবিদ্ প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জ্যোতির্গণনায় বড়লাট হার্ডিঞ্জও প্রীত হইয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাঢ়ীয় শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণ-সমাজ।

এই বার আমরা রাঢ়ীয় শাকদ্বীপিগণের কুলবিবরণ বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সমাজের পূর্ব্বপুরুষ পৃথু, নৃসিংহ, বিষ্ণু, লোকনাথ, জনার্দ্দন, কেশব, কৃত্তিবাস, নারায়ণ, দণ্ডপাণি ও মহানন্দ এই দশ ব্যক্তি মধ্যদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন।* এই দশ জনের এইরূপ গোত্র ও উপাধি পাওয়া যায় :—

নাম	গোত্র	উপাধি
পৃথু	কাশ্যপ	বৃহজ্জ্যোষী
নৃসিংহ	ঘৃতকৌশিক	কাশ্‌পটী
বিষ্ণু	গৌতম	ওঝা
লোকনাথ	মৌদ্গাল্য (মধুকুল্য)	আচার্য্য
জনার্দ্দন	ভরদ্বাজ	ঘটক
কেশব	বাৎস্য	পাঠক
কৃত্তিবাস	শাণ্ডিল্য	মিশ্র
নারায়ণ	পরাশর	উপাধ্যায়
দণ্ডপাণি	জমদগ্নি	
মহানন্দ	আলম্যান * ।	

* পৃথুর্ন্নসিংহো বিষ্ণুশ্চ লোকনাথো জনার্দ্দনঃ।
কেশবঃ কৃত্তিবাসশ্চ নারায়ণনরোত্তমঃ॥
দণ্ডপাণির্ম্মহানন্দো দশ বিপ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মধ্যদেশং পরিত্যজ্য গৌড়দেশে সমাগতাঃ॥
বৃহজ্জ্যোষী কাশ্‌পটিশ্চ ওঝাচার্য্যচতুষ্টয়ম্।
ঘটকঃ পাঠকশ্চৈব মিশ্রোপাধ্যায় এব চ॥
জমদগ্নিরালম্যানো দশ খ্যাতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বৃহজ্জ্যোষী কাশ্যপগোত্রঃ কাশ্‌পটী ঘৃতকৌশিকঃ॥
ওঝা গৌতম আখ্যাতা আচার্য্যমধুকুল্যয়োঃ।
ঘটকশ্চ ভরদ্বাজঃ পাঠকো বাৎস্যোপাধিকঃ॥
মিশ্রঃ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ স্যাদুপাধ্যায়ঃ পরাশরঃ।
জমদগ্নিরালম্যান দশ গোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (কুলানন্দের কারিকা)

উক্ত দশ গোত্রের মধ্যে কাশ্যপের প্রবর কাশ্যপ, অপ্সার ও নৈধ্রুব; ঘৃতকৌশিকের কুশিক, কৌশিক ও ঘৃত-কৌশিক; গৌতমের গৌতম, আঙ্গিরস ও আবাস; মৌদ্গাল্য ও বাৎস্যগোত্রের ঔর্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নু-বৎ; ভরদ্বাজের ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য; শাণ্ডিল্যের শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল; পরাশরের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ, জমদগ্নির জমদগ্নি, ঔর্ব ও বশিষ্ঠ এবং আলম্যানের আলম্বায়ন, শালঙ্কায়ন ও শাকটায়ন।

উক্ত দশ ব্যক্তির প্রথমে গৌড়ে বাসহেতু তদ্বংশীয়গণ 'গৌড়ীয় গ্রহবিপ্র' বলিয়াই গণ্য ছিলেন। প্রথমে ঐ দশ ব্যক্তি কোন্ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, আমাদের সংগৃহীত রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রকারিকাসমূহ হইতে তাহার কোন পরিচয় পাইলাম না। কুলানন্দ-রচিত গ্রহবিপ্র-কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, উক্ত দশ ব্যক্তির মধ্যে পৃথু বৃহজ্জ্যোষী কোটমোড়েশ্বরে, নৃসিংহ কাশ্যপটি ঋষ্যশৃঙ্গপুরে এবং লোকনাথ আচার্য্য মধ্যরাঢ়ে আসিয়া বাস করেন। অপর সাতজন কোথায় আসিয়া রহিলেন, তাহা জানা যায় নাই।

কোন্ সময়ে ঐ দশব্যক্তি গৌড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কুলগ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ পাইলাম না। তবে কুলগ্রন্থ হইতে পৃথু, নৃসিংহ ও লোকনাথ এই গ্রহবিপ্রত্রয়ের বংশাবলী আলোচনা করিলে এখন হইতে প্রায় পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহাদের গৌড়াগমন কাল ধরিয়া লওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস, রাজসাহী প্রদেশে যে সময়ে হিন্দুকুলতিলক রাজা গণেশ মুসলমান নৃপতিকে বিনাশ করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময়ে (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের প্রাক্কালে) রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রগণের উক্ত পূর্ব্বপুরুষগণ নব হিন্দুরাজের অনুগ্রহলাভাশায় গৌড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুদিগের গ্রহবৈগুণ্যে হিন্দুরাজ্য স্থায়ী হয় নাই, হিন্দুরাজের ইহলোক পরিত্যাগের সহিত তাঁহার মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী পুত্র গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিলে, নিষ্ঠাবান্ গ্রহবিপ্র-দশকের আর গৌড়রাজধানী ভাল লাগিল না, গৌড়ের অধীন উত্তররাঢ়ভুক্ত কোটমোড়েশ্বর, ঋষ্যশৃঙ্গপুর ও কেহ বা মধ্যরাঢ়ে আসিয়া বাস করিলেন এবং ক্রমে তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদি রাঢ়দেশের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

কুলানন্দের কারিকা হইতে জানিতে পারি যে, গৌড়াগত পৃথু, নৃসিংহ, লোকনাথ প্রভৃতির অধস্তন বংশধরগণ ৫ম হইতে ৭ম পুরুষের মধ্যে রাঢ়দেশের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমে রাঢ়বাসী গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে গৌড়, অন্তরাঢ় ও মধ্যরাঢ় এই তিন মেল বা সমাজ ছিল। তৎপরে পৃথু কাশ্যপের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ শালগ্রামের চেষ্টায় বর্দ্ধমান ও কায়তি এই দুইটী সমাজ স্থাপিত হয়। বর্দ্ধমান-সমাজ স্থাপনের কারণ পিতাপুত্রে বিবাদ। পরশুরাম পিতার সহিত বিবাদ করিয়া বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন এবং এখানে স্বতন্ত্র মেলবন্ধ বা সমাজস্থাপন করেন।১ গৌড় সমাজের গৌতম-গোত্রজ শ্রীরাম ও গদাধর মধ্যরাঢ়ে আসিয়া এঁসোভেদায় বাস করেন, এখানে তাঁহাদেরও স্বতন্ত্র

(১) "গৌড়ান্ত মধ্যস্থান তিন মেল ছিল।
বর্দ্ধমান কায়থি সঙ্গে শালগ্রাম বাড়াল॥
পিতাপুত্রে বিবাদ করি বর্দ্ধমানে বাস।
মেলিবন্ধ কুটুম্বিতা পরশুরামাখ্যাত॥"

সমাজ স্থাপিত হয়।২ ক্রমে সন্তানসন্ততি বৃদ্ধির সহিত গঙ্গাতীরে বালী ও দক্ষিণে দ্বারহাটা সমাজ গঠিত হইয়াছিল।'৩

রাঢ়ীয় শাকদ্বীপীয়গণের সমাজসীমা।

রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও তাঁহারা স্ব স্ব বিশুদ্ধিতারক্ষায় তৎপর ছিলেন, পাছে অন্য স্থানের লোক গ্রহবিপ্র বলিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন, পাছে স্ব-সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তি সমাজের বাহিরে গিয়া সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হন, সেজন্য তাঁহাদের সমাজপতিগণ সমাজের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

"গঙ্গার পশ্চিম ভাগে বালিগ্রাম সীমে।
আশী ক্রোশ মৌড়েশ্বর তাহার পশ্চিমে॥"

অর্থাৎ রাঢ়ের পশ্চিমাংশে বীরভূম জেলাস্থ কোটিমৌড়েশ্বর হইতে পূর্ব্বাংশে হুগলী জেলাস্থ বালীগ্রাম পর্য্যন্ত ৮০ ক্রোশের মধ্যে রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রদিগের স্থান বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ইহার বাহিরে যে সকল গ্রহবিপ্র বাস করেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্র-সমাজভুক্ত নহেন।

কুলপদ্ধতি।

যে সময় উক্ত গ্রহবিপ্রগণ রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করিতে ছিলেন, তৎকালে এদেশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সকল উচ্চ সমাজেই কৌলীন্যের যথেষ্ট প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টান্তে তাঁহাদিগের মধ্যেও কন্যাগত কুল হইল।

রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্র-সমাজের লোকসংখ্যা তখন অতি অল্প। অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে কন্যাগত কুল রাখা অনেক সময়েই সমাজের হিতকর না হইয়া বরং অমঙ্গলজনক। তাই এই কন্যাগত কুল বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। এই কন্যাগত কুলপ্রণালী কিরূপ ভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহার নিয়মাদি বর্ত্তমান গ্রহবিপ্রগণের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় নাই। তবে কি কারণে এই কন্যাগত কুল রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রসমাজ হইতে উঠিয়া গেল, সে সম্বন্ধে কুলানন্দ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"কন্যাগত কুল ছিল কুলের হ'ল ভঙ্গ।
কুলানন্দ বলে শুন তাহার প্রসঙ্গ॥

(২) "এঁসোভেদাহ্বয়স্থানং গৌড়াখ্যো গৌতমস্তথা।
শ্রীরামো গদাধরো নাম মধ্যরাঢ়ে সমাগতাঃ॥" (কুলানন্দ)

(৩) "আচার্য্যোপাধিযুক্তাঃ কুলভবপুরুষাঃ স্থানমেষাং ক্রমেণত্তি
মধ্যাংশে বর্দ্ধমানং গউড়বসনভৃস্তালিতং কায়তিশ্চ।
এড়ুয়ানাখ্যস্থানং বহুজনবিদিতং মধ্যরাঢ়োস্তবীয়ঃ
গঙ্গাতীরে চ বালী সকলগুণযুতা দক্ষিণে দ্বারহাটা॥"
(অচ্যুতপঞ্চাননের কুলপঞ্জিকা)

লাশিগাঁর কুলভঙ্গ কড়ুই কলিজান।
কাশ্যপ এড়োয়েতে ভরদ্বাজ হইলেন বংশজ॥
এঁসোভেদার গৌতমের কুলের হ'ল নাশ।
ভিন্‌ভিনিতে এসে তিনি করিলেন বাস॥
গৌড়ে গোবিন্দ করেন কুলব্যবহার॥
মধ্যরাঢ়ে পূজ্যি পূজা পরশুরামের স্থান।
অন্তরাঢ়ে মেলীবন্ধ শুন কুটুম্ব প্রমাণ॥
ঘটক দ্বারহাটা বালী করিল গোকুল।
কলিজানের কুল নষ্ট করেন বাতাগুল॥
মেলী হইল অন্য কুলে কর্ম্ম নাহি হয়।
অন্নগত কুল হইলে হইবে অক্ষয়॥
গৌড় অন্ত মধ্যস্থান তিন মেলী ছিল।
বর্দ্ধমান কায়থি সঙ্গে শালগ্রাম বাড়াল॥
পিতা পুত্রে বিবাদ করি বর্দ্ধমানে বাস।
মেলীবন্ধ কুটুম্বিতা পরশুরামাখ্যাত॥
এঁসোভেদাহ্বয়স্থানং গৌড়াখ্যো গৌতমস্তথা।
শ্রীরামগদাধরো নাম মধ্যরাঢ়েসমাগতাঃ॥
চতুষ্কন্যাপ্রদানেন ক্রিয়তে স্থাননির্ণয়ম্॥
বর্দ্ধমানশ্চ কায়থি আয়ড় গড়উস্তথা।
ওঝাচার্য্যেতি বিখ্যাতাঃ চত্বারশ্চ কুলদ্বয়ং॥
দুর্গাবরঃ শালগ্রামঃ কমলো গউরস্তথা।
পরশুরামদুহিতৄণাং পতয়ঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ॥
চারিপাত্রে চারিকন্যা করেন সম্প্রদান।
এক সুবর্ণ দক্ষিণা থালায় করি দান॥
পরশুরামের পূজ্যি পূজা থালায় করি পাণ।
স্থানের বিছানা দিল চারি তেলের ভাঁড়॥
বিদায়ের অঙ্ক হইল চারি পণ কড়ি।
শ্রোত্রিয়ের তুল্য মূল্য একপণ ছাড়ি॥
মধুকুল্যো আচার্য্য কাশ্যপেতে ওঝা।
গৌতমেতে রেশমুণ করিলেক পূজা॥
জমদগ্নি আলমান শ্রোত্রিয় তাহার।
আটঘরে মেলীবন্ধ পরশুরামাখ্যাত॥

গণপতি ভৈরবলক্ষ্মণ ব্যাস অচ্যুত পঞ্চানন রবি আর।
রাঢ়ে গৌড়ে ঘর সাত আট গোবিন্দ করিলেন কুলব্যবহার ॥
দুর্গাবরের পুত্র গোবিন্দ নবগুণে সাজা।
পরশুরাম ক'রেছিলেন দুর্গাবরের পূজা ॥
গোবিন্দের ছয় কন্যা কনিষ্ঠা পঞ্চাননী।
ওঝা আচার্য্য দেশমুখ মধ্যরাঢ়ে গণি।
মধুকুল্যে আচার্য্য কাশ্যপেতে ওঝা।
গৌতমেতে দেশমুখ কন্যা দিব কোথা ॥
ঘটক দ্বারহাটা বালী সগোত্র হয়।
কলিজানে কন্যা দিলে কুলের হানি হয় ॥
গৌড়দেশে ছয় কন্যা করেন সম্প্রদান।
কুলানন্দ বলে শুন তাহাদের নাম ॥
গোবিন্দস্যৌরসজাতা রামা চন্দ্রমুখী তথা।
গৌরী ভগবতী শ্যামা কনিষ্ঠা পঞ্চাননী স্মৃতা ॥
কুলে কন্যাপ্রদানেন গোবিন্দো গউড়ং গতঃ।
দামোদরশ্চক্রপাণির্বেণী মনোহরস্তথা ॥
প্রজাপতির্দেবীবরো গোবিন্দদুহিতাপতিঃ ॥

* * * *

ছয় স্থানে ছয় কন্যা করেন সম্প্রদান।
গৌড়ে গোবিন্দ রট বলে কলিজান ॥
তস্য পর মেলি বন্ধ অস্তরাঢ়ে হয়।
তাহার বিস্তার কথা কুলানন্দে কয় ॥
গোকুল কবিজান শ্রীপতি চৈতন।
বালিগড়ে মেলি বন্ধ কৈল চারিজন ॥
রবিকুল উজ্জ্বল কমল গোবিন্দ।
মধ্যরাঢ়ে কমল কায়থিতে গোবিন্দ ॥
গণপতির মধ্যম পুত্র চক্রপাণি নাম।
গোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সেই জ্যেষ্ঠ জামাই ॥
বর্দ্ধমানে কৈল বাস নিয়ে ভূমি দান।
গোবিন্দ করিল তারে প্রধান বর্দ্ধমান ॥
প্রধান করিয়া তারে সকলেতে মানে।
শশিধরের বিবাদ হইল গোবিন্দের সনে ॥

বিবাদ করিয়া তারা যূথ বদ্ধ করে।
সেই হইতে বর্দ্ধমান মধ্যরাঢ় বলে॥
তস্য পর বজীবর আচার্য্য কৃষ্ণদেব ওঝা।
পরশুরাম ইহাদিগে করেন নাই পূজা॥
তার পর দেশভঙ্গ পলায়ন হয়।
কুলানন্দের কুলের কথা এইখানে রয়॥"

কুলানন্দ-বর্ণিত উক্ত গ্রহবিপ্র-কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, কাশ্যপগোত্রজ কলিজান হইতেই গ্রহবিপ্রসমাজে কুলভঙ্গের সূত্রপাত। পৃথু কাশ্যপের ৫ম পুরুষে বিক্রম বৃহজ্জ্যোষী মৌড়েশ্বর পরিত্যাগ করিয়া বাতাগুলে আসিয়া বাস করেন। তিনি একজন প্রধান কুলীন ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শালগ্রাম ও সদানন্দ উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যরাঢ়ে প্রধান কুলীন বলিয়া সম্মানিত ছিলেন *। বিক্রমের পুত্র কলিজান, কলিজান যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কলিজানেরও জীবনের আশা ছিল না, কালিকাদেবীর কৃপায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়, তজ্জন্য তিনি কালীজান বা কলিজান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন †। কলিজান বাতাগুল পরিত্যাগ করিয়া সাজপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি নাশিগাঁয়ে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কুল ভঙ্গ করেন। কুলচ্যুতি ঘটায় তাঁহার কার্ত্তিক, কৃপা, মুকুন্দ, মাধব, মধু ও বনমালী এই ছয় পুত্রও ভঙ্গ বলিয়া গণ্য হন ‡। এইরূপে এড়োর-গ্রামবাসী ভরদ্বাজ ও কাশ্যপগোত্রজ রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রগণেরও কুলচ্যুতি ঘটে। এঁসোভেদা গ্রামে গৌতমগোত্রজ কুলীনগণের বাস ছিল, তাঁহাদেরও ক্রমে কুল নষ্ট হয় এবং ভঙ্গ কুলীনসন্তানগণ ভিন্‌ভিনিতে আসিয়া বাস করেন। তৎপূর্ব্বে পরশুরাম বর্দ্ধমানে গিয়া মৌদগল্য গোত্রজ দুর্গাবর ও কমল আচার্য্য এবং কাশ্যপগোত্রজ শালগ্রাম ও গৌরওঝার সঙ্গে আপনার চারি কন্যার বিবাহ দিয়া এক মেলী বা সমাজ পত্তন করিয়াছিলেন। এই সময়ে পরশুরাম চারি জামাতাকে মর্য্যাদাস্বরূপ এক সুবর্ণ, এক

* "বিষ্ণুপুত্র ভাস্কর অতি গুণবান্। বিক্রম কেশব তাঁর এ দুই সন্তান॥
বিক্রম নামে তিনি গেলা বাতাগুলে। কলিজান নামে পুত্র ভঙ্গ হৈল কুলে॥
শালগ্রাম সদানন্দ কেশব সন্তান। আদ্য অন্ত মধ্যরাঢ়ে কুলের প্রধান॥"

† "কলিজান কাশ্যপ গোত্র সাজপুরে স্থান।
বিক্রম সন্তান তেঁহ বাতাগুলে ধাম॥
গর্ভের সন্তান রেখে পিতার হৈল নাশ।
কালিকাকৃপায় তার নাম কলিজান॥" (কুলানন্দ)

‡ "কলিজানের ছয় পুত্র শুন তার নাম।
সাজপুর ভঙ্গ হইয়া কুলের হইল নাশ॥
কার্ত্তিক কৃপা মুকুন্দ মাধব মধু বনমালী।
কলিজানের ছয় পুত্র কুলচ্যুতে জানি॥" (কুলানন্দ)

থালা, এক এক বিছানা ও চারি তেলের ভাঁড় দিয়াছিলেন। এই সময় কুলীনের কুল-মর্য্যাদা চারিপণ ও শ্রোত্রিয়ের এক এক পণ কম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সময় পরশুরামের চেষ্টায় মৌদ্গল্যগোত্র আচার্য্য, কাশ্যপগোত্র ওঝা, গৌতমগোত্র দেশমুখ এই তিন ঘর কুলীন এবং জমদগ্নি, আলম্যান প্রভৃতি আটঘর শ্রোত্রিয় লইয়া মেল বা সমাজ হইল। দুর্গাবর আচার্য্যের কনিষ্ঠ যদু লস্কর মুসলমান নবাবের উজীর ছিলেন, তিনি আত্মহত্যা করিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (দুর্গাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র) গোবিন্দ আচার্য্য উজীর পদ লাভ করিয়া ধনে মানে কুলে শীলে বর্দ্ধমানে প্রধান হইলেন। মাতামহ পরশুরামের চেষ্টায় তিনি বর্দ্ধমানে সমাজপতি হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, মধ্যরাঢ়ের অনেকেরই কুল নষ্ট হইয়াছে, বারহাটা ও বালী সমাজে তখন কুলীন থাকিলেও তাঁহারা গোবিন্দের স্বগোত্র। কাশ্যপদিগের মধ্যে ওঝা ও গৌতমদিগের মধ্যে দেশমুখ সমাজে সম্মানিত হইলেও তাঁহাদের কাহারও তখন আর কুল ছিল না। এই জন্য তিনি রাঢ় ও গৌড় হইতে আট ঘর লইয়া কুল-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই আট ঘরের মধ্যে কাশ্যপগোত্রজ গণপতি ও ভৈরব, ঘৃতকৌশিক গোত্রজ লক্ষ্মণ, এই তিনজন কুলীন এবং পঞ্চানন, রবি, (পরাশর গোত্রজ) ব্যাস, গোবিন্দ ও অচ্যুত এই পাঁচ ঘর শ্রোত্রিয় বা মৌলিক ছিলেন। * গ্রহবিপ্রসমাজে ইহাই গোবিন্দ আচার্য্য কর্তৃক গৌড়ে কুলব্যবহার বলিয়া খ্যাত।

গোবিন্দ আচার্য্যের ছয় কন্যা, এই ছয় কন্যার সঙ্গে কাশ্যপ গোত্রজ চক্রপাণি, দামোদর ও দেবীবর এবং ঘৃতকৌশিকগোত্রীয় বেণী, মনোহর ও প্রজাপতির বিবাহ হয়। ছয় জনের মধ্যে (গণপতির মধ্যম পুত্র) চক্রপাণিই গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ জামাতা ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন। গোবিন্দ তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত করেন। কিন্তু চক্রপাণির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শশিধর ওঝা তাঁহাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাহাতে উভয়ে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদের সময়ে বর্দ্ধমান সমাজের অধিকাংশ লোকই চক্রপাণিকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিলেন। যাঁহারা শশিধরের সঙ্গে মিশিল, তাহারা স্বতন্ত্র যুগবন্ধ হইল। এই দলাদলি হইতেই বর্দ্ধমান সমাজ হইতে "মধ্যরাঢ়" পৃথক্ সমাজ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। †

যখন গোবিন্দ বর্দ্ধমানে সমাজপতি হইলেন, সেই সময়ে কলিজ্জান তাঁহার নিকট

* "উত্তরাংশে গণপতি ভৈরব লক্ষ্মণ।
নামজ্ঞানে কুলজ্ঞানে বংশেতে কথন॥
পঞ্চানন রবি ব্যাস গোবিন্দ অচ্যুত।
পাঁচঘর মৌলিক লইয়া তিন কুলের যূথ॥" (গ্রহবিপ্রকুলজিকার)

† "গণপতি মধ্যম পুত্র চক্রপাণি নাম। গোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সেই জ্যেষ্ঠ জামাই॥
বর্দ্ধমানে কৈল বাস নিয়ে ভূমিস্থান। গোবিন্দ করিল তারে প্রধান বর্দ্ধমান॥
প্রধান করিয়া তারে সকলেতে মানে। শশিধরের বিবাদ হইল গোবিন্দের সনে॥
বিবাদ করিয়া তারা যুগবন্ধ করে। সেই হইতে বর্দ্ধমান মধ্যরাঢ় বলে॥"

উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। কুলভ্রষ্ট কলিজানের স্বতন্ত্র সমাজবন্ধনের অভিলাষ জন্মে। সে সময়ে দ্বারহাটা-সমাজে রজিপুরবাসী (মৌদ্গল্য গোত্রজ) গোকুল ঘটক প্রধান কুলীন ছিলেন। তিনি কলিজানের প্ররোচনায় পরাশরগোত্রীয় ব্যাসের সন্তান মহাপণ্ডিত শ্রীপতি এবং এঁসোড়েদা-গ্রামবাসী গৌতমগোত্রজ চৈতন্যকে লইয়া বালিগড়ে একটী স্বতন্ত্র যূথ বা দল করিলেন। * তৎকালে বর্দ্ধমানে মৌদ্গল্যগোত্রীয় বল্লীবর আচার্য্য ও কৃষ্ণদেব ওঝা কুলীন বলিয়া গণ্য ছিলেন, কিন্তু পরশুরাম তাঁহাদিগের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা পরে শশিধর ওঝার দলে মিলিত হইয়াছিলেন।

প্রথমতঃ সমাজে পাত্রাভাব, তার পর আবার বিভিন্ন সমাজ মধ্যে দলাদলি ইত্যাদি কারণে আর কন্যাগত কুল চলিল না, সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে লাগিল। তাহার উপর মুসলমানের অত্যাচারে সমাজ ভাঙ্গিয়া গেল। ইহার অনতিকাল পরে মৌদ্গল্য-গোত্রীয় কুলীনবংশে নৃসিংহ নামে দৈববল-সম্পন্ন এক জন সমাজহিতৈষী মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া পূর্ব্বনিয়ম অধিকাংশ পরিবর্ত্তন ও কন্যাগতকুলের পরিবর্ত্তে অন্বয়গত কুলনিয়ম প্রচলন করিলেন ; তাঁহারই প্রবর্ত্তিত কুলপদ্ধতি অদ্যাপি রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্র-সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। এই কুলপদ্ধতি প্রচলন দ্বারাই তিনি কুলানন্দ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।†

কুলানন্দ পূর্ব্বনিয়মানুসারে দাতা, ভোক্তা, গৃহীতা, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও অপরকে আত্মবৎ সম্মানকারী এরূপ ষড়্‌গুণাক্রান্ত ব্যক্তিকেই কুলীন ‡ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাঁহার মতে কুকর্ম্মকারী, ধর্ম্মহীন, নীচঘরে বা সমাজের বাহিরে কন্যা-বিক্রয়কারী, এরূপ লোক কুলনাশক। এক গোত্রে এক প্রবরেও যে বিবাহ হয়, সে স্ত্রী পরিত্যাগের যোগ্য, বিবাহকারীকে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। যে মাতৃপক্ষে পঞ্চম ও পিতৃপক্ষে সপ্তম পুরুষের মধ্যে

* "বুদ্ধিমন্ত বংশে গোকুল বুদ্ধিমান্। যূথ করে বাড়াইতে আপনার মান॥
বালীগড় রাতাগুল ওঝা লইয়া যূথ। কুলমান নষ্ট করেন ঘটকের সুত॥
চারি পণে ছয় পণ বাড়াইয়া কড়ি। বিদায়ের সময়েতে করে হুড়াহুড়ি॥" (কুলানন্দ)

† "মৌদ্গল্যগোত্রে গ্রহভূসুরাণাং কুলেঽভবদ্বেদবিধানদক্ষঃ।
নৃসিংহনাম্না প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ধনী সুখী সর্ব্বগুণৈরুপেতঃ॥
দৃষ্ট্বা জনাঃ শক্তিভিরন্বিতং তমমানুষীভির্মিলিতাস্তদগ্রে
সমাজবন্ধং প্রতি যত্নবন্তঃ সমাজশৈথিল্যমমুং প্রচখ্যুঃ।
নিশম্য সর্ব্বং তদসৌ নৃসিংহঃ সমাজবন্ধং স চকার তেষাম্
ততঃ প্রভৃত্যেব নৃসিংহদেবোঽভবৎ কুলানন্দ ইতি প্রসিদ্ধঃ॥"
(রাঢ়ীয়গ্রহবিপ্রকুলপঞ্জিকা)

‡ "দাতা ভোক্তা গৃহীতা চ ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদিতা।
আত্মতুল্যং সদা মানং ষড়্‌গুণং কুললক্ষণম্॥"

বিবাহ করিবে, সে বিবাহ-জাত সন্তানেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। * অতএব গ্রহবিজগণের এ সকল নিষিদ্ধ।

এক একটী সমাজ যেন এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। প্রতি রাজ্যের জন্য যেমন এক এক জন রাজা, মন্ত্রী, সামন্ত ও অধীনে রাজকর্ম্মচারী আবশ্যক, সেইরূপ রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্র-সমাজ-শাসনকল্পে সমাজপতিরূপে আচার্য্য শ্রেষ্ঠতম কুলীন, মন্ত্রী বা প্রাড্‌বিবাকরূপে ওঝা মধ্যম কুলীন ও সামন্তরূপে দেশমুখ নিম্নশ্রেণীর কুলীন হইলেন এবং সাধারণ রাজকর্ম্মচারিরূপে শ্রোত্রিয় বা মৌলিক এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণী কল্পিত হইল। কি কারণে এইরূপ সমাজ ও শ্রেণী বিভাগ ঘটিয়াছিল, এ সম্বন্ধে রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রগণের "গ্রহবিপ্রকুলবিচার" নামক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"গ্রহদান গ্রহণেতে গ্রহবিপ্রশ্রেণী। গণক দৈবজ্ঞ নাম জ্যোতিঃশাস্ত্রে গণি ॥২
ভিন্ন ভিন্ন মেলী হইয়া আছে দেশে দেশে। ভিন্ন মেলী ভিন্ন কুল আছয়ে বিশেষে ॥৩
তার মধ্যে রাঢ়দেশে আছে যেই মেলী। কোন অবধি কত দুর বিস্তারিত বলি ॥৪
গঙ্গার পশ্চিম ভাগে বালীগ্রাম সীমে। আশী কোশ মৌড়েশ্বর তাহার পশ্চিমে ॥৫
ইহার মধ্যে ছিল গ্রহবিপ্র যত। কুল মৌলিক ছিল নাই সকলি এক মত ॥৬
কুলানন্দ নামে এক দৈবলোক ছিল। সকলে ডাকিয়া কুল নিরূপণ কৈল ॥৭
কুল লক্ষণ ছয় গুণ † ছিলই যাহার। কুলীন হইল সেই করিল বিচার ॥৮
ওঝা দেশমুখ শ্রোত্রী এই কুলের যুথ। চিরকাল হইবেক কুলীনের সুথ ॥৯
গুণের বিচার করি ক্রমে হবে নাম। ওঝা দেশমুখ শ্রোত্রী উত্তর উত্তর কম ॥১০
কোতরঙ্গ বালী আর কোট মৌড়েশ্বর। ডাকপাক নবকুল ইহার ভিতর ॥১১
উত্তরাংশে গণপতি ভৈরব লক্ষ্মণ। নামজ্ঞানে কুলজ্ঞানে বংশেতে কথন ॥১২
পঞ্চানন রবি ব্যাস গোবিন্দ অচ্যুত। পাঁচঘর মৌলিক লইয়া তিন কুলের যুথ ॥১৩
কুলীনে আচার্য্য নাই উত্তরাংশে যত। কুলমৌলিক সকলের বংশরূপে খ্যাত ॥১৪
মধ্য আর দক্ষিণ রাঢ়ে কুলীনে আচার্য্য। ছয় কুলের ছয় ওঝা ছয় দেশমুখ্য ॥১৫
আট ঘর শ্রোত্রিয় ছয় কুলে বিদিত। পূজ্য পূজক সম্বন্ধেতে আছে নিয়মিত ॥১৬
আচার্য্য ওঝা দেশমুখ শ্রোত্তরি। এই যুথ ডাকপাক রবে বরাবরি ॥১৭

* "কুকর্ম্মী ধর্ম্মহীনশ্চ কুস্থানে কন্যাবিক্রয়ী।
অতো বিভজতে যেন কুকার্য্যে কুলনাশনম্ ॥
একগোত্রে সপ্রবরে বিবাহো যস্ত জায়তে।
স এব স্ত্রীং পরিত্যজ্য দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥
সপ্তমে পঞ্চমে বাপি যেষাং বৈবাহিকী ক্রিয়া।
তেষাং সন্তানকা নীচা বিবাহে শূদ্রতাং গতাঃ ॥"

† "নবগুণ" এইরূপও পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, কিন্তু কুললক্ষণানুসারে "ছয় গুণ" প্রকৃত পাঠ।

ষড়্‌গুণে আচার্য্য নাম পঞ্চগুণে ওঝা।	চতুর্গুণে দেশমুখ কুলের করে পূজা ॥১৮
ত্রিগুণেতে শ্রোত্রিয় কুলের আভরণ।	চিরকাল করে তারা কুলীন পূজন ॥১৯
আচার্য্যের চারি পণ ওঝার চৌদ্দবুড়ি।	সাড়ে তের বুড়ি সারী দেশমুখের কড়ি ॥২০
শ্রোত্রিয় আট ঘরের তের বুড়ি মান।	আর কষ্টশ্রোত্রিয় তিন পণ পান ॥২১
স্থান জ্ঞানে কুলজ্ঞানে মধ্য আর দক্ষিণে।	স্থান নাম গোত্রমান বলি বিবরণে ॥২২
বর্দ্ধমান মধ্যরাঢ় কায়থি গউড়।	বালী আর দ্বারহাটা এই ছয় কুল ॥"২৩

উদ্ধৃত কুলকারিকায় কুলানন্দের কুলপদ্ধতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কুলানন্দ বর্দ্ধমান, মধ্যরাঢ়, কায়তি, গৌড়, বালী ও দ্বারহাটা এই ছয় সমাজ এবং গণপতি, ভৈরব ও লক্ষ্মণ এই তিন জনকে ধরিয়া মোট নয় কুল স্বীকার করিলেও তিনি উত্তররাঢ়বাসী গণপতি, ভৈরব ও লক্ষ্মণের সন্তানদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, উত্তররাঢ়ের বা গৌড়সমাজের কুলনিয়মও তিনি বিশেষ করিয়া বলেন নাই, কেবল এই মাত্র বলিয়াছেন যে, মধ্য ও দক্ষিণরাঢ়ে যেমন আচার্য্যই কুলীন অর্থাৎ কুলীন মাত্রের উপাধি আচার্য্য, উত্তরে বা গৌড়সমাজে সেরূপ নাই, তথায় ভিন্ন বংশে ভিন্ন গোত্রে কুলীন ও মৌলিক আছে।

মধ্য ও দক্ষিণরাঢ়ে পাঁচটী সমাজ, যথা,—বর্দ্ধমান, মধ্যরাঢ়, কায়থি, বালী ও দ্বারহাটা। এই পঞ্চ সমাজের প্রত্যেকটিতে এক একজন আচার্য্য সমাজপতি বা গোষ্ঠীপতি, তাঁহার দলে এক একজন ওঝা মধ্যমশ্রেণীর কুলীন ও এক একজন দেশমুখ নিম্নশ্রেণীর কুলীন এবং আট জন করিয়া শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বা শ্রেষ্ঠমৌলিক ও কএক ঘর কষ্টশ্রোত্রিয় বা পচা মৌলিক আছেন। কুলানন্দ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত ছয় গুণযুক্ত ব্যক্তি আচার্য্য, প্রথম গুণ ছাড়া আর পঞ্চগুণযুক্ত ব্যক্তি ওঝা, চারিগুণে দেশমুখ এবং যাহাদের তিনটী মাত্র গুণ ছিল, তাঁহারা শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সামাজিক ক্রিয়োপলক্ষে আচার্য্য ।০ চারি আনা, ওঝা ৶১০ চৌদ্দ পয়সা, দেশমুখ ৶৭৷৷০ সাড়ে তের পয়সা, আটঘর শ্রোত্রিয়ের ৶৫ পয়সা এবং কষ্ট শ্রোত্রিয় ৶০ বার পয়সা হিসাবে মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন, ইহাই কুলানন্দের ব্যবস্থা। কুলানন্দ কোটমোড়েশ্বর হইতে কোতরঙ্গ বালী পর্য্যন্ত এই ৮০ ক্রোশের মধ্যে ৫৬ ঘরকে মাত্র রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং এই ৫৬ ঘরের মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধ চলিবে, ইহার বাহিরে চলিবে না, তাহাও নিয়ম করিয়া গিয়াছেন *।

রাঢ়ীয় উক্ত পঞ্চ সমাজ মধ্যে কুলানন্দ যাঁহাকে যাঁহাকে আচার্য্য, ওঝা ও দেশমুখ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম, স্থান ও গোত্রাদির পরিচয় উদ্ধৃত হইল—

* "দশ গোত্র ছাপান্ন ঘর, কোতরঙ্গ বালী কোট মোড়েশ্বর, কুটুম্বিতার সংখ্যা এই স্থান নির্ণয়।"
(কুলানন্দের কারিকা)

সমাজের নাম।	সমাজপতির নাম ও গোত্র।	ওঝার নাম ও গোত্র।	দেশমুখের নাম ও গোত্র।
১। বর্দ্ধমান	ষষ্ঠীবর আচার্য্য মৌদ্গল্য(১)	শশিধর ওঝা কাশ্যপ(২)	কামদেব বিশ্বাস গৌতম। (৩)
২। মধ্যরাঢ়	এড়ুয়ান-গ্রামবাসী জনার্দ্দন(৪)	বাবনাড়ী শঙ্করপুরবাসী ভবানীচরণ ঐ (৫)	সুনয়র-গ্রামবাসী দেশমুখ প্রপৌত্র বলরাম ঐ (৬)
৩। কায়তি	যাদবেন্দ্র আচার্য্য (৭) ঐ	চৈতন্য ওঝা ঐ (৮)	অখিল পাঁজা ঐ (৯)।
৪। বালী	দেবীবর আচার্য্য বাৎস্য, (১০) পরে তাঁহার দৌহিত্র অচ্যুত মৌদ্গল্য (১১)	বাঁকড়াবাসী চণ্ডী ওঝা	
৫। দ্বারহাটা	কনকেশ্বর মজুমদার কাশ্যপ (১২)		

(১) ষষ্ঠীবর আচার্য্যের স্থান বর্দ্ধমান।
মৌদ্গল্য গোত্র তার পুত্র দুইজন ॥২৫
হেরম্ব হইল জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিদ্যাধর।
গোষ্ঠীপূজার মালাচন্দন সভার ভিতর ॥২৬
হেরম্ব করিলেন গিয়া জুপুল্যা গ্রামে বাস।
বিদ্যাধর নিজস্থান রাখিলেন প্রকাশ ॥২৭
বিদ্যাধরের প্রপৌত্র মিহির আচার্য্য।
তেয়াঙুলে বাস করেন বর্দ্ধমান পরিত্যজ্য ॥২৮
মিহির-সন্তান-বর্গ তেয়াঙুলে স্থিতি।
ওঝা দেশমুখ শ্রোত্রী লইয়া গোষ্ঠীপতি ॥২৯

(৪) রাঢ়দেশের মধ্য ভাগে এড়ুয়ান গ্রাম।
জনার্দ্দন আচার্য্যের সেই কুলস্থান ॥৩৭
মৌদ্গল্য গোত্র তার চারি পণ সারি।
মণ্ডল গ্রামেতে বাস কত দিনান্তরি ॥৩৮

(৭) যাদবেন্দ্র আচার্য্যের কায়তি কুলস্থান।
উদুই বুধুই নবাই কুশুই তাহার সন্তান ॥৪৪
উদয় হইল জ্যেষ্ঠ মধ্যম বুধপতি।
নবাইর বংশ নাই কনিষ্ঠ কুশপতি ॥৪৫
মৌদ্গল্য গোত্র তার সারি চারি পণ।
কায়তি কুলের মালাচন্দন যাদবেন্দ্র পান ॥৪৬
(গ্রহবিপ্রকুলবি০)

(১০) কৌলীন্যস্থানবাল্যাঃ সুরধুনিনিকটে আচার্য্য দেবীবরঃ
কৃত্বোঝাখ্যাপি চণ্ডীং সকলগুণযুতং স্থাপয়েৎ বাঁকড়ায়াং।
সারীরূপেণ মানং ভুবনপরিমিতাং কাকিনীং তস্য ভূতং
গোত্রো বাৎস্যশ্চ বোধ্যস্তদনু বহুজনো মৌলিকো দেশমুখাঃ ॥
ওঝাভিদে শমুখ্যোর্বিকুলবহুজনং দেবীবরোঽপুত্রকো
দৌহিত্রায় স্বকীয়ং সমুদয়বিভবকাচ্যুতায় প্রদায়।
কৃত্বা বৈধব্য গঙ্গাস্থলজলবিমলে প্রাণং জহৌ রামগো
নীজোঝাদীন্ ততো বৈ স্বকুলজয়নার্থমচ্যুতৈর্যুখিবদ্ধঃ ॥
(অচ্যুতপঞ্চাননের কারিকা)

(১২) "আচার্য্যঃ কনকেশ্বরো রবিরুচির্দ্বারহাটা কুলীনো
মজুমদারপাতো বহুগুণযুক্তস্য পুত্রৌ চ পঞ্চৌ।"

(২) বর্দ্ধমানের ওঝা ছিল নাম শশিধর।
তাঁহার দুই পুত্র জগন্নাথ দেবীবর ॥৩০
জগন্নাথ রহিলেন কাশীপুর ঘরে।
দেবীবরের চিরকাল বাস বসৎপুরে ॥৩১
কাশ্যপগোত্র তার সারী চারি পণ।
দশ গণ্ডা বেশী পান বিদ্যার কারণ ॥৩২

(৩) বর্দ্ধমানের ওঝা ছিল কামদেব বিশ্বাস।
সাড়ে তের বুড়ি সারী গৌতম প্রকাশ ॥ ৩৪

(৫) কাশ্যপগোত্র ওঝা ভবানীচরণ।
বাবনাড়ী শঙ্করপুর ওঝার এই স্থান ॥

(৬) তাহার দেশমুখের স্থান সুনয়র গ্রাম।
দেশমুখের প্রপৌত্র বলরাম নাম ॥৪০

(৮) ওঝা ছিল চৈতন্য তাহার নাই সন্তান।
কাশ্যপ গোত্র তার চৌদ্দ বুড়ি মান ॥৪৬

(৯) কায়তির দেশমুখের নাম অখিল পাঁজা।
সাড়ে তের বুড়ি সারী করে গোষ্ঠীপূজা ॥৪৮
(গ্রহবিপ্রকুলবি০)

(১১) উদয়ের দুই পুত্র শিব আর কৃষ্ণ।
কৃষ্ণ ছিলেন অপুত্রক শিবরাম জ্যেষ্ঠ ॥৫২
শিবরামের এক পুত্র নাম রঘুবর।
রঘুবরের এক পুত্র নাম গদাধর ॥৫৩
কুলবংশ দেবীবর বালী তার স্থান।
কায়তিবংশ গদাধরকে দেন কন্যাদান ॥৫৪
কত দিনান্তরে হল গদাধরের পুত্র।
অচ্যুত নামেতে দেবীবরের দৌহিত্র ॥৫৫
দেবীবরের ওঝা দেশমুখ শ্রোত্রিয় যত ছিল।
মাতামহের সম্পত্তি অচ্যুত পাইল ॥
দেবীবরের ওঝা দেশমুখ আদি পাইয়া।
বালীতে বসতি হইল যূথবদ্ধ হইয়া ॥৫৭
(গ্রহবিপ্রকু০ বি০)